Zero-Sum
you win or you lose

ONE LINER STUDY MATERIAL FOR

WBCS PRELIMS 2019

Bengali Version

INDIAN HISTORY

Ancient & Medieval Period

Zero-Sum Online Academy Private Limited

Zero-Sum Online Academy Private Limited

WHO WE ARE:

We are a group of Young Enthusiasts, Entrepreneurs, Civil Servants, Experienced Teachers, Life Coaches, motivators who believe in encouraging you to become a great leader! We are constantly engaged to develop such a learning system where studies will be more engaging, scientific and useful. All of our online free and paid courses are sincerely and scientifically crafted in such a way that it will enable our followers to learn with fun, flexibility and feasibility.

WHY ZERO-SUM?

Because we believe encouraging and developing the leadership skill that is there in you. We believe making great leaders for our nation!

HOW WE DO IT?

By reinforcing the positive traits in personality, sharing success strategies, giving insights of the administration and making learning easy!

WHAT WE OFFER?

Online classes, video lecture series, podcasts, study material, mock test, motivation, seminars, conferences, mental toughness training, personality development course, exam strategies and so on...

Click the link below to visit

OUR OFFICIAL WEBSITE **OUR OFFICIAL CHANNEL** **OUR OFFICIAL PAGE**

আলোচনা

- ভারতের ইতিহাস পড়তে গেলে আমাদের শুরু করতে হবে সেই **হরপ্পা সভ্যতা (খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০ সাল) থেকে স্বাধীনতা (১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত ।**
- এই সুবিশাল সময়কালকে আমরা **তিনটে ভাগে ভাগ** করে নিয়ে পড়ব ।

1. **প্রাচীন যুগ** - হরপ্পা সভ্যতা থেকে ইসলামের আগমন পর্যন্ত
2. **মধ্যযুগ** - ইসলামের আগমন থেকে ইউরোপিয়ান শক্তির আগমন পর্যন্ত **এবং**
3. **আধুনিক যুগ** - ইউরোপিয়ান শক্তি প্রধানত ইংরেজদের আগমন থেকে ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত ।

- এই তিনটি সময়কালের মধ্যে পড়তে হবে **গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাল ও ঘটনা,** রাজা-বাদশাদের **সভাকবিদের নাম ,রাজধানী ,উপাধি ,ছদ্মনাম, পরিব্রাজকদের আসার সময়কাল , সেই সময়কার শিল্প -সাহিত্য** ইত্যাদি বিশেষ করে পড়তে হবে ।
- আমাদের স্টাডিম্যাটেরিয়ালে সেই সব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গুলো যেগুলো **পরীক্ষায় বারংবার** আসে সেগুলো **হাইলাইট করা আছে ওগুলো বিশেষ করে মনে রাখতে হবে** ।

- **মনে রাখবে** ভারতের ইতিহাস **সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস** যেমন **প্রাচীন যুগে স্থানীয় রাজাদের আধিপত্য লাভের সংগ্রামের পর মধ্যযুগে স্থানীয় রাজাদের হটিয়ে ইসলামিক সুলতান,মোঙ্গলদের আধিপত্যলাভের সংগ্রাম । আধুনিক যুগে** মোঙ্গল বংশকে সরিয়ে **ইউরোপিয় দেশ গুলির আধিপত্য লাভের সংগ্রাম।**
- এই ভাবে একটা **সামগ্রিক ধারণা** নিয়ে আমরা ইতিহাস পড়া শুরু করব ।

ভারত পরিচয়

- প্রাচীনকালে ভরত নামে এক রাজা এদেশে রাজত্ব করতেন।তাঁর নামানুসারে এদেশের নাম **হয় ভারত** ।
- বিদেশিদের কাছে আমাদের দেশ 'ইন্ডিয়া' নামে পরিচিত। এই নামটি সংকৃত 'সিন্ধু' শব্দ থেকে উদ্ভূত।
- প্রাচীন পারসিকরা সিন্ধুকে উচ্চারণ করত 'হিন্দু'। এ থেকেই সে যুগে ভারতীয়দের সাধারণ নাম হয় 'হিন্দু' এবং কালক্রমে এ দেশের নাম হয় 'হিন্দুস্তান' বা হিন্দুদের বাসভূমি।
- গ্রিক ও রোমানরা 'হিন্দু'-কে উচ্চারণ করত 'ইন্দুস' (Indus) বলে। প্রাচীন এই ;ইন্দুস' থেকেই আধুনিক 'ইন্ডিয়া' নামে উৎপত্তি।
- বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মিলনভূমি ভারতবর্ষকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ-ঠাকুর তাই **'মহামানবের সাগরতীর'**বলে বর্ণনা করেছেন।

- ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ (Vincent Smith) ভারতকে বলেছেন 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' (ethnological museum)। ভিনসেন্ট স্মিথ ভারতবাসীর সমন্বয়ের আদর্শকে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' বলে আখ্যায়িত করেছেন।
- ঐতিহাসিকেরা ভারতকে 'বিশ্বের সারাংশ' ('epitome of the world') বলে বর্ণনা করেছেন।
- ভারতের মধ্যভাগে দন্ডায়মান বিন্ধ্য পর্বতমালা ভারতকে 'আর্যাবর্ত' ও 'দাক্ষিণাত্য'-এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছে।
- **কলহনের রচিত** 'রাজতরঙ্গিনী'-ই হল প্রাচীন ভারতের একমাত্র গ্রন্থ, যাকে যথার্থভাবে ইতিহাস-গ্রন্থ বলে আখ্যায়িত করা যায়।
- 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত কাশ্মীরের ধারাবাহিক ও প্রামাণিক ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে ।
- প্রচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান হিসাবে লিপি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী।
- গুপ্তযুগের পূর্ববর্তীগুলি লিপিগুলির মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগই প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। গুপ্তযুগ থেকে লিপিগুলির ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষায় বহুল প্রচলন শুরু হয়।
- সম্রাট অশোক সাধারণভাবে ভারতের সর্বত্র ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহার করতেন।উত্তর -পশ্চিম ভারতের ক্ষেত্রে তিনি খরোষ্ঠী লিপি ব্যবহার করেন।

Zero-Sum
you win or you lose

ভারতের প্রাচীন যুগ

- **ভারতের প্রাচীন যুগ শুরু হচ্ছে হরপ্পা সভ্যতা (২৭০০ খ্রিস্টপূর্ব) থেকে মহম্দ বিন কাসিমের (৭১২ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত ।**
- হরপ্পা সভ্যতার আগে অবশ্য স্থানীয় কিছু জনবসতি গড়ে উঠেছিল তারমধ্যে অন্যতম হল **মেহেরগড় সভ্যতা ।**
- হরপ্পা সভ্যতা শুরু করার আগে আমরা মানব সভ্যতার **প্রাচীন তিনটি যুগ প্রাচীন প্রস্তর যুগ ,মধ্যপ্রস্তর যুগ ও নব প্রস্তর যুগ -এরকিছু বৈশিষ্ঠ্য জেনে নেব যেগুলো পরীক্ষায় আসে** ।
- তারপর **হরপ্পা সভ্যতা , বৈদিকযুগ (আর্যদের আগমন), বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম(প্রতিবাদী আন্দোলন), মগধের উত্থান (ষোড়শ মহাজনপদ), গ্রিকদের ভারত আক্রমণ (আলেকজান্ডার), কুষান যুগ (কনিষ্ক), সাতবাহন, গুপ্ত সাম্রাজ্য, পুষ্যভূতি বংশ(হর্ষবর্ধন) এবং আঞ্চলিক শক্তির উত্থান (যেমন বাংলায় শশাঙ্ক, পাল সেন ;**

পশ্চিম ভারতের প্রতিহার; দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট, চালুক্য ,পল্লব ,চোল পর্যন্ত আমরা পড়ব প্রাচীন ভারতের ইতিহাস । তারপর থেকেই শুরু হয়ে যাবে ভারতের মধ্যযুগ ।

প্রাগৈতিহাসিক ভারত

- আদিম সভ্যতাকে মূলত ভাগ করা **হয়েছে তিনটি ভাগে**

1. **প্রাচীন প্রস্তর যুগ** (Palaeolithic age) ,
2. **মধ্য প্রস্তর যুগ** (Mesolithic age),
3. **নতুন প্রস্তর যুগ** (Neolithic age)।

- এর পর আর একটি যুগে ভাগ করা নেওয়া হয়েছে সেটি হল **ধাতুর যুগ বা তাম্র প্রস্তর যুগ** । (Chalcolithic age) ।
- এই যুগ গুলিকে ভাগ করা হয়েছে **ঐ সময়কার ব্যবহার করা সরঞ্জাম ও উপকরণ অনুসারে** ।

প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Palaeolithic age): (500000-10000 BC)

Zero-Sum
you win or you lose

- **প্যালিওলিথিক দুটি গ্রিক শব্দ নিয়ে গঠিত। প্যালিওস মানে প্রাচীন** ও **লিথস মানে প্রস্তর** বা পাথর। অর্থাৎ প্রাচীন প্রস্থর।
- প্যালিওলিথিক শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন প্রত্নতত্ত্ববিদ **জন লুবক (John Lubbock) ১৮৬৫ সালে ।**
- এই যুগের মানুষেরা ছিল **নেগ্রিটো জাতির** অন্তর্ভূক্ত । **খর্বকায় ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ** ।
- ছোটো ছোটো দলে বিভিক্ত হয়ে তারা যাযাবর জীবনযাপন করত।
- **গুহাতে বসবাস** করত। প্রাণ ধারণের জন্য **শিকার** করত। **হাতিয়ার ছিল অমসৃণ পাথর**। কাঁচা **মাংস খেত।**
- **কৃষিকাজ, আগুন জ্বালানো জানত না, নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিলনা ।**

- **এই যুগের শেষ ভাগে (Upper Palaeolithic) আগুনের ব্যবহার শেখে ও আধুনিক মানুষে (Homo Sapiens) রুপান্তরিত হয় ।**

- পাকিস্তানের অন্তর্গত **সোয়ান ভ্যালি ও দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ অঞ্চলে** এদের তৈরী হাতিয়ার ও সরঞ্জাম পাওয়া গেছে ।

মধ্য প্রস্তর যুগ (Mesolithic age) – 10000-6000 BC

- গ্রিক শব্দ **মেসোস মানে মধ্য ও লিথোস মানে প্রস্তর**। অর্থাৎ মধ্য প্রস্তর।
- এই মধ্যবর্তী যুগের প্রধান জিনিসগুলি ছিল **মাইক্রোলিথ**, অর্থাৎ কোণবিশিষ্ট বা অর্ধ-চন্দ্রাকার ফলা ইত্যাদি। ছোট ছোট পাথরের নুড়ি যা তীরের অগ্রভাগে ব্যবহার হত। এগুলির সাহায্যে দ্রুতগামী পশু মারা **হত।** মানুষের ব্যবহৃত পাথরের ক্ষুদ্র আকৃতিই **(মাইক্রোলিথ)** এই যুগের বৈশিষ্ট্য।
- এই যুগে **মাটির পাত্র তৈরি হলেও কুমরোর চাকা ব্যবহার শুরু হয়নি** ।
- এই যুগের **শেষ ভাগে মানুষ কৃষিকাজ শিখেছিল** ।
- **মধ্যপ্রদেশের ভিমবেটকা গুহায় এই যুগের অনেক গুহাচিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে ।**
- **পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের বীরভানপুর গ্রামে এই যুগে প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে ।**

নতুন প্রস্তর যুগ (Neolithic age) 6000-1000 BC

- গ্রিক শব্দ **নিওস মানে নতুন ও লিথোস মানে প্রস্তর**। অর্থাৎ নতুন প্রস্তর ।
- **পাথরের হাতিয়ার মসৃণ সূক্ষ ও তীক্ষ্ণ হয় এই যুগে ।**
- এই যুগে **শস্যোৎপাদন, গৃহপালিত পশুর ব্যবহার (মানুষের প্রথম গৃহপালিত পশু হল ভেড়া), ঘরবাড়ি নির্মাণ ও আগুনের ব্যবহার জানত** ।
- **কুমোরের চাকার ব্যবহার শুরু হয় এই যুগেই** ।
- উল্লেখ্য , **উত্তর প্রদেশের বেলান নদী উপত্যকায় উপরিউক্ত তিনটি যুগের নিদর্শনই পাওয়া গেছে ।**

Zero-Sum is an Edu-Tech start up operating from a remote countryside and connecting millions to help them achieve their dreams

তাম্র প্রস্তর যুগ (Chalcolithic age): 3000-500 BC

- **চ্যালকো কথার অর্থ তামা। সুতরাং চ্যালকোলিথিক মানে তাম্রপ্রস্তর ।**
- এই যুগে মানুষ **প্রথম ধাতুর ব্যবহার শেখে** ।
- **তামাই ছিল মানুষের প্রথম ব্যবহার করা ধাতু। চারহাজার খ্রিস্টপূর্ব আগে ইরাকের সুমের অঞ্চলে প্রথম খনি থেকে তামা বের করা হয় ।**
- এর পর **তামার সাথে টিন মিশিয়ে নরম তামাকে শক্ত করে ব্রোঞ্জ** প্রস্তুত শুরু হয় । তারপর থেকে চ্যালকোলিথিক যুগ **ব্রোঞ্জ যুগে** পরিনত হয় ।
- চ্যালকোলিথিক যুগে **গরু, ভেড়া, শুয়োর, মোষ ছিল গৃহপালিত পশু** ।
- প্রধানত গৃহপালিত **পশু খাদ্য হিসেবেই ব্যবহার করা হত। দুগ্ধর জন্য নয়** ।
- গম, চাল ছিল মুখ্য খাদ্য বস্তু। বাজরা, ডাল জাতীয় শষ্যও উৎপাদন করত।
- **তারা কুমরোর চাকা দ্বারা নানা প্রকার মাটির সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কালো ও লাল রঙের মাটির সরঞ্জাম বিখ্যাত ছিল।**
- **তারা পোড়া ইঁটের ব্যবহার জানতনা। মাটির কাঁচা ইঁটের বাড়িতে থাকত ।**
- **লেখা জানা ছিলনা । তারা রান্না করা খাবার খেত ।**
- **তারা মৃতদেহ কবর দিত ।**
- সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা হল 'তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা'। এর পরে আসে লৌহযুগ।

(Note: সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা কোন যুগের সভ্যতা ? পরীক্ষায় উত্তরের অপসনে ব্রোঞ্জ যুগ থাকলে ওটাই উত্তর হবে । না থাকলে তাম্রপ্রস্তর যুগ উত্তর হবে)

প্রাক-হরপ্পা সভ্যতা

- হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর উন্নত নগর সভ্যতা কোনও আকস্মিক ঘটনা **নয়** -মেহেরগড় ও সন্নিহিত অঞ্চলে মানব সভ্যতার যে বিকাশ ঘটেছিল, হরপ্পা সভ্যতা তারই এক পরিপূর্ণ রূপ।
- বোলান গিরিপথের কাছে এবং কোয়েটা শহর থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরত্বে কাচ্চি মেহেরগড়ের প্রত্নক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে ।
- ১৯৭৪ সালে বিশিষ্ট ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক **জাঁ ফ্রাঁসোয়া জারিজ** -এর **আবিষ্কার করেন** ।

হরপ্পা সভ্যতা

- **সময়কাল ২৬০০-১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্ব ।**
- দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম **নগর সভ্যতা।**
- এটি **ব্রোঞ্জ যুগিয় সভ্যতা** ।
- ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে দয়ামান সাহানি পাঞ্জাবের মন্টগোমারি জেলায় ইরাবতী বা রাভি নদীর তীরে এই উন্নত নগর সভ্যতার সন্ধান পান।
- ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরে সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলায় **'মহেঞ্জোদারো' (অর্থ 'মৃতের স্তূপ') শহরটির সন্ধান** পান ।
- এই অবিষ্কার গুলির ফল শ্রুতি হিসাবে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তদানীন্তন অধিকর্তা **জন মার্শালের তত্ত্বাবধানে এই অঞ্চলগুলিতে খনন কার্য শুরু হয় ।**
- **জন মার্শালই প্রথম ব্যক্তি যিনি "Indus Valley Civilazation" নামটি রাখেন ।**
- **এর আগে আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে হরপ্পায় একটি সিলমোহর আবিষ্কার করেছিলেন।**
- **কার্বন ১৪ ডেটিং পরীক্ষার সাহায্যে** হরপ্পা সভ্যতার কালসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ।
- সিন্ধু নিদের তীরে প্রথম এক সভ্যতা আবিষ্কার হয় বলে আগে সভ্যতাকে 'সিন্ধু সভ্যতা' বলা হত।
- সিন্ধু সভ্যতা না বলে প্রথম আবিষ্কৃত স্থানের নাম অনুসারে একে হরপ্পা সভ্যতা বা হরপ্পা সংস্কৃতি বলা হয়।
- সমসাময়িক **সুমের, আক্কাদ, ব্যাবিলন ও মিশর** প্রভৃতি বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির মতো হরপ্পা সভ্যতা ছিল **নদীমাতৃক সভ্যতা।**
- হরপ্পা সভ্যতা মেসোপটেমিয়ার অধিবাসিদের **কাছে মেহুয়া** নামে পরিচিত ছিল ।
- এটি হল প্রাচীন বিশ্বের বৃহত্তম সভ্যতা।
- উত্তরে জম্মু থেকে দক্ষিণে নর্মদা উপত্যকা এবং পশ্চিমে বেলুচিস্তানের মাকরান মরু-উপকূল থেকে উত্তর-পূর্বে মিরাট পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ছিল।
- পুরো এলাকাটি **ছিল একটি ত্রিভুজের মতো।**

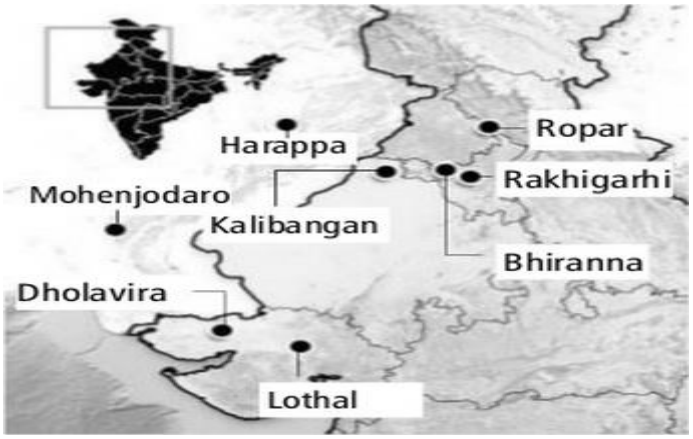

- **হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার:**

- উত্তর -মান্ডা (জম্মু ও কাশ্মীর)
- দক্ষিণ- ডায়মাবাদ (মহারাষ্ট্র)
- পূর্ব-আলমগিরপুর (উত্তরপ্রদেশ)
- পশ্চিম-সুতকাজেন-ডোর (বালুচিস্তান)।

- বর্তমানে হরপ্পা সভ্যতার প্রায় ১৪০০ টি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং নগর-কেন্দ্রগুলির মধ্যে সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো। এই নগরী দুটির মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৪৮৩ কিলোমিটার। এছাড়া চানহুদারো, কোটদিজি, রূপার, আলমগীরপুর, লোথাল, রংপুর, রোজদি, সুরকোটারা, কালিবঙ্গান, বানওয়ালি প্রভৃতি স্থানে উন্নত নাগর জীবনের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।
- **ভারতে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য হরপ্পা সভ্যতার শহর** : কালিবঙ্গান **(রাজস্থান),** লোথাল**, ঢোলাভিরা,** রংপুর, সুরকোটারা **(গুজরাট),** বানওয়ালি, **রাখিগারহি (হরিয়ানা),** রূপার **(পাঞ্জাব).**
- **পাকিস্তানে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য হরপ্পা সভ্যতার শহর:** হরপ্পা,মহেঞ্জোদারো,চানহুদারো
- **বর্তমানে রাখিগারহি (হরিয়ানা) বৃহত্তম হরপ্পা সভ্যতার অঞ্চল** ।

Note:-

- **মহেঞ্জোদারো সিন্ধু বা ইন্ডাস নদীর তীরে অবস্থিত ।**
- **হরপ্পা রাভি বা ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত ।**
- **চানহুদারো সিন্ধু বা ইন্ডাস নদীর তীরে অবস্থিত ।**
- **লোথাল ভোগাবা নদীর তীরে অবস্থিত ।**
- **কালিবঙ্গান, বানওয়ালি ঘাগর নদীর তীরে অবস্থিত ।**
- **ঢোলাভিরা লুনি নদীর তীরে অবস্থিত ।**

- **এই যুগের মানুষ লোহার ব্যবহার জানত না।** এ সময় পাথরের ব্যবহার কমে আসতে থাকে এবং ব্রোঞ্জ ও তামার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।
- **সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য হল নগর পরিকল্পনা ও ড্রেনেজ সিস্টেম** ।
- এই সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক হলেও তার **মূল ভিত্তি ছিল কৃষি।**
- এখনকার অধিবাসীরা গম, যব, বার্লি, ধান, ফলমূল, তিল, মটর, রাই, খেজুর, বাদাম, দুধ, মুরগি ও পশুর মাংস এবং মাছ খাদ্যদ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করত।

- গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গরু, মহিষ, ভেড়া, হাতি, শূকর ও ছাগল।
- **ঘোড়া ও লোহার ব্যবহার এদের কাছে অজানা ছিল ।**
- তখনও মুদ্রার প্রচলন হয় নি। বিনিময় প্রথার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত।
- ক্রিট, সুমের ও মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে জলপথ ও স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত।
- তাদের মধ্যে সমুদ্রযাত্রাও প্রচলিত ছিল। **লোথাল ছিল বিশ্বের প্রাচীনতম বন্দর।**
- **হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরা প্রথম তুলা চাষ শুরু করে** ।
- সিন্ধুবাসী সুতি ও পশম বস্ত্র ব্যবহার করত। তারা দেহের ঊর্ধ্বাংশ ও নিম্নাঙ্গ দুইখন্ড বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করত।
- দাক্ষিনাত্য থেকে দামি পাথর, রাজপুতানা থেকে তামা, কাথিয়াওয়াড় থেকে শঙ্খ এবং বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান থেকে সোনা, রূপা, সিসা ও টিন আমদানি হত।
- সিন্ধু উপত্যকা থেকে রপ্তানি হত তুলো, সুতিবস্ত্র, তামা হাতির দাঁত ও হাতির দাঁতের তৈরি নানা জিনিসপত্র। সুতিবস্ত্র ও তুলো ছিল রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ।
- **সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্তলিপি** এখনও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
- এই **লিপি ছিল চিত্রলিপি** (Pictographic)।
- **এই লিপি** ডানদিক থেকে বাঁদিকে পড়া হত (Boustrophedon)।

- **বাড়িগুলি পোড়া-ইটের তৈরি এবং অনেক বাড়ী দোতলা বা তিনতলা।** অনেক বাড়ি আবার 'সোকপিট' ছিল।
- 'ম্যানহোল'-এর ব্যবস্থা ছিল। ডঃ এ. এল. ব্যমাস বলেন যে, রোমান সভ্যতার পূর্বে অপর কোনও প্রাচীন সভ্যতায় এত পরিণত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ছিল না।
- **শ্রেণিবিভিক্ত সমাজের অস্তিত্ব হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।** শহরের ঘরবাড়ি ও অনান্য উপকরণ দেখে মনে হয় যে, সমাজে শাসক সম্প্রদায়, ধনী ও ব্যবসায়ী এবং দরিদ্র শ্রমিক ও কারিগরের বাস করত।
- দুর্গ অঞ্চলেই ছিল শাসকদের বাসগৃহ।
- সমাজে প্রভাবশালী শ্রেণি ছিল **ধনী পুরোহিত গোষ্ঠী।**
- **প্রকৃতি পূজা প্রচলন ছিল ।** সিন্ধুবাসীদের মধ্যে বৃক্ষ, আগুন, জল, সাপ, বিভিন্ন জীবজন্তু, লিঙ্গ ও যোনি পূজা এবং সম্ভবত সূর্য উপাসনা-ও প্রচলিত ছিল।
- একটি সিলে বাঘ, হাতি, গন্ডার, মোষ ও হরিণ-এই পাঁচটি পশু দ্বারা পরিবৃত ও ত্রিমূখবিশিষ্ট ধ্যানমগ্ন এক যোগীমুর্তি দেখা যায়। **মূর্তিটির মাথায় দুটি সিং আছে। অনেকের ধারণায় এটি একটি শিবমূর্তি। অধ্যাপক ব্যাসাম এটিকে 'আদি শিব' বলে অভিহিত করেছেন**

- হরপ্পা সভ্যতায় মন্দিরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কয়েকটি বড়ো বড়ো অট্টালিকাকে অনেক মন্দির বলে মনে করেন। সেগুলি মন্দির হলেও সেখানে প্রতিষ্ঠা করে পুজোর রীতি প্রচলিত ছিল না।
- মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা উভয় শহরেরই উত্তর-পূর্ব কোণ, দুর্গপ্রকার ও শস্যাগারের কাছাকাছি স্থানসমূহে খুপরি-জাতীয় ঘরগুলির অস্তিত্ব শহরে ক্রীতদাস ও দরিদ্র শ্রমজীবীদের উপস্থিতি প্রমাণ করে।
- **মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হত ও সেই সঙ্গে মৃতের ব্যবহার করা জিনিসপত্র ও অলঙ্কার কবরে রাখা হত । অর্থাৎ তারা পরলোকে বিশ্বাস করত ।**
- **আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।**

- অতির্কিত আক্রমণের ফলেই এই অবস্থা হয়েছে এবং দেবরাজ ইন্দ্রই এই সভ্যতার ধ্বংসকারী। **ঋগ্বেদে তাঁকে 'পুরন্দর' বা 'দুর্গ-ধ্বংসকারী বলা হয়েছে।**

- **লাপিস লাজুলি** আফগানিস্তানের এক মুল্যবান পাথর ।
  প্রাচীন মেহেড়গড় সভ্যতা ও হরপ্পা স্ভ্যতার অধিবাসীরা এই মুল্যবান পাথর আফগানিস্তান থেকে আমদানি করত ।
- **লাপিস লাজুলির খনি অঞ্চলেই ছিল হরপ্পা অধিবাসীদের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র শক্রঘাই ।**

Zero-Sum
you win or you lose

Be a Premium Member with Zero-Sum
and enjoy support till Success!

গুরুত্বপূর্ণ সন্ধান ও তাদের স্থান

মহেঞ্জোদারো-

- চল্লিশ ফুট উঁচু একটি বিশালায়তন ঢিপির উপর একটি দুর্গ ছিল।
- দুর্গ অঞ্চলেই সর্বসাধারণের ব্যবহারোপয়োগী একটি বিরাট **বাঁধানো স্নানাগার** আবিষ্কৃত হয়েছে। তার আয়তন **দৈর্ঘ্যে ১৮০ ফুট ও প্রস্থে ১০৮ ফুট ।**
- এর চারদিক ঘিরে আছে ৮ ফুট উঁচু ইটের দেওয়াল। এর কেন্দ্রস্থলে আছে একটি জলাশয়, যা ৩৯ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট গভীর।
- **জলাশয়ের নোংরা জল নিকাশ ও তাতে পরিষ্কার জল পূর্ণ করার ব্যবস্থা ছিল। ঋতুভেদে জল গরম বা ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থাও ছিল।**
- **এরই পাশে ছিল একটি কেন্দ্রীয় শস্যাগার।** এর আয়তন ছিল প্রায় ৯০০০ বর্গফুট। ডঃ এ. এল.ব্যাসাম এটিকে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন।
- **আর পাওয়া গেছে পশুপতি মহাদেবের শীল, নৃত্যরতা নগ্ন নারীর ব্রোঞ্জ মূর্তি, পাথরের দাড়ি যুক্ত মানুষের মূর্তি, ২টো মেসোপটেমিয়ার শীল, ১৫০০ শীলমোহর, বোনা সূতিবস্ত্র।**
- **খননকার্যের ফলে মহেঞ্জোদারোতে সভ্যতার ন'টি স্তর আবিস্কৃত** হয়েছে, অর্থাৎ ধ্বংসের পর সেখানে আটবার সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। হরপ্পায় ছ'টি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে।

Zero-Sum
you win or you lose

হরপ্পা

- **দুটি সারির ৬টি শস্যভান্ডার, কবরস্থান H (বিদেশিদের একটি সমাধি), কবরস্থান R 37, শবাধার গোরস্থান, পাথরের নৃত্যরত নটরাজ, নয়শত শীলমোহর, ধুতি পরিহিত ব্যক্তি।**

লোথাল

- **১৯৫৩ সালে এস. আর. রাও এই সব অঞ্চলের প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন।**
- **বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম বন্দর ও পোতাশ্রয় লোথালেই তৈরি হয়েছিল।**
- **চালের ভুষি, তুলাদন্ড, পারস্য উপসাগরের শীলমোহর, দ্বি কবরস্থান (যুগ্মসমাধি আবিষ্কৃত), ,টেরাকোটা ঘোড়া চিত্র ,আধুনিক কম্পাসের মতো একটি দিক-নির্ণায়ক যন্ত্র।**

সুরকোটডা

- **ঘোড়ার অস্থি, মালা** তৈরির কারখানা।

ঢোলাভিরা

- **আধুনিক জল সরবরাহ পদ্ধতি (Water Management)**।
- **এখানে সাতটি সাংস্কৃতিক পর্যায় দেখা যায়। ধোলাবীরার শহরটি তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল।**

রঙপুর

- চালের ভুষি।

আমরি

- **শীলমোহরে গন্ডারের ছবি।**
- কৃষ্ণসার হরিণের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে।

Zero-Sum
you win or you lose

কালিবঙ্গান

- **১৯৫৩ সালে অমলানন্দ ঘোষ এই প্রত্নক্ষেত্রটি আবিষ্কার করেন।**
- **উটের হাড়** পাওয়া গিয়েছে।

চানহু-দাড়ো

- **১৯৩১ সালে ননীগোপাল মজুমদার** এই শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন।
- **এই শহরে কোনো নগরদুর্গ (সিটাডেল) ছিল না।**
- পুঁতির মালার শিল্প এখানে বিখ্যাত ছিল। একটি ক্ষুদ্র পাত্র পাওয়া **গিয়েছে, সেটি সম্ভবত দোয়াত**। একটি কুকুর বিড়াল তাড়া করেছে, এমন কয়েকটি পদচিহ্নও পাওয়া গিয়েছে।

রুপার

- **এখানকার সমাধিক্ষেত্রে মানুষের পাশে একটি কুকুরও সমাহিত করা হত।**

কোট দিজি

- **১৯৫৩ সালে ফজল আহমেদ সিন্ধু নদের তীরে অবস্থিত কোট দিজি প্রত্নক্ষেত্রটি আবিষ্কার করেন।**
- **এখানে মাটির রঙিন চাকা ও পাঁচটি দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে।**
- **এই শহরটি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল।**

বৈদিক সভ্যতা (BC 500-1500)

- আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে আগত জাতি। **প্রধানত আর্যরা আসে মধ্য এশিয় অঞ্চল গুলি থেকে।**
- বৈদিক সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতার মত তারা উন্নত ও সরল ছিলনা।
- তাদের ধর্মীয় জীবন ও সামাজিক জীবন ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করে।
- **জাতিভেদ প্রথা স্পষ্ট ও অনমনীয় হয়ে ওঠে। মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা কমতে থাকে।** ফলে সমাজের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং প্রতিবাদ স্বরুপ **জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব** হয়।
- **কিন্তু বৈদিক সভ্যতায় লোহার প্রচলন ঘটায় বৈদিক সভ্যতা ক্রমশ বিস্তার করতে থাকে।** লোহার তৈরি যন্ত্র পাতির সাহায্যে জঙ্গল কেটে নতুন নতুন কৃষিজ ভূমি তৈরি হতে থাকে।
- **লোহার প্রচলন ঘটায় অস্ত্র শস্ত্রের গুণমান বাড়তে থাকে।** রাজ রাজাদের ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মগধের মত শক্তিশালী রাজ্য সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ক্ষমতা বিস্তার করতে থাকে।
- **মগধের পাশিপাশা আরও স্থানীয় রাজ্য শক্তিশালী হতে থাকল। একে একে মৌর্য, কুষান, গুপ্ত, চোল বংশের রাজারা নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে থাকে।** এই ভাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গড়ে ওঠে।
- সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের পর ভারতে যে সভ্যতার উদ্ভব হত তার নাম বৈদিক সভ্যতা।
- **বেদকে ভিত্তি করে এই সভ্যতা গড়ে ওঠে বলে এর নাম বৈদিক সভ্যতা।**
- **হরপ্পা সভ্যতা ছিল নগর সভ্যতা। কিন্তু বৈদিক সভ্যতা ছিল গ্রামীণ সভ্যতা।**
- **বৈদিক সভ্যতা বা আর্য সভ্যতা কে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে -**

1. **আদি বৈদিক সভ্যতা** (ঋগ্বেদে বর্ণিত আর্য সভ্যতাকে আদি বৈদিক সভ্যতা বলা হয়): **1500-1000 BC**
2. **পরবর্তী বৈদিক সভ্যতা: 1000-500 BC**

- ঋকদেব আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য। ঋকবেদের রচনাকালের উপর ভিত্তি করে **পন্ডিতেরা ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দকে ভারতে আর্যদের আগমনকাল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।**
- **এই সভ্যতার স্রষ্টাদের 'আর্য' বলা হয়**। খাঁটি সংস্কৃত শব্দে **'আর্য' কথার অর্থ হল 'সৎবংশজাত' বা 'অভিজাত মানুষ'**।
- 'আর্য' বলতে অনেকে একটি জাতি বোঝেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে 'আর্য' কোনও জাতিবাচক শব্দ **নয়**। **'আর্য'-হল একটি ভাষাগত ধারণা**।
- সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রিক, জার্মানি, গথিক, কেলটিক, পারসিক প্রভৃতি ভাষার মধ্যে একটি মূলগত সাদৃশ্য আছে। বলা হয় যে, একই মূল ভাষা থেকে এই ভাষাগুলি উৎপন্ন। **এই ভাষাগুলিকে একত্রে 'ইন্দো-ইউরোপীয়' ভাষা বলা হয় এবং এইসব ভাষায় যারা কথা বলে তাদের 'আর্য' বলা হয়**।
- আর্যদের আগমনের প্রথম পর্বে **সপ্তসিন্ধু অঞ্চল** (পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী-শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, ও বিতস্তা এবং সিন্ধু ও সরস্বতীর নাম অনুসারে এই অঞ্চলটি 'সপ্তসিন্ধু' নামে পরিচিত) অর্থাৎ আফগানিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, সিন্ধুর অংশবিশেষ প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়।
- **দাক্ষিণাত্যে আর্য সংস্কৃতি বিস্তারের ঋষি ও ব্রাহ্মণরাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং তাঁদের মধ্যে ঋষি অগস্ত্য-ই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ**।

Zero-Sum
you win or you lose

বৈদিক সাহিত্য

- **ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব –এই চারটি বেদ এবং সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ** ও বেদাঙ্গ প্রভৃতি নিয়ে যে বিশাল বৈদিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তা রচনা করতে কয়েক শত বৎসর সময় লেগেছিল।
- সমগ্র আর্য জাতির প্রাচীনতম সাহিত্যের নাম **বেদ**।
- **বেদ শব্দের অর্থ (জ্ঞান)** হিন্দুদের বিশ্বাস বেদ মানুষের রচণা নয়-স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী। এজন্য বেদকে 'নিত্য' ও অপৌরুষেয়'**(অর্থাৎ কোনো মানুষের দ্বারা রচিত নয়)** বলা হয়।
- **প্রাচীন ঋষিরা ঈশ্বরের এই বাণী শ্রবণ করেছিলেন বলে বেদকে 'শ্রুতি' বলা হয়**।
- **বেদ চার প্রকার- ঋক, সাম, যজুঃ, ও অথর্ব**।
- **এই চারটি বেদের মধ্যে ঋকবেদই** প্রাচীনতম।

- ঋকবেদ রচিত হয়েছিল আদি বৈদিক যুগে অর্থাৎ ১৫০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বের মধ্যে। **বাকি তিনটি বেদ রচিত হয়েছিল পরবর্তী বৈদিক যুগে অর্থাৎ ১০০০- ৫০০ খ্রিস্টপূর্বের মধ্যে।**
- প্রত্যেক বেদ চারটি ভাগে বিভক্ত-**সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ**।
- সংহিতা **পদ্যে লেখা;** ব্রাহ্মণ **অংশ গদ্যে লেখা**।
- **সংহিতায় স্তব, স্তুতি ও নানা মন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে**।
- ব্রাহ্মণ **অংশে বৈদিক মন্ত্রের টিকা ও যাগ যজ্ঞর বিধিগুলি সন্নিবিষ্ট আছে**।
- **আরণ্যকে সংসারাশ্রমের শেষে যাঁরা অরণ্যে আশ্রয় নিতেন তাঁদের উপযোগী ধর্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে**।
- **উপনিষদে হিন্দু ধর্মের দার্শনিক দিকটি আলোচনা করা হয়েছে**। কর্ম, মায়া, মুক্তি, ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা নিয়ে রচিত হয়েছে উপনিষদ। **এই জন্য উপনিষদ দার্শনিক শাস্ত্র হিসাবে বিবেচিত হয়**।
- উপনিষদ বেদের শেষ ভাগ, তাই তা **বেদান্ত (বেদের অন্ত)** নামে পরিচিত।
- **১০৮টি উপনিষদ আছে**। **তার মধ্যে ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ**। **এর মধ্যে মুন্ডক উপনিষদ বৃহত্তম**।
- **মুন্ডক উপনিষদেই 'সত্যমেব জয়তে' শব্দ দুটি উল্লেখ আছে**।

- **ঋকবেদের সংহিতা অংশে ১০২৮টি সূত্র (hymns) আছে**। প্রাকৃতিক বর্ণনা ও প্রাকৃতিক দেবদেবীর স্তুতিগানই ঋকবেদ-এর বিষয়বস্তু।
- **সামবেদের স্তোত্রগুলি যজ্ঞের সময় গানের মত আবৃত্তি করা হত**। এই জন্য একে **সামগান** বলা হয়।
- **যজুর্বেদ-এ যাগ-যজ্ঞের মন্ত্রাদির কথা পাওয়া যায়**। যজুর্বেদ আংশিক পদ্যে ও আংশিক গদ্যে লেখা।
- **অথর্ববেদ-এ সৃষ্টিরহস্য, চিকিৎসাবিদ্যা ও নানা বশীকরণ মন্ত্রাদি স্থান পেয়েছে**।
- **বেদপাঠের জন্য যে ছয়টি বিদ্যার প্রয়োজন হয় তাকে বেদাঙ্গ বলে**। **ছয়টি বিদ্যা - শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ও কল্প।**
- **পরবর্তী বৈদিক যুগেই রামায়ণ ও মহাভারত মহাগ্রন্থ দুটি লেখা হয়**। রামায়ণ লেখেন বাল্মীকি এবং মহাভারত লেখেন ব্যাসদেব।
- **মহাভারতের আসল নাম ছিল জয়সংহিতা**। ব্যাসদেব এই নামেই গ্রন্থটি রচনা করেন ।

Book a Free Personal Online Consultation:
86704 20484

আদি বৈদিক সভ্যতা / ঋক-বৈদিক যুগ (BC 1500-1000)

- ঋকবেদের যুগে পরিবার ছিল আর্য সমাজের সর্বনিম্ন স্তর এবং পরিবার (Family)-ই ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি।
- কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হত একটি গোষ্ঠী (Clan) এবং কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হত উপজাতি (Tribe)।
- ঋকবেদ কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক বিভাগের উল্লেখ আছে যথা- গ্রাম, বিশ এবং জন।
- **গ্রামের শাসনকর্তাকে গ্রামণী বলা হত। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত বিশ। বিশ-এর প্রধানকে বলা হত বিশপতি। জন-এর প্রধানকে গোপ বলা হত।**
- রাজার 'সম্রাট', 'একরাট', 'বিরাট' প্রভৃতি উপাধি ধারণ করতে থাকেন। রাজতন্ত্রই ছিল সাধারণভাবে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা এবং রাজাকে 'রাজন' বলা হত।
- রাজা সর্বশাস্তিমান হলেও তিনি কখনোই স্বৈরাচারী ছিলেন না। **তাঁকে সর্ব-বিষয়েই 'সভা' ও 'সমিতি' নামে দুটি পরিষদের মত নিয়ে চলতে হত।**
- রাজশক্তি নিয়ন্ত্রণে পুরোহিতদের ভুমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ছিলেন এই যুগের প্রভাবশালী পুরোহিত।
- **অপরাধীদের ধরে আনার জন্য পুলিশ ছিল। তাদের বলা হত 'উগ্র'।**

Zero-Sum
you w u lose

সামাজিক জীবন

- ঋক-বৈদিক যুগে সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার এবং এই পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক ও একান্নবর্তী পরিবারকে বলা হত 'কূল' এবং পরিবারের প্রধান বা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ সদস্যকে 'গৃহপতি' বা 'কুলপ' বলা হত।
- ঋগ্বেদে 'অগ্নিদেব'-কে প্রায়ই 'অতিথি' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, সে যুগে অতিথিকে বিশেষ সম্মান করা হত।
- পর্দাপ্রথা সে যুগে প্রচলিত হয় নি। ঋগ্বেদে একাধিক যোদ্ধা নারীরা উল্লেখ আছে। **ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা, মমতা, লোপামুদ্রা, প্রমুখ নারী শিক্ষার উচ্চতর স্তরে পৌঁছেছিলেন।**
- **সতীদাহ বা বাল্যবিবাহ সে যুগে প্রচলিত ছিল না;** পণপ্রথা প্রচলিত ছিল। তারা ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, ও গোরুর মাংস ভক্ষণ করত। তবে গাভি হত্যা নন্দনীয় ছিল।

- **সোমরস ও সুরা নামক দুটি পানীয় তারা ব্যবহার করত**।
- আর্যরা যখন ভারতে প্রথম বসতি স্থাপন করে তখন ভারতবাসীরা দেহের বর্ণ অনুসারে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল- **শ্বেতাকায় আর্য ও কৃষ্ণকায় অনার্য**। **কালক্রমে গুণ ও কর্মের বিভিন্নতা অনুসারে আর্য সমাজে নতুন শ্রেণিবিন্যাস বা বর্ণপ্রথা দেখা দেয়**।
- **ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের 'পুরুষ সূক্ত'** নামক একটি স্তোত্রে বলা হচ্ছে যে, **ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও পদদ্বয় থেকে শূদ্র-র উৎপত্তি হয়েছে**।
- **এই যুগে উচ্চ তিনবর্ণের মধ্যে বর্ণব্যবস্থা বংশানুক্রমিক ছিল না**। বর্ণ ছিল পেশাভিত্তিক এবং পেশা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণও পরিবর্তিত হয়।
- উচ্চ তিনবর্ণের মধ্যে বিবাহ ও আহারাদি চলিত। ঋক-বৈদিক যুগের শেষ পূর্বে আর্য সমাজে চতুরাশ্রম প্রথার উদ্ভব ঘটে। প্রত্যেক আর্য সন্তানের জীবনে **অর্থনৈতিক জীবনব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রথা ও সন্যাস নামে চারটি স্তর বা ভাগে বিভক্ত ছিল।**
- **ঋক-বৈদিক যুগের সভ্যতা ছিল গ্রামীণ সভ্যতা**। **কৃষি তাদের প্রধান বৃত্তি ছিল**।
- জীবিকা হিসাবে কৃষির পরেই **ছিল পশুপালনের স্থান**। ঋগ্বেদে যুদ্ধের অপর নাম হল **'গাভিষ্টি' অর্থাৎ গরুর অনুসন্ধান**।
- **ঋগ্বেদে গরুকে বলা হচ্ছে 'অঘ্ন্য'-যাকে হত্যা করা যায় না**।
- **যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন হত বলে ঘোড়ার মর্যদাও ছিল গরুর সমান**।
- পশমের যোগান দিত বলে এ যুগের অর্থনীতিতে ভেড়ার স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ।
- এই যুগে নানা নতুন বৃত্তির উদ্ভব হয়। ধাতুশিল্পী, স্বর্ণকার, কুমোর, চর্মশিল্পী, তাঁতি, কসাই প্রভৃতি ব্যবসা-বাণিজ্য করত, কিন্তু কালক্রমে বৈশ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য অংশগ্রহন করতে শুরু করে।
- এই যুগের অর্থনীতি উন্নত ছিল না, বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমেই ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। গরুও বিনিময়ের মধ্যে ছিল।
- **'নিষ্ক' ও 'মনা' নামে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত হত**। বলা বাহুল্য, স্বর্ণমুদ্রা দৈনন্দিন আদান-প্রদানের মাধ্যমে হতে পারে না।
- ঋগ্বেদে শত দাঁড়িবিশিষ্ট নৌকা ('শত অনিত্র')-র উল্লেখ আছে।

ধর্মীয় জীবন

- **আর্যরা নানা প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করত**।

- **ইন্দ্র ছিলেন এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা-দেবরাজ**। তাঁর উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদে ২৫০টি স্তোত্র আছে। তাঁকে বলা হচ্ছে **'পুরন্দর' অর্থাৎ দুর্গ-ধ্বংসকারী।** তিনি হলেন বৃষ্টির দেবতা।
- এই যুগের দেবমন্ডলীতে ইন্দ্রের পরেই হলেন অগ্নি। তাঁর উদ্দেশ্যে ২০০টি স্তোত্র আছে।
- তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হলেন বরুণ। তিনি পাপ-পূণ্যের ধারক ও জলের দেবতা।
- সোম হলেন বৃক্ষাদি, মরুৎ বজ্র, পর্জন্য আলোক, যম মৃত্যু ও বায়ু হলেন বাতাসের দেবতা।
- দেবীরা হলেন অদিতি, ঊষা, সাবিত্রী, সরস্বতী।
- সাবিত্রী ছিলেন সূর্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী ও প্রাণদাত্রী। **সাবিত্রীর উদ্দেশ্যেই গায়ত্রী মন্ত্র যপ করা হয়**। **গায়ত্রী মন্ত্র ঋকবেদের তৃতীয় মন্ডলে উল্লেখ আছে**।
- সরস্বতী ছিলেন নদীর দেবতা।
- **বহু দেব দেবীর উপসনা করলেও এই যুগে আর্যরা পৌত্তলিক ছিলনা। মন্দিরের কোন স্থান ছিলনা।**

পরবর্তী-বৈদিক যুগ(1000-600 BC)

- ঋক-বৈদিক যুগের পর থেকে বুদ্ধদেবের আগমনের পূর্ববর্তী যুগ পর্যন্ত সময়কে পরবর্তী-বৈদিক যুগ বলা হয়।
- **এই যুগের সময়সীমা ১০০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত**।
- **এই যুগে সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ রচিত হয়**।
- এই যুগে **উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব ভারতের দিকে** আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে।
- এই যুগে কাশী, কোশল, বিদেহ, মথুরা, মগধ প্রভৃতি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
- রাজার ক্ষমতা ও মর্যদা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা **দৈবস্বত্বের** দাবি করতে থাকেন।
- **এই সময় থেকেই রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়।**
- **রাজস্ব আদায়ের জন্য 'সংগ্রাহিত্রী' ও 'ভাগদুত' নামে দু'জন কর্মচারী নিযুক্ত হয়।**
- **'বলি' ও 'শুল্ক' বলে দু'ধরনের রাজস্বও আদায় করা হত**। **ব্রাহ্মণ ও রাজপরিবারের সদস্যদের কোনও রাজস্ব দিতে হত না, জনসাধারণই তা বহন করত**।
- **এই যুগের অস্পৃশ্যতার সূচনা হয়। শূদ্র ছিল অপবিত্র।**
- **বর্ণভেদ প্রথা কঠোর হয় ও তা বংশানুক্রমিক হয়**।

- **ঋক-বৈদিক যুগের ইন্দ্র ও অগ্নি স্থানচ্যুত হন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেন। এই যুগে প্রতীক পূজা শুরু হয়।**
- **এই যুগে নারীরা মর্যদা বহুল পরিমাণে খর্ব হয়।**
- এই যুগের নারীরা উপনয়নের অধিকার, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যে যোগদানের অধিকার হারান এবং বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, একসঙ্গে নারীর একধিক স্বামীর অস্তিত্ব, বিধবা-বিবাহ, পণপ্রথা-সবই দেখা দেয়।
- **এই যুগের কৃতী মহিলাদের মধ্যে গার্গী ও মৈত্রেয়ী উল্লেখযোগ্য ছিলেন।**
- গো-হত্যা নিন্দনীর হতে থাকে।
- সুতি ও পশমের সঙ্গে রেশমবস্ত্রও যুক্ত হয়।

অর্থনৈতিক জীবন

- মূলত গ্রামীণ সভ্যতা হলেও, এ যুগে শহর একেবারে অজানা ছিল না। কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকা। যব ও ধান ছিল প্রধান শস্য এবং কৃষিক্ষেত্রে সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।
- **এই যুগে লোহার ব্যবহার** (খ্রিস্টপূর্ব ১০০০) **দেখা যায়। লোহার লাঙ্গলের ব্যবহার শুরু হলে বন জঙ্গল পরিষ্কার করা সহজ হয় ও সেই সঙ্গে বসতি ও কৃষির সম্প্রসারণ হয়।**
- **ঋতু অনুযায়ী শস্য রোপনের জ্ঞান সুস্পষ্ট হয়।**

Zero-Sum
your winning equation

হরপ্পা বভ্যতা ও আর্য সভ্যতা বা বৈদিক সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য

১) **হরপ্পা সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক,** কিন্তু **আর্য সভ্যতা বা বৈদিক** সভ্যতা **গ্রামীণ।**

২) আর্যদের ঘরবাড়ি ছিল **বাঁশ ও খড়ের তৈরি,** অপরপক্ষে হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা **পোড়া ইটের তৈরি বহুতল গৃহে বাস করত।**

৩) হরপ্পা সভ্যতা ছিল **তামা ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা।** বৈদিক সভ্যতা ছিল **লৌহ যুগের সভ্যতা।**

৪) **হরপ্পা সভ্যতায় ঘোড়া অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু আর্যদের কাছে ঘোড়া ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী।**

৫) হরপ্পা সভ্যতায় লিখনরীতি সুপ্রচলিত ছিল। অপরপক্ষে, বৈদিক সভ্যতায় লিখনরীতির প্রচলন হয় নি।

৬) **হরপ্পা সভ্যতায় সংস্কৃতিতে মূর্তিপুজার প্রচলন ছিল,** কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতিতে তা অজ্ঞাত ছিল। **তারা ছিল প্রকৃতি-পূজারী**। হরপ্পা **সভ্যতায় স্ত্রী-দেবতার প্রধান্য ছিল, আর্য সভ্যতায় ছিল পুরুষ-দেবতার প্রধান্য**।

৭) **হরপ্পাবাসীরা মৃতদেহ কবর দিত**। **আর্যরা মৃতদেহ দাহ করত**।

প্রতিবাদী আন্দোলন: জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

- বৈদিক যুগের শেষে **খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে** ভারতে বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয় তাকে প্রতিবাদী আন্দোলন বলা হয় ।
- **বেদ বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায় হিসাবে সর্বপ্রথম আবির্ভাব হয় আজিবিক সম্প্রদায়ের**। সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **গোসল মসকারি পুত্র**। প্রথম জীবনে তিনি মহাবীরের বন্ধু ছিলেন।

জৈনধর্ম

- জৈনদের মতে, বহু প্রাচীনকাল **থেকে চব্বিশজন তীর্থঙ্কর বা পথনির্মাতা জৈনধর্ম** প্রবর্তন বা প্রচার করে গেছে।
- **সর্বপ্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব এবং সর্বশেষে তীর্থঙ্কর হলেন মহাবীর**।
- **প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব ছিলেন জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা**।
- এই চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে কেবল মাত্র **তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ ও চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীরের সম্বন্ধে জৈনধর্ম গ্রন্থে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়**।
- তেইশতম তীর্থঙ্কর **পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ ধর্ম** সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রচার করেন তা **চতুর্যাম নামে খ্যাত**। যথা- **অহিংসা, সত্য, অচৌর্য ও অপরিগ্রহ**।

✓ **১ম তীর্থঙ্কর** -ঋষভদেব।

✓ **২৩তম তীর্থঙ্কর -পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ**।

✓ **২৪ তম তীর্থঙ্কর-মহাবীর**।

মহাবীর

- আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব **৫৪০ অব্দে বৈশালীর উপকণ্ঠে কুন্দগ্রাম বা কুন্দপুর** নামক স্থানে **জ্ঞাতৃক নামক ক্ষত্রিয় রাজকুলে** মহাবীরের জন্ম।
- তাঁর পিতৃদত্ত নাম **ছিল বর্ধমান**।
- **তাঁর পিতার নাম ছিল সিদ্ধার্থ ও মাতা ছিলেন লিচ্ছবি-বংশীয়া রাজকন্যা ত্রিশলা**।
- **স্ত্রীর নাম যশোদা ও কন্যার নাম প্রিয়দর্শনা**।
- **ত্রিশ বৎসর বয়সে** তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।
- দীর্ঘ বারো বছরের কঠোর সাধনার পর ঋজুপালিকা নদীর তীরে এক শালগাছের নীচে তিনি কৈবল্য বা **সিদ্ধিলাভ করে 'জিন' বা 'জিতেন্দ্রিয়' নামে বিখ্যাত হন** এবং চিরতরে বস্ত্রত্যাগ করে **'নির্গ্রন্থ'** (গ্রন্থিহীন বা সংসার-বন্ধনহীন) হন।
- কৈবল্যের মাধ্যমে তিনি কামাদিরিপু ও সুখ-দুঃখকে জয় করেছিলেন বলে **তাঁকে 'মহাবীর' বা জিন (জয়ী) বলা হত।**
- **'জিন' থেকে তাঁর শিষ্যদের 'জৈন' বলা হয়**।
- **৪৬৮ খ্রিস্টপূর্বব্দে ৭২ বছর বয়সে রাজগৃহের কাছে পাবা নগরীতে** তিনি অনশনে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন।
- মগধ-রাজ **বিম্বিসার, অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত, মৌর্য কলিঙ্গ-রাজ খারবেল, কাথিয়াওয়াড়ের রাজা মন্ডলিক, গুজরাট-রাজ জয়সিংহ ও কুমারপাল এই ধর্মমতের সমর্থক ছিলেন**।

Zero-Sum
you win or you lose

জৈন ধর্মের মধ্যে অন্তর্বিরোধ

- **খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে জৈন ধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যথা- দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর**।
- **দিগম্বররা কোনও গ্রন্থি বা বস্ত্রধারণ করতেন না**। এজন্য তাঁদের নাম হয় দিগম্বর। তাঁরা মহাবীরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ **করেছিল**। **তাঁদের নেতা ছিল ভদ্রবাহু**। তাঁরা দক্ষিণ ভারতে গমন করেন।
- অপরপক্ষে, **স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে** যে সব জৈনরা উত্তর ভারতেই ছিলেন তাঁরা **শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতেন**। এজন্য তাঁদের নাম হল শ্বেতাম্বর।

জৈন ধর্মশাস্ত্র

- মহাবীরের আদর্শ **সত্য-বিশ্বাস, সত্য-জ্ঞান এবং সত্য-আচরণ 'ত্রিরত্ন'** নামে পরিচিত।

- **জৈনশ্রমণ ভদ্রবাহু রচিত 'কল্পসূত্র'-কে জৈনদের আদি শাস্ত্রগ্রন্থ বলা যেতে পারে।**
- **প্রথম জৈন ধর্মসম্মেলন:** আনুমানিক ৩০০ খ্রিস্টপূর্বব্দে **পাটলিপুত্রে অনুষ্ঠিত** প্রথম জৈন ধর্মসম্মেলনে মহাবীরের উপদেশগুলিকে বারোটি **'অঙ্গ'-তে সংকলিত করা হয়**। **এগুলিকে 'দ্বাদশ অঙ্গ' বলা** হয়। দ্বাদশ অঙ্গ প্রাকৃত ভাষায় লেখা।
- **দ্বিতীয় জৈন ধর্মসম্মেলন:** খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে **গুজরাটের বল্লভীতে** অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জৈন ধর্মসম্মেলনে আবার নতুন ভাবে ধর্মগ্রন্থ সংকলন করা হয়। **বর্তমানে ওই সংকলন 'জৈন আগম' বা 'জৈন সিদ্ধান্ত' নামে পরিচিত।**

বৌদ্ধ ধর্ম ও গৌতম বুদ্ধ

- নেপালের তরাই অঞ্চলে **কপিলাবস্তু রাজ্যে শাক্য নামে এক ক্ষত্রিয়** বংশে বুদ্ধদেবের জন্ম।
- **খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৬ অব্দে** বৈশাখী পূর্ণিমার দিন কপিলাবস্তুর লুম্বিনী নামক এক উদ্যানে তাঁর জন্ম হয়।
- তাঁর প্রকৃত নাম **ছিল সিদ্ধার্থ**। **বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী** তাঁকে লালন-পালন করেন এজন্য তাঁর নাম **হয় গৌতম**।
- **ষোলো বৎসর বয়সে গোপা বা যশোধরা** নামে এক রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।
- ২৯ বৎসর **বয়সে রাহুল নামে** তাঁর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন।
- **মহাভিনিষ্ক্রমণ:** মায়ার বন্ধন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে এক গভীর নিশীথে সবার আগোচরে তিনি গৃহত্যাগ করেন। **বৌদ্ধশাস্ত্রে এই ঘটনা 'মহাভিনিষ্ক্রমণ' নামে খ্যাত**।
- **প্রথমে তিনি আলারা কালামা** নামে এক ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।
- পরে তিনি গয়ার নিকটবর্তী **উরুবিল্ব নামক স্থানে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে** এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে তিনি দীর্ঘ একমাস ধ্যানের পর (মতান্তের ৪৯ দিন) এক **রাত্রির শেষ প্রহরে তিনি 'বোধি' বা 'দিব্যজ্ঞান' লাভ করেন**।
- এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বৎসর।
- **বোধিলাভের পর তাঁর নাম হল 'বুদ্ধ' (পরম জ্ঞানী) বা 'তথাগত' (যিনি পরম জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন)**।
- **যে স্থানে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন তার নাম হয় 'বোধগয়া' বা 'বুদ্ধগয়া'**।
- **যে বৃক্ষটির নীচে ধ্যানরত হয়ে তিনি বুদ্ধত্ব অর্জন করেন তার নাম হল 'বোধদ্রুম' বা 'বোধিবৃক্ষ'**।

- **ধর্মচক্র প্রবর্তন:** কাশীর নিকটবর্তী ঋষিপত্তন **(বর্তমানে সারনাথ)-এর** মৃগদাব উপবনে 'পঞ্চভিক্ষু' নামে পরিচিত তাঁর প্রথম পাঁচজন শিষ্যের (বপ্য, ভদ্রিয়া, অশ্বজিৎ, মহানাম ও কৌন্ডিন্য) কাছে তিনি তাঁর **ধর্মপ্রচার করেন**। **এই ঘটনা 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' নামে খ্যাত**।
- এর পর তিনি **সারনাথ থেকে রাজগৃহে** আসেন। **সেখানে মগধের রাজা বিম্বিসার তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেন**।
- **তাঁর শিষ্যরা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল**। যথা- **উপাসক ও ভিক্ষু**। যারা শিষ্যত্ব গ্রহণ করে **সংসার ধর্ম পালন করত তারা উপাসক ছিলেন** আর **যারা সন্যাস গ্রহণ করতেন তাঁরা ভিক্ষু নামে পরিচিত হোন**।
- **বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ -এই তিনটি বৌদ্ধধর্মের তিনটি স্তম্ভ**।
- **মহাপরিনির্বাণ : ৪৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ৮০ বছর বয়সে মল্ল রাজ্যের রাজধানী কুশীনগর (বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার কাশীয়া)-এ তিনি দেহত্যাগ করেন। 'মহাপরিনির্বাণ সূত্ত'-তে তাঁর তাঁর মৃত্যুর মর্মস্পর্শী বিবরণ আছে। এই ঘটনা 'মহাপরিনির্বাণ' নামে খ্যাত।**
- অষ্টাঙ্গিক মার্গ: মানুষের আসক্তি বিনাসের জন্য বুদ্ধদেবে আটটি পথের কথা বলেছেন সে গুলিকে **'অষ্টামার্গ' বা 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বলা হয়**। এগুলি হল (১) সৎ-বাক্য, (২) সৎ-কার্য, (৩) সৎ-জীবন, (৪) সৎ-চেষ্টা, (৫) সৎ-চিন্তা, (৬) সৎ-সংকল্প, (৭) সৎ-দৃষ্টি ও (৮) সম্যক- সমাধি।
- এই পথেই মুক্তি বা নির্বাণ সম্ভব। তাঁর মতে নির্বাণ লাভ করলে আর জন্ম হয় না। তিনি মনে করতেন জন্মই দুঃখের কারণ।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ

- সর্বসাধারণের বোধগম্য **পালি ভাষায় বুদ্ধদের তাঁর উপদেশ দান করতেন**।
- বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ গুলি তিনটি খন্ডে লেখা হয়।
- পালি ভাষায় রচিত **এই তিনটি খন্ডকে একত্রে বলা হত 'ত্রিপিটক'**।
- ত্রিপিটকের এই তিনটি খন্ড হলঃ **সূত্ত-পিটক, বিনয়-পিটক ও অভিধর্ম-পিটক**।
- ✓ **সুত্ত-পিটকে** বুদ্ধের উপদেশাবলী,
- ✓ **বিনয়-পিটকে** বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় বিধিসমূহ ও সঙ্ঘের নিয়মাবলী
- ✓ এবং **অভিধর্ম-পিটকে** বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্বসমূহ আলোচিত হয়েছে।

- **পালি ভাষায় রচিত 'জাতক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ**। এতে বুদ্ধদেবের **পূর্বজন্মের কাহিনী** বিবৃত হয়েছে। এছাড়া, **সিংহলী গ্রন্থ 'মহাবংশ' ও 'দীপবংশ'** গ্রন্থদুটিতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে অন্তর্বিরোধ

- **কুষাণ-রাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধ অধিবেশনে বৌদ্ধরা মহাযান ও হীনযান নামে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়।**
- **মহাযানরা বুদ্ধমূর্তি পূজা ও ভক্তিবাদ গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মকে একটি লৌকিক ধর্মে পরিণত করতে চান। অপরপক্ষে, হীনযানরা বুদ্ধ-প্রবর্তিত পথই ধরে থেকে সর্বপ্রকার পরিবর্তনের বিরোধিতা করেন।**

বৌদ্ধ মহাসম্মেলন

মোট চারটি বৌদ্ধ মহাসম্মেলন বসেছিল ভারতের বিভিন্ন স্থানে। এর মধ্যে তিনটি অনুষ্ঠিত **হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্বাব্দে**। আর একটি খ্রিষ্টের জন্মের পর। **প্রথম তিনটি মহাসম্মেলন বসেছিল অজাতশত্রু (হর্যঙ্ক বংশ), কালাশোক (শৈশুনাগ বংশ) ও অশোকের (মৌর্যবংশ) রাজত্বকালে এবং শেষেরটি বসেছিল কনিষ্কের (কুষান বংশ) আমলে।**

বৌদ্ধ মহাসম্মেলন	স্থান	সভাপতি	রাজা
প্রথম (483 BC)	রাজগৃহ	মহাকাশ্যপ	অজাতশত্রু (হর্যঙ্ক বংশ)
দ্বিতীয় (383 BC)	বৈশালী	সব্বকামি	কালাশোক (শৈশুনাগ বংশ)
তৃতীয় (250 BC)	পাটলিপুত্র	মোগালিপুত্র টিস্সা	অশোক (মৌর্যবংশ)
চতুর্থ (98 AD)	কাশ্মীর	সভাপতি-বসুমিত্র উপসভাপতি -অশ্বঘোষ	কনিষ্ক (কুষান বংশ)

Note: চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলনে বৌদ্ধধর্ম দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে -হীনযান ও মহাযান।

Want to join Civil Service?
Join the #FightBack Club at Zero-Sum!

ষোড়শ মহাজনপদ ও মগধ

- **খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক** অর্থাৎ মহাবীর ও বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচারকালে উত্তর ভারত বা আর্যাবর্তে কোনও ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় শক্তি গড়ে ওঠে নি।
- উত্তর ভারত এই সময় **'ষোড়শ মহাজনপদ'** ("Great Kingdoms") বা ষোলোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল।
- **বৌদ্ধ গ্রন্থ 'অঙ্গুত্তর নিকায়' ও জৈন গ্রন্থ 'ভাগবতী সূত্র' থেকে এইসব রাজ্যগুলির কথা জানা যায়**।
- এই রাজ্যগুলি হল-(১) অঙ্গ (পূর্ব বিহার), (২) মগধ (দক্ষিণ বিহার), (৩) কাশী (বারাণসী), (৪) কোশল (অযোধ্যা), (৫) বৃজি (উত্তর বিহার), (৬) মল্ল (গোরক্ষপুর), (৭) চেদি (বুন্দেলখন্ড), (৮) বৎস (এলাহাবাদ), (৯) কুরু (দিল্লি), (১০) পাঞ্চাল (বেরিলি-বদায়ুন অঞ্চল), (১১) মৎস্য (জয়পুর), (১২) শূরসেন (মথুরা), **(১৩) অশ্মক (গোদাবরী উপত্যকা),** (১৪) অবন্তী (মালব), (১৫) গান্ধার (পেশোয়ার-রাওয়ালপিন্ডি) এবং (১৬) কম্বোজ (পশ্চিম কাশ্মীর) ।
- **দক্ষিণ ভরতে একমাত্র মহাজনপদ ছিল অশ্মক (মহারাষ্ট্র)**।
- **এই রাজ্যগুলির অধিকাংশই রাজতন্ত্র-শাসিত হলেও বৃজি ও মল্ল রাজ্যে প্রজাতন্ত্র ছিল**।
- এইসব রাজ্যগুলির মধ্যে অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ খুবই শক্তিশালী ছিল।
- শেষ পর্যন্ত মগধ ভারতের বিস্তীর্ণ স্থানে এক অখন্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

Zero-Sum
you win or you lose

মগধের উত্থান

মগধে যথাক্রমে চারটি রাজবংশ রাজত্ব করে, যথা- **হর্যঙ্ক , শৈশুনাগ ,নন্দ ও মৌর্য**।

হর্যঙ্ক বংশ

বিম্বিসার

- **বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বিম্বিসার** হর্যঙ্ক বংশের প্রতিষ্ঠাতা (৫৪৫ খ্রিঃ পূঃ) ।
- তিনি প্রথম ভারতে সামরিক বাহিনী নিয়মিত নিযুক্ত রাখেন।
- তাঁর উপাধি ছিল **'শ্রেণিক'**।

- কোশল-রাজ প্রসেনজিতের ভাগিনী কোশলদেবী-কে বিবাহ করে যৌতুক হিসেবে তিনি কাশী লাভ করেন।
- **তিনি গিরিব্রজ থেকে রাজগৃহে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন**।
- রোমিলা থাপার-এর মতে, ভারতীয় রাজাদের মধ্যে বিম্বসারই প্রথম দক্ষ শাসনব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।

অজাতশত্রু

- বিম্বিসারের পর তাঁর পুত্র অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে বসেন (৪৯৩ খ্রিঃ পূঃ)।
- **তাঁর উপাধি ছিল 'কুণিক'**।
- কথিত আছে যে, তিনি পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন।
- **তাঁর আমলে রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়**।

উদয়ভদ্র

- অজাতশত্রু পর তাঁর পুত্র উদয়ীন বা উদয়ভদ্র সিংহাসনে বসেন (৪৫৯ খ্রিঃ পুঃ)।
- গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্র নামক স্থানে তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।
- **তিনি পাটলিপুত্র বা পাটনা শহরের প্রতিষ্ঠাতা**।

Zero-Sum
you win or you lose

শৈশুনাগ বংশ

শিশুনাগ

- ৪৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হর্যঙ্ক বংশের শেষ শাসক নাগদশক-কে হত্যা করে তাঁর সভাসদ শিশুনাগ মগধের সিংহাসনে বসেন এবং মগধে শিশুনাগ বংশ-র রাজত্ব শুরু হয়।
- সিংহাসনে বসে তিনি প্রথমে **গিরিব্রজ ও পরে বৈশালীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন**।

কালাশোক

- শিশুনাগের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কালাশোক বা কাকবর্ণ সিংহাসনে বসেন।
- **তিনি স্থায়ীভাবে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন**।
- **তাঁর আমলে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়**।

- তাঁকে হত্যা করে মহাপদ্ম নন্দ সিংহাসনে বসেন।

নন্দবংশ

মহাপদ্ম নন্দ

- **মহাপদ্ম নন্দ ছিলেন নন্দবংশ-র প্রতিষ্ঠাতা।**
- **নন্দবংশ ছিল প্রথম অক্ষত্রিয় বংশ।**
- **পুরাণ এবং জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁকে নীচবংশজাত বা শুদ্র বলা হয়েছে।**
- পুরাণে তাঁকে **'একরাট' বা একচ্ছত্র সম্রাট, 'সর্বক্ষত্রান্তক' বা সকল ক্ষত্রিয় রাজার উচ্ছেদকারী বা 'সর্বক্ষত্রিয়চ্ছেত্তা' এবং 'দ্বিতীয় পরশুরাম' বলা হচ্ছে।**
- মহাপদ্মের পর তাঁর আট পুত্র একে একে মগধের সিংহাসনে বসেন।

ধননন্দ

- **এই বংশের শেষ রাজা ধননন্দ এক সুবিশাল সাম্রাজ্য** ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অধিপতি ছিলেন।
- **তার রাজত্বকালেই ম্যাসিডনের রাজা আলেকজান্ডার ভারত অভিযানে আসেন (খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭-২৬ অব্দ)** ।
- সামরিক বলের ভয়েই আলেকজান্ডারের বিশ্বজয়ী সেনাদল মগধের উপর আক্রমণ হানতে সাহস পায়নি।

মৌর্য বংশ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

- **কৌটিল্য বা চাণক্য নামক জনৈক কূটনীতিজ্ঞ** ব্রাহ্মণের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ধননন্দকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসনে বসেন এবং **মৌর্য বংশ প্রতিষ্ঠা করেন (৩২৪ খ্রিঃ পূঃ)।**
- **কৌটিল্য বা চাণক্যর আসল নাম ছিল বিষ্ণুগুপ্ত। তিনি অর্থশাস্ত্র নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন।**
- পুরাণ মতে, মৌর্য সাম্রাজের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য-র মাতা অথবা মাতামহী মুরা ছিলেন নন্দ–বংশীয় এক রাজার শূদ্রপত্নী। মুরার নাম থেকে এই বংশ মৌর্যবংশ নামে পরিচিত।
- সিংহাসনে বসেই চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রিক শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

- খ্রীষ্টপূর্ব ৩১৭ অব্দে গ্রিক সেনাপতি ইউথিডিমস পলায়ন করলে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটে।
- **চন্দ্রগুপ্ত গ্রিকদের কাছে সান্ড্রোকোট্টাস নামে পরিচিত ছিল**।
- পরবর্তীকালে আলেকজান্ডারের সেনাপতি ও ব্যাবিলনের রাজা সেলুকাস উত্তর-পশ্চিম ভারত পুনরুদ্ধার করার জন্য ভারত আক্রমণ করলে চন্দগুপ্ত মৌর্যের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয় (৩০০ খ্রিঃ পূঃ)।
- **সেলুকাস এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত এক সন্ধি স্বাক্ষর করেন। কথিত আছে যে, তাঁর কন্যা হেলেন–এর সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ দেন**।
- **সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে এক গ্রিক দূতকে পাঠান। মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' নামক গ্রন্থ ভারত-বিবরণ ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান**।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গুজরাটের **জুনাগড়ে সুদর্শন লেকটি নির্মাণ করেন**।
- **চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ ছিল কাঠের তৈরি যার কারুকার্য জগৎখ্যাত ছিল**।
- ঐতিহাসিক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁকে 'ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক বৃহৎ সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা' বলে অভিহিত করেছেন।
- **ভদ্রবাহুর কাছে চন্দ্রগুপ্ত জৈন ধর্মে দীক্ষিত হোন এবং জৈনপ্রথা অনুসারে মহীশুরের শ্রবণবেলগোলা নামক স্থানে অনশনে দেহত্যাগ করেন (খ্রিঃ পূঃ ৩০০ অব্দ)**।
- কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', গ্রিক-দূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ ('ইন্ডিয়া' গ্রন্থে), বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক ও বৌদ্ধগ্রন্থ 'দিব্যবদান' গ্রন্থ এবং জাস্টিন, এ্যারিয়ান, স্ট্রাবো ও প্লিনি-র রচনা থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

zero-sum
you win or you lose

বিন্দুসার

- চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার সিংহাসনে আরোহণ করেন।
- **তিনি 'অমিত্রঘাত' উপাধি (শত্রুহননকারী) গ্রহণ করেন**।
- সিরিয়ার গ্রিক রাজা প্রথম এন্টিওসাস **বিন্দুসারের রাজসভায় ডেইমেক্স নামক এক দূত প্রেরণ** করেন।
- মিশরের রাজার সাথেও বিন্দুসারের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল।

অশোক

- বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে বসেন।

- বৌদ্ধগ্রন্থ 'দিব্যবদান' ও সিংহলী গ্রন্থ 'মহাবংশ'-তে লিখিত আছে যে তিনি তাঁর নিরানব্বই জন ভ্রাতাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। এই কারণে তাঁকে 'চন্ডাশোক' বলা হত।
- **তাঁর শিলালিপিতে অশোক নিজেকে দেবানামপ্রিয় (দেওবতাদের প্রিয়) এবং প্রিয়দর্শী নামে উল্লেখ করেছেন**।
- এই গৃহযুদ্ধের কারণেই তাঁর সিংহাসন লাভের চারবছর পর তাঁর **রাজ্যাভিষেক হয়েছিল (২৬৯ খ্রিঃ পূঃ)**।

- **তাঁর রাজ্যাভিষেকের নবম বর্ষ (মতান্তরে অষ্টম) ২৬০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে (মতান্তরে ২৬১ খ্রিঃ পূঃ) কলিঙ্গ রাজ্য জয় করেন**।
- কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহ ফলা ফল দেখে অশোকের ব্যক্তিজীবন এবং মগধের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা যায়।
- বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে তিনি চিরদিনের মতো যুদ্ধ নীতি ত্যাগ করেন।
- **কলিঙ্গ যুদ্ধের বর্ণনা অশোকের ১৩তম শিলালিপিতে পাওয়া যায়**।
- **অশোক প্রথম জীবনে শিবের উপাসক ছিলেন। উপগুপ্ত নামক এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন**।
- অশোকের ধর্মমত বৌদ্ধ ধর্মের চেয়েও বেশি উদার ছিল। অশোকের এই **ধর্মমতকে 'ধম্ম'** নামে অভিহিত করা হয়।
- **অশোকের ১৪তম শিলালিপিতে এই ধম্মের কথা উল্লেখ আছে**।
- **অশোকের প্রধান ১৪টি শিলালিপি পাওয়া যায় ৮টি বিভিন্ন স্থানে। যার** মধ্যে বেশির ভাগই প্রাকৃত ভাষায় এবং ব্রাহ্মী হরফে লেখা ছিল।
- **১৮৩৭ সালে জেমস প্রিনশেপ সর্বপ্রথম অশোকের শিলালিপি গুলি পাঠোদ্ধার করেন**।
- তিনি 'ধর্মমহামাত্র' নামে এক বিশেষ শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তাঁদের কাজ ছিল ভগবান বুদ্ধের বাণী প্রচার।
- **পাটলিপুত্রে তিনি তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন আহ্বান করেন**।
- **তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলে (শ্রীলঙ্কা) বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন**।
- তিনি ঘোষণা করেন যে, **"সব মুণিষে পজা মমা"** – ' সব মানুষেই আমার সন্তান'।
- অশোক বহু **অতিথিশালা এবং মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয়** স্থাপন করেন।
- **উত্তরপ্রদেশের সারনাথে প্রাপ্ত সিংহ স্তম্ভ (যা অশোকস্তম্ভ নামে পরিচিত এবং ভারতবর্ষের জাতীয় প্রতিক) অশোক নির্মাণ করেন**।

- এই স্তম্ভশীর্ষে চারটি এশিয় সিংহ পরস্পরের দিকে পিঠ করে চারদিকে মুখ করে বসে রয়েছে। এই চারটি সিংহ যে ভিত্তিভূমির ওপর দন্ডায়মান সেখানে একটি **হাতি, একটি ঘোড়া, একটি ষাঁড় ও একটি সিংহের** মূর্তি খোদিত রয়েছে, যাদের মধ্যে একটি করে ধর্মচক্র খোদিত রয়েছে।
- **অশোকের আমলে নির্মিত স্তুপগুলির মধ্যে সাঁচীর স্তুপ সর্ব বৃহৎ ছিল।**
- **বরাবর পাহাড়ে অশোক নির্মিত চৈত্য বা গুহামন্দির খুবই বিখ্যাত।**
- **বরাবর পাহাড়ের গুহা স্থাপত্যের মধ্যে লোমশ ঋষির গুহা স্থাপত্য ও নাগার্জুনি গুহা স্থাপত্য অন্যতম।**
- তাঁর ধর্ম প্রচারের ফলে পালি ভাষা সর্বভারতীয় ভাষার পরিণতি হয় এবং এই ভাষার গ্রন্থাদি রচিত হতে থাকে। তাঁর আমলে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপি ভারতের সর্বত্র প্রচলিত হয়।
- অশোকের মৃত্যু **(২৩২ খ্রিঃ পূঃ)-র** পরেই বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।
- **এই বংশের শেষ সম্রাট বৃহদ্রথ-কে হত্যা করে সৈনাধ্যক্ষ পুষ্যমিত্র শুঙ্গ সিংহাসনে বসেন** এবং মগধে শুঙ্গ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মৌর্য যুগের সমাজ জীবন

- জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-ষষ্ঠাংশে রাজাকে 'কর' বা 'ভাগ' হিসেবে দিতে হত।
- রাজার খাস জমিকে 'সীতা' বলা হত।
- 'বলি' বা অতিরিক্ত ভূমিরাজস্ব আদায় করতেন।
- বৌদ্ধগ্রন্থ ও 'মিলিন্দপঞহো'-তে পাঁচ রকমের বৃত্তি বা পেশার উল্লেখ আছে।
- **তাম্রলিপ্ত, সোপারা, কল্যাণ ও ভৃগুকচ্ছ ছিল এই যুগের উল্লেখযোগ্য বন্দর।**
- জমির দ্বারা যারা ধনবান ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে তাদের **গহপতি এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে যারা ধনবান হয়ে ওঠে তাদের শ্রেষ্ঠী বলা হত।**
- মেগাস্থিনিসের রচনা থেকে পাটলিপুত্রে **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাষ্ঠনির্মিত বিশাল রাজপ্রসাদটির** কথা জানা যায়।
- **অশোকের আমল থেকে ইট ও পাথরের সাহায্যে ব্যাপকভাবে গৃহাদি নির্মাণ শুরু হয়। তাঁর রাজপ্রসাদটি ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের চেয়েও বিরাট এবং বিশাল বিশাল পাথরের সাহায্যে তৈরি।**
- সারনাথে আবিষ্কৃত সিংহ-স্তম্ভ অতি বিখ্যাত।
- মৌর্য শিল্পে কিছু বিদেশি প্রভাব থাকলেও শিল্পের বিষয়বস্তু ছিল **সম্পূর্ণ ভারতীয় এবং তার উদ্দেশ্য** ও আদর্শ কর্তৃক পরিকল্পিত। **এ কারণে এই শিল্পকে 'দরবারি শিল্প' বলা হয়।**

ভারতে বিদেশী আক্রমণ

- **পারসিক (পারস্য বর্তমানে ইরান) আকেমেনীয় বংশের সম্রাট সাইরাস** (৫৫৯ – ৫৩০ খ্রিঃ পূঃ) প্রথম ভারতে বিদেশী আক্রমণকারী।
- তাঁর পৌত্র দারায়ুস (৫২২-৪৮৬ খ্রিঃ পূঃ) সিন্ধু নদ অতিক্রম করে উত্তর পাঞ্জাব ও সিন্ধু উপত্যকায় পারসিক প্রভুত্ব বিস্তার করেন।
- **আরবেলার যুদ্ধে দারায়ুস আলেকজান্ডারের কাছে পরাজিত হন** (৩৩২ খ্রিঃ পূঃ)।
- খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ দিকে গ্রিক-বীর আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি ছিলেন **ম্যাসিডন–রাজ ফিলিপ এর পুত্র**।
- ৩২৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ৩০ হাজার সৈন্য-সহ তিনি হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন।
- ৩২৬ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে তিনি সিন্ধু নদ অতিক্রম করে তক্ষশীলা রাজ্যে প্রবেশ করেল রাজা অম্ভি বিনাযুদ্ধে প্রচুর উপঢৌকন-সহ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং আলেকজান্ডারকে তাঁর ভারত অভিযানে সাহায্য করতে সম্মত হন।
- ঝিলম ও চন্দ্রভাগা (চিনাব) নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের রাজা পুরু-র কাছ থেকে তিনি প্রবল বাধা পান। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে পুরু শেষ পর্যন্ত বন্দী হন। **এই যুদ্ধের নাম হিদাসপিস বা ঝিলামের যুদ্ধ (৩২৬ খ্রিঃ পূঃ)**।
- **৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোগাক্রান্ত হয়ে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু ঘটে**।
- আলেকজান্ডারের আক্রমণের ফলে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সরাসরি যোগাযোগের জন্য তিনটি স্থলপথ ও একটি জলপথ আবিষ্কার হয়।
- গ্রিকদের সংস্পর্শে এসে গ্রিক মুদ্রার অনুকরণে ভারতীয় মুদ্রায় সৌষ্টব ও সৌন্দর্য দেখা যায়। এই **সর্বপ্রথম মুদ্রায় রাজার নাম, প্রতিকৃতি, উপাধি প্রভৃতি খোদাই করার রীতি প্রচলিত হয়**।
- **গ্রিক ও রোমান শিল্পরীতির প্রভাবেই ভারতে 'গান্ধার শিল্প' গড়ে ওঠে**। পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাঠের প্রাসাদ, অশোকের স্তম্ভগুলি ও তার গাত্রে বিভিন্ন লিপিগুলি গ্রিক প্রভাবের ফল।
- **বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্ত'** গ্রন্থে গ্রিক জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাব লক্ষ করা যায়। ভারতীয় নাটকে 'যবনিকা' বা পর্দায় ব্যবহার গ্রিক প্রভাবের ফল বলেই মনে করা হয়।
- **গ্রিকদের আক্রমণে আয়ুনায়ন জাতির মহিলারা** আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, ভারতের ইতিহাসে **সেটাই জৌহর ব্রত** পালনের প্রথম ঘটনা।

Zero-Sum
you win or you lose

বাহ্লিক ও ব্যাকট্রিয় গ্রিক অধিকারঃ

- হিন্দুকুশ পর্বত ও অক্ষুনদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বাহ্লিক দেশ, বলখ বা ব্যাকট্রিয়া নামে পরিচিত ছিল।
- **ব্যাকট্রিয় গ্রিক নেতা** ডেমেট্রিয়স আফগানিস্তানের একাংশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু উপত্যকা জয় করেন। তিনি মগধ সাম্রাজ্যে আক্রমণ করেছিলেন। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ তখন মগধের সিংহাসনে আসীম।
- **যুবরাজ অগ্নিমিত্র এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। মহাকবি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নাটকে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।**
- **ব্যাকট্রিয় গ্রিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন মিনান্দার বা মিলিন্দ।**
- **তাঁর রাজধানী ছিল শাকল বা বর্তমান শিয়ালকোট।**
- **বৌদ্ধধর্মাচার্য নাগসেনের কাছে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন।**
- **বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে নাগসেনের কাছে তার প্রশ্নাবলী ও নাগসেন-প্রদত্ত উত্তর পালি ভাষায় রচিত 'মিলিন্দপঞ্চহো বা 'মিলিন্দ-প্রশ্ন' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।**

শক

- যাযাবর শক জাতির আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ার সিরদরিয়া অঞ্চলে।
- ভারতে শক রাজাদের মধ্যে প্রথম পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন মোয়েস বা মোগ। তাঁর উপাধি ছিল 'রাজাধিরাজ'।
- মার্কণ্ডেয় পুরাণে শকদের কথা জানা যায়।
- ভারতে রাজত্বকারী শক রাজারা অন্তত পাঁচটি শাখায় বিভক্ত ছিলেন।
- **ক্ষহরত-বংশীয় শকরা পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে রাজত্ব করতেন। নহপান ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা।**
- সাতবাহন-রাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্নী তাঁকে পরাজিত করে ক্ষহরত-শক্তি ধ্বংস করেন।
- শকদের কার্দমক শাখার রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী-তে **এবং রুদ্রদমন ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি।**
- **জুনাগড় শিলালিপিতে / গিরণর শিলালিপিতে (সংস্কৃতে লিখিত) তাঁর কীর্তি কাহিনী বিবৃত আছে।**
- রুদ্রদমন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের তৈরি **সুদর্শন লেকটি** মেরামত করেন।
- **রুদ্রদমন 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ধারন করেছিলেন।**

পহ্লব

- পহ্লব বা পার্থিয়দের বাসভূমি ছিল কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ–পূর্ব অঞ্চল।
- পহ্লব রাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা **উল্লেখযোগ্য ছিলেন গন্ডোফার্নিস।**

- **কথিত আছে যে, যিশুখ্রিস্টের শিষ্য সেন্ট টমাস গন্ডোফার্নিসের আমলেই ভারতে প্রথম খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন এবং গন্ডোফার্নিস খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন**।

কুষাণ সাম্রাজ্য

- **কুষাণরা ছিল ইউ-চি নামে এক যাযাবর জাতির শাখা**। তারা **চিনের উত্তর-পশ্চিমাংশে বসবাস করত**।
- **কুষাণরাই ভারতে স্বর্ণমুদ্রা ও শকাব্দের প্রবর্তন করেন**।
- **প্রথম কদফিসিস বা কুজল ইউ-চি জাতির সকল শাখাকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং পহ্লবদের পরাস্ত করে কুষান সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচনা করেন**।
- তিনি বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।
- পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় কসফিসিস-ই ভারতে প্রথম কুষাণ সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজত্বকালে 'আর্থিক সমৃদ্ধির যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
- **দ্বিতীয় কসফিসিস প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন**। **তিনি শিবের উপাসক ছিলেন**। তাঁর অন্যতম উপাধি ছিল 'মহেশ্বর'।

কণিষ্ক

- দ্বিতীয় কদফিসিসের পর প্রথম-কণিষ্ক কুষাণ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। তিনি কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন ।
- **তিনি ৭৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং 'শকাব্দ' নামে সম্বৎ বা অব্দ প্রবর্তন করেন**।
- **কহ্লনের 'রাজতঙ্গিণী' ও অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, কাশ্মীর তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত** ছিল।
- **পুরুষপুর বা পেশোয়ার তাঁর রাজধানী ছিল**।
- **কণিষ্ক অশ্বঘোষের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন**।
- বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে **তিনি 'দ্বিতীয় অশোক'-এর ভূমিকা পালন করেন**।
- রাজধানী পুরুষপূর বা পেশোয়ারে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের উপর তিনি একটি বহুতলবিশীষ্ট বিশাল চৈত্য ও মঠ নির্মাণ করেন।
- **বিখ্যাত বৌদ্ধপন্ডিত বসুবন্ধু-র নেতৃতে তিনি কাশ্মীরে চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের আয়োজন করেন**।
- **এই সম্মেলনে মহাযান ও হীনযান দুটো ভাগে বৌদ্ধ ধর্ম ভাগ হয়ে যায়**। এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়। কণিষ্কের আমলে সংস্কৃত ভাষা তার হৃতগৌরব ফিরে পায়।

- **কনিষ্ক মহাযান মতবাদে বিশ্বাসি ছিলেন।**
- তাঁর মুদ্রায় গ্রিক, পারসিক ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত ছিল।
- **বিখ্যাত কবি, দার্শনিক, সংগীতজ্ঞ ও পন্ডিত অশ্বঘোষ, দার্শনিক নাগার্জুন, পন্ডিত ও শিক্ষাগুরু বসুমিত্র ও পার্শ্ব, রাজনীতিবিদ মাথর আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রবিদ চরক, গ্রিক স্থপতি এজেসিলাস তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন।**
- **তাঁর রাজত্বকালে মথুরা, সারনাথ, অমরাবতী ও গান্ধার-এই চারটি স্থানে চারটি পৃথক শিল্পরীতির বিকাশ ঘটে।**
- **তাঁর রাজত্বকালে গ্রিক, রোমান ও ভারতীয় শিল্পরীতির সমন্বয়ে উদ্ভূত গান্ধার শিল্প উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে।**
- তাঁর পূর্বে কোনও বিদেশি নরপতি ভারত ও ভারতের বাইরে এত সুবিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হন নি।
- শিল্প, সাহিত্য ও শিক্ষার প্রতি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তাঁকে **'গুপ্ত নবজাগরণের পুরোধা'** হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।
- **মৌর্য যুগের পূর্ব থেকেই ভারতে রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার প্রচলন ছিল। কুষাণ-রাজ দ্বিতীয় কদফিসিস রোমান স্বর্ণমুদ্রা অনুকরণে প্রথম স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তক করেন।**
- মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে চিনের রেশম বা সিল্ক ইরান ও রোম সাম্রাজ্যে নিয়ে যাওয়া **হত এই বিখ্যাত 'রেশম পথ' বা Silk Route কুষাণ সাম্রজ্যের মধ্যে থাকায় বণিকদের** কাছ থেকে প্রচুর শুল্ক আদায় করে কুষাণ সাম্রাজ্য লাভবান হয়েছিল।

Zero-Sum
you win or you lose

সাতবাহন

- সাতবাহনদের আদি বাসস্থান ছিল মহারাষ্ট্র।
- **তাঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন**।
- **তাঁদের রাজধানীর নাম ছিল প্রতিষ্ঠান বা পৈথান**।
- সাতবাহন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা **ছিলেন সিমুক**।

প্রথম সাতকর্ণী

- তৃতীয় রাজা প্রথম সাতকর্ণী-র নয় বছরের রাজত্বকাল সাতবাহন ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।
- **তাঁর রানি নায়নিকা-র নানাঘাট শিলালিপি থেকে তাঁর সম্পর্কে নানা তথ্যাদি**।
- হস্তীগুম্ফা লিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি কলিঙ্গ-রাজা খারবেল কর্তৃক পরাজিত হন।
- পশ্চিম মালব জয়ের পর তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং **'দক্ষিণাপথপতি' ও 'অপ্রতিহতচক্র' উপাধি ধারন করেন**।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী

- প্রথম সাতকর্ণীর মৃত্যুর একশো বছর পড়ে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী (১০৬-১৩০ খ্রিঃ) সিংহাসনে বসেন।
- **তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মা গৌতমী বলশ্রী তাঁর কীর্তিমান পুত্রের যশোগৌরবের বিবরণ দিয়ে নাসিক প্রশস্তি রচনা করেন**।
- গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী সাতবাহন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন।
- নাসিক প্রশস্তিতে তাঁকে 'সাতবাহন-কুল-প্রতিষ্ঠানকর' অর্থাৎ সাতবাহনদের যশ প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে।
- **গৌতমীপুত্র নিজেকে 'ত্রি-সমুদ্র-তোয়-পীত-বাহন'** অর্থাৎ যাঁর সেনাদল তিন সমুদ্রের (আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর) জল পান করেছে বলে অভিহিত করেছেন।
- ব্রাহ্মণ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও বৌদ্ধদের প্রতি তিনি উদার ছিলেন।
- **তিনি 'বর-বরণ-বিক্রমচারু-বিক্রম' উপাধি** ধারণ করেন।

Zero-Sum
you win or you lose

গুপ্ত সাম্রাজ্য

- গুপ্তযুগকে 'ভারতের সুবর্ণ যুগ' বলে আখ্যায়িতা করা হয়। ঐতিহাসিক বার্নেট গুপ্তযুগকে এবং ইংল্যান্ডের ইতিহাসের এলিজাবেথের যুগ-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।
- মনে করা হয় গুপ্ত রাজারা বৈশ্য ছিলেন।
- **চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং-এর** বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বিহার ও বাংলায় কিছু অংশ **নিয়ে শ্রীগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। তিনি ছিলেন গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা**।
- **শ্রীগুপ্ত ও তাঁর পুত্র ঘটোৎকচ দুজনেই 'মহারাজা' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন**।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (320-335 AD)

- **ঘটোৎকচের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্তও এই বংশের প্রথম সরবভৌম রাজা**।
- তিনি ছিলেন গুপ্ত রাজবংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা।
- **তিনি 'গুপ্তাব্দ' নামে নতুন একটি অব্দের প্রচলন করেন**।

Zero-Sum
you win or you lose

সমুদ্রগুপ্ত

- **সমুদ্রগুপ্তর সভাকবি হরিষেণ রচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি'** থেকে তাঁর সামরিক প্রতিভা ও রাজত্বকালে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়।
- **'শক্তিমান মাত্রই যুদ্ধ করবে ও শত্রু নিপাত করবে'** -চাণক্যর এই আদর্শ সমুদ্রগুপ্ত অনুসরণ করেছিলেন।
- সমুদ্রগুপ্ত নিজেকে **'একরাট'** হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।
- তিনি দাক্ষিণাত্যের রাজন্যর্গের কাছ থেকে কর গ্রহণ ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে তাঁদের নিজ নিজ রাজ্য ফিরিয়ে দেন। **হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তের এই নীতিকে 'গ্রহণ পরিমোক্ষ'** বলে বর্ণনা করেছেন।
- **সিংহল-রাজ মেঘবর্ণ তাঁর অনুমতিক্রমে বোধগয়ায় একটি বৌদ্ধমঠ স্থাপন করেন**।
- দিগ্বিজয়ের শেষে সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হিসেবে তিনি **'অশবমেধ-পরাক্রম', 'পরক্রমাঙ্ক', 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা', 'অপ্রতিরথ'** প্রভৃতি উপাধি ধারণা করেন।
- **ঐতিহাসিক স্মিথ তাঁকে 'ভারতীয় নেপোলিয়ন' বলে আখ্যায়িত করেছেন**।

- কেবলমাত্র যোদ্ধা বা সুশাসক হিসেবেই নয়-কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।
- **তাঁর 'কবিরাজ' বা শ্রেষ্ঠ কবি উপাধি থেকে কবিরূপে তাঁর অবিস্মরণীয় খ্যাতির পরিচয় পাওয়া যায়।**
- **তাঁর মুদ্রায় অঙ্কিত নিজের বীণাবাদনরত মূর্তি থেকে তাঁর সংগীতানুরাগের কথা জানা যায়।**
- **বিখ্যাত সংস্কৃত পন্ডিত হরিষেণ তাঁর সভাকবি** ছিলেন।
- তিনি বৌদ্ধ **পন্ডিত বসুবন্ধু-কে মন্ত্রী পদে** নিযুক্ত করেছিলেন।
- গুপ্ত যুগে বৌদ্ধিক ও জাগতিক সমৃদ্ধির যে চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হয় তার সূচনা হয়েছিল সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই। এই কারণে ঐতিহাসিক গোখলে তাঁকে **'প্রাচীন ভারতীয় সুবর্ণ যুগের অগ্রদূত' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।**

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য'

- সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতার সুযোগ্য পুত্র ছিলেন।
- তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন।
- পশ্চিম উপকূলের গুজরাট বন্দর থেকে রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের পথ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তিনি শক-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।
- শক রাজা তৃতীয় রুদ্রসেনকে পরাজিত করে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'শকারি' বা 'শকদের শত্রু' উপাধি ধারণ করেন।
- তিনি পরম ভাগবত উপাধিও গ্রহণ করেন।
- এই অঞ্চলে উজ্জয়িনী নাগরীতে তিনি দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। আরেকটি রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র।
- দিল্লির কুতুবমিনারের কাছে মেহরৌলি গ্রামে বিখ্যাত লৌহস্তম্ভটি ধরা হয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বানিয়েছিলেন। তাঁর সেনাপতি আম্রকর্দব বৌদ্ধ ছিলেন এবং মন্ত্রী বীরসেন ছিলেন শৈব।
- তাঁর রাজসভায় 'নবরত্ন' বা ন'জন পন্ডিত (এই নবরত্ন হলেন-কালিদাস, ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, অমরসিংহ, বরাহমিহির ও বররুচি) ছিলেন।
- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীরসেন-ও একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন।

- তিনি 'বিক্রম সম্বৎ' বলে একটি সম্বৎ বা অব্দ প্রবর্তন করেন।
- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের 'বিক্রম সম্বৎ' ৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রবর্তিত হয়।
- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বা ফাজিয়ান (Faxian) ভারতে আসেন। প্রায় দশ বৎসর (৪০০-৪১১ খ্রিঃ, মতান্তের ৪০৫-৪১১ খ্রিঃ) ভারতে অবস্থানের পর বাংলায় তাম্রলিপ্ত নন্দর থেকে সমুদ্রপথে তিনি ভারত-ত্যাগ করেন।
- ফা-হিয়েন রচিত 'ফো-কুয়ো-কিং' নামক ভ্রমণ-কথা থেক ভারত সম্পর্কে নানা মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়।
- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে পূর্ব উপকুলে তাম্রলিপ্ত ও পশ্চিম উপকূলে সোপারা উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

প্রথম কুমারগুপ্ত

- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসনে বসেন।
- তাঁর উপাধি ছিল 'মহেন্দ্রাদিত্য' এবং তিনি সমুদ্রগুপ্তের মতো অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।
- তাঁর রাজত্বে নর্মদা উপত্যকায় পুষ্যমিত্র নামক দুর্ধর্ষ উপজাতির উদ্ভব হয়ে ছিল।
- প্রথম কুমারগুপ্ত বিখ্যাত নালন্দা মহাবিদ্যালয়টি স্থাপন করেন।

স্কন্দগুপ্ত

- পিতার মৃত্যুর পর 'বিক্রম্যদিত্য' উপাধি ধারণ করে স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে বসেন।
- তাঁর রাজত্বকালে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল হুন আক্রমণ প্রতিহত করা।
- মধ্য এশিয়া থেকে আগত নিষ্ঠুর ও দুর্ধর্ষ হূনদের হূনদের বিরুদ্ধে সাফল্যের জন্য ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার স্কন্দগুপ্তকে 'ভারতের রক্ষাকারী' বলে অভিহিত করেছেন।
- ভিতরী স্তম্ভ লিপিতে স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে হুণদের যুদ্ধের বিবরণ আছে।
- স্কন্দগুপ্ত ছিলেন ভাগবৎ ধর্মের অনুরাগী।
- তাঁর আমলে সুদর্শন হ্রদের বাঁধটি পুনর্নির্মিত হয়।
- 'আর্জমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থে তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ ন্যায়সম্পন্ন নিরপেক্ষ বিচারক' বলা হয়েছে।

সুবর্ণ যুগ - গুপ্ত যুগ

- বিশিষ্ট শাস্ত্রকার ঈশ্বরকৃষ্ণ, বসুবন্ধ, অসঙ্গ, গৌরপদ, ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যাকার পক্ষিলস্বামিন, বৌদ্ধ দার্শনিক দিন্নগাচার্য এবং বিশিষ্ট বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি, পাণিনি ও পতঞ্জলি এই যুগেই আবির্ভূত হন।
- 'মুদ্রারাক্ষস'-প্রণেতা বিশাখদত্ত, 'মৃচ্ছকটিক'-প্রণেতা শূদ্রক, 'কিরাতার্জুনীয়ম'-প্রণেতা ভারবি, 'ভট্টিকাব্য'-প্রণেতা ভট্টি, 'পঞ্চতন্ত্র'-প্রণেতা বিষ্ণুশর্মা, 'দশকুমারচরিত'-প্রনেতা দন্ডী, 'শব্দকোষ' বা অভিধান প্রণেতা অমরসিংহ তাঁদের সৃজনশীল রচনা দ্বারা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই যুগে যুগান্তর আনেন।
- মহাকবি কালিদাস এই যুগের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাঁর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নাটক এবং 'মেঘদুতম', 'কুমারসম্ভবম', 'ঋতুসংহার' প্রভৃতি মহাকাব্য বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
- ধন্বন্তরী ও বাগভট্ট এই যুগেই তাঁদের চিকিৎসা-সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি রচনা করেন। বিখ্যাত শল্যবিদ সুশ্রুত এই যুগের মানুষ ছিলেন।
- সেনাবাহিনীর সুবিধার্থে এই যুগের প্রথম পশু-চিকিৎসা সম্বন্ধে গ্রন্থ রচিত হয়।
- ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার আবিষ্কার ও শূন্যের ব্যবহার, যা আরবীয় সংখ্যাতত্ত্ব নামে পরিচিত, তা ভারতীয়দেরই সৃষ্টি।
- 'সূর্য-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থের রচিয়তা বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয়। তিনি আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি আবিষ্কার করেন। তিনি প্রথম সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ-এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। বছরে যে ৩৬৫ দিন-এ গণনা তাঁরাই।
- আর্যভট্টই প্রথম শূন্য আবিষ্কার করেন।
- 'বৃহৎ-সংহিতা' পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থের রচয়িতা বারাহমিহির জ্যোতির্বিজ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন- জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র।
- এই যুগে নিউটনের বহু শতাব্দী পূর্বে ব্রহ্মগুপ্ত ইঙ্গিত দেন, বস্তুসিমূহ পার্থিব অভিকর্ষের টানেই মাটিতে পড়ে। তাঁর রচিতা গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত', 'খন্ডখাদ্য' এবং 'ধ্যানগ্রহ।
- পাথর কেটে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু গুহা মন্দির স্থাপন এ যুগের প্রধান বৈশিষ্ঠ্য। অজন্তা, ইলোরা, উদয়গিরির গুহামন্দিরগুলি এই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
- এই যুগেই বেশিরভাগ অজন্তা ইলোরার গুহাচিত্র গুলি অঙ্কিত হয়।
- জলরঙে অঙ্কিত অজন্তা ইলোবার প্রাচীর চিত্রগুলি বিশ্ববিখ্যাত। চিত্রের বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বিচিত্র। এগুলির মধ্যে 'মাতা ও পুত্র' এবং 'হস্তী চতুষ্টায়' গুহাচিত্র সত্যই অপূর্ব। অজন্তার ঊনত্রিশটি গুহা এই চিত্রে পরিপূর্ণ।

- এই যুগেই প্রথম স্থায়ী বস্তু অর্থাৎ ইট ও পাথর দিয়ে মন্দির নির্মাণ শুরু হয় এবং পাথরের সাহায্যে মন্দির নির্মাণ-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি রচিত হতে শুরু করে।
- কটেশ্বর মন্দির, মণিনাগের মন্দির, সাঁচীর মন্দির, দেওগড়ের দশাবতার মন্দির মন্দির-স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।
- গান্ধার শিল্পের প্রভার খর্ব করে এই যুগে ভাস্কর্যের এক নতুন রীতি গড়ে ওঠে। সারনাথে প্রাপ্ত বুদ্ধিমূর্তি হল এই যুগের ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
- সারনাথে প্রাপ্ত মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর মূর্তি, সাঁচীর বোধিসত্ত্ব ও মথুবার ব্রোঞ্জ-নির্মিত বুদ্ধিমূর্তি এই যুগের ভাস্কর-শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।
- সংস্কৃত ছিল উচ্চশ্রেণির শিক্ষিত মানুষের ভাষা। সাধারণ মানুষ প্রাকৃত ভষায় কথা বলত এবং গুপ্তদের কাছে তা অবহেলিত ছিল।
- এই যুগের প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা মলেছে, যা পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনও যুগেই পাওয়া যায় নি।

Zero-Sum
you win or you lose

VISIT OUR WEBSITE: WWW.ZEROSUM.IN

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পর ভারত আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

হূন আক্রমণ

- স্কন্দগুপ্ত তাদের প্রতিহত করার পর শক্তিশালী নেতা তোরমান-এর নেতৃতে হূনরা পুনরায় ভারত আক্রমণ করে।
- গুপ্ত সম্রাট ভানুগুপ্ত-র হাতে পরাজিত হয়ে তিনি সিন্ধুনদের অপর তীরে চলে যান।
- তাঁর পুত্র মিহিরকুল (বা মিহিরগুল) খুব শক্তিশালী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল শাকল বা শিয়ালকোট।
- ঘোরতর বৌদ্ধ-বিদ্বেষী মিহিরকুল বহু বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির ধ্বংস করেন।
- পশ্চিম মালবের মান্দাশোরের অধিপতি যশোধর্মন-এর মান্দাশোর লিপি থেকে জানা যায় যে, মিহিরকুল মধ্যভারতে রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হলে তিনি তাঁকে পরাজিত করে।
- হিউয়েন সাঙ বলেন যে, গুপ্ত সম্রাট নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য মিহিরকুলকে চূড়ান্তরভাবে পরাজিত করেন (৫৩৩ খ্রিঃ)। পরাজিত মিহিরকুল কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহন করেন।

শশাঙ্কের নেতৃত্বে গৌড়ের উত্থান

- বাঙালি রাজগনের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি।
- ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি গৌড় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।
- এই যুগে গৌড় বলতে উত্তর বাংলা পশ্চিম বাংলাকে বোঝাতে।
- তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের কাছে)।
- শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন।
- বাণভট্ট, হিউয়েন-সাঙ ও বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থতে তাঁকে বৌদ্ধ ধর্ম-বিদ্বেষী বলে অভিহিত করা হয়েছে।
- বাণভট্ট শশাঙ্ককে ‘গৌড়ধাম’ ও ‘গৌড়ভুজঙ্গ’ বলে অভিহিত করেছেন।
- কথিত আছে শশাঙ্কই বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন।
- হর্ষবর্ধনের ভগিনী ও কনৌজের রাজা গ্রহবর্মার স্ত্রীকে শশাঙ্ক বন্দি বানিয়ে রেখেছিল। পরে হর্ষবর্ধন তাঁর ভগিনীকে মুক্ত করেছিলেন।

- ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি গৌড়, মগধ, দন্ডভুক্তি(মেদিনীপুর), উৎকল ও কঙ্গোদ-এর অধিপতি ছিলেন।

পুষ্যভূতি বংশ

- প্রভাকরবর্ধন থানেশ্বরে (দিল্লির নিকট) পুষ্যভূতি বংশের সূচনা করেন।
- তাঁর কন্যা রাজশ্রীর সাথে মৌখরী রাজ গ্রহবর্মার বিবাহ দেন।
- তাঁর পুত্র রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হাতে বন্দী অবস্থায় মারা যান। জামাতা গ্রহবর্মাকে শশাঙ্ক হত্যা করেন এবং প্রভাকরবর্ধনের কন্যাকে শশাঙ্ক বন্দি করে নিয়ে যায়।

হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৭ খ্রিঃ)

- ষোলো বছর বয়সে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের সিংহাসনে বসেন (৬০৬ খ্রিঃ)।
- নিজের সিংহাসনে কালকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এ সময় অর্থাৎ ৬০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি একটি নতুন বর্ষ গণনা বা অব্দের প্রচলত করেন-তার নাম 'হর্ষব্দ' বা 'হর্ষ-সম্বৎ'।
- তাঁর উপাধি ছিল 'শিলাদিত্য'।
- শশাঙ্কের মৃত্যুর পর (৬৩৭ খ্রিঃ) তিনি মগধ, উড়িষ্যা, কঙ্গোদ, ও পশ্চিমবঙ্গ জয় করেন।
- দাক্ষিণাত্য জয়ের উদ্দেশ্যে হর্ষ এক অভিযান পাঠান, কিন্তু বাতাপির চালুক্য-বংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী-র কাছে পরাজিত হয়ে তিনি ফিরে আসেন।
- বাতাপির চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর একটি শিলালিপিতে হর্ষকে 'সকলোত্তরপথনাথ' বা সকল উত্তরাপথের অধীশ্বর বলা হয়েছে।
- বাণভট্ট-র মতে, হর্ষ 'পঞ্চ ভারত'-এর অধীশ্বর ছিলেন। 'পঞ্চ ভারত' বলতে পাঞ্জাব, কনৌজ, বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যা বোঝায়।
- তিনি স্বয়ং একজন বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকার ছিলেন। তাঁর রচিত 'নাগনন্দ', 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ।
- হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি সাহিত্যসেবীদের জন্য রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ ব্যয় করতেন।
- বহু বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন।
- 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষরচিত' রচিয়তা বাণভট্ট তাঁর সভাকবি ছিলেন।

- এছাড়া জয়সেন, ময়ূরমাতঙ্গ, দিবাকর, কবি মৌর্য ও কবি ভর্তৃহরি তাঁর সভা অলংকৃত করতেন।
- ধর্মবিশ্বাসে হর্ষ বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তা সঠিক নয়। বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হলেও তিনি বৌদ্ধ ছিলেন না, আজীবন তিনি ছিলেন শিব ও সূর্যের উপাসক।
- হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ ভারতে আসেন।
- চিনা ভাষায় হিউয়েন সাঙ-এর লিখিত ভ্রমণ-বৃত্তান্তটির নাম হল 'সি-ইউ-কি'।
- হিউয়েন সাঙ ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, ভারতীয়রা সৎ, নম্র, অতিথি পরায়ণ ও ধর্মপ্রাণ ছিল।
- হর্ষবর্ধন উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজত্ব হিসেবে আদায় করা হত।
- তাঁর আমলে নালন্দা ছিল এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার ছাত্রসংখ্যা ছিল দশ হাজার।
- সেই সময়ের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন বাঙালি আচার্য শীলভদ্র।
- তাম্রলিপ্ত ছিল বাংলার শ্রেষ্ঠ বন্দর।
- মহাযান ধর্মমতের আলোচনা ও হিউয়েন সাঙের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে হর্ষ কনৌজে এক ধর্মসম্মেলন আহ্বান করেন। এই ধর্মসভার অধিবেশন আঠারো দিন স্থায়ী হয়।
- **প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিক মেলা:** প্রতি পাঁচ বছর অন্তর গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে এক মেলা বসত।
- তিনমাস কাল স্থায়ী এই মেলায় হর্ষ বুদ্ধ, শিব ও সূর্যের উপাসনা করতেন এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে অকাতরে দান করতেন। এই স্থানটির নাম রাখা হয়েছিল 'দানক্ষেত্র' বা 'সন্তোষক্ষেত্র'।
- কথিত আছে যে, এইভাবে পোষাক, অলংকার ও সর্বস্ব দানের পর তিনি ভাগিনী রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে সাধারণ একটি কাপড় চেয়ে গৃহে ফিরতেন।
- ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়।
- ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং আর্যাবর্তের নানা স্থানে কয়েকটি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি ঘটে।
- হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজকে কেন্দ্র করে রাজপুতানা-মালবের প্রতিহার বংশ, বাংলা-বিহারের পালবংশ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্টকূট বংশের মধ্যে এক প্রবল ত্রিশক্তি সংগ্রাম শুরু হয় তা 'ত্রি-শক্তির যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

Zero-Sum
you win or you lose

বাংলার পাল বংশ

- **মাৎস্যন্যায়:** ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে গৌড়-রাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাস এক ঘোরতর দুর্যোগের সৃষ্টি হয়। এবং তা স্থায়ী হয় প্রায় দেড়শো বৎসর।
- এ সময় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়-আত্মকলহ, গৃহযুদ্ধ, হত্যা, গুপ্তহত্যা, ঘন ঘন শাসক পরিবর্তন, দুর্বলের উপর সরল বা দরিদ্রের উপর ধনীর অত্যাচার, নৈরাজ্য ও অরাজকতা ছিল বাংলার স্বাভাবিক নিয়ম।
- পুকুরে যেমন বড়ো মাছ ছোটো মাছকে গিলে ফেলে, বাংলার মানুষেরও ছিল ঠিক ওই একই অবস্থা। বাংলার এই অবস্থাকে বলা হচ্ছে 'মাৎস্যন্যায়'।
- 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে বাংলার এই অরাজক অবস্থা ও নৈরাজ্যকে উপহাস করে বলা হচ্ছে 'গৌড়তন্ত্র'।
- দেশের এই অবস্থায় বাংলার নেতৃবৃন্দে দেশের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে সম্মিলিতভাবে গোপাল নামে জনৈক প্রতিপত্তিশালী সামন্তরাজাকে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করেন (৭৫০ খ্রিঃ)।
- তিনি হলেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর প্রধান কীর্তি হল বাংলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা।

ধর্মপাল

- গোপালের পুত্র ধর্মপাল। তিনি ছিলেন প্রাচীন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট এবং তিনি বাংলাকে একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।
- তাঁর উপাধি ছিল 'পরমেশ্বর পরমট্টারক মহারাজাধিরাজ'।
- জনৈক গুজরাটি কবি তাঁকে 'উত্তরাপথস্বামী' বলে অভিহিত করেছেন।
- তিনি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।
- ধর্মপালের দ্বিতীয় নাম ছিল বিক্রমশীল।
- তিনি মগধে বিক্রমশীলা মহাবিহার, ওদন্তপুরী বিহার ও সোমপুরী বিহার স্থাপন করেন। এইসব বিহারে বৌদ্ধ-বিদ্যাচর্চা হত।
- একটি তাম্রপটে তাঁকে 'পরম-সৌগত' বলে অভিহিত করা হয়েছে।
- গর্গ নামে জনৈক ব্রহ্মণ তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

দেবপাল

- ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্য পুত্র সিংহাসনে বসেন।
- বাদাল স্তম্ভলিপি-তে তাঁকে উত্তরে হিমালয় থেকে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্ব সাগর থেকে পশ্চিম সাগর প্রর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম মহীপাল

- তাঁর রাজত্বকালে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল চোলরাজা রাজেন্দ্র চোলের নেতৃত্বে দু'বছর-ব্যাপী (১০২১-১০২৩ খ্রিঃ) বাংলার উপর চোল আক্রমণ।`
- রাজেন্দ্র চোল মহীপালের রাজ্যের উপর আক্রমণ হানেন এবং উত্তর রাঢ় দখল করেন।
- তিনি ধর্মবিশ্বাসে বৌদ্ধ ছিলেন এবং নালন্দা ও সারিনাথে দুটি বৌদ্ধ মঠ কাশীতে একটু হিন্দু মন্দির নির্মাণ করেন।

রামপাল

- কৈবর্ত বিদ্রোহ:দ্বিতীয় মহীপাল-এর কুশাসনে উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্রভূমির সামন্তরাজারা দিব্য বা দিব্বোক-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত ও নিহত করে উত্তরবঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এই বিদ্রোহ কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে খ্যাত।
- দিব্যকের পর রুদ্রক ও ভীম উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত দের রাজা হন।
- রামপাল কৈবর্ত রাজ ভীমকে পরাজিত করে বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধার করেন ।
- সন্ধ্যাকর নন্দী-র 'রামরচিত' গ্রন্থে এই বিদ্রোহের বিবরণ মেলে ।
- সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' কাব্যগ্রন্থের নায়ক হল রামপাল ।

  Note: 'রামচরিত' লেখেন সন্ধ্যাকর নন্দী ও 'রামচরিত মানস' লেখেন কবি তুলসীদাস ।রামচরিত লেখা হয় রামপালকে নিয়ে আর রামচরিত মানস লেখা হয় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে ।

Book a Free Personal Online Consultation:
86704 20484

বাংলার সেন বংশ

- সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন।
- দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক অঞ্চল থেকে বাংলায় এসে তিনি রাঢ় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।
- তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন পালরাজাদের দুর্বলাতার সুযোগ রাঢ় অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন এবং 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারন করেন।

বিজয় সেন

- হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন হলেন স্বাধীন সেনবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।
- কবি উমাপতি ধর-রচিত দেওপাড়া লিপি থেকে জানা যায় যে তিনি গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ, মগধ প্রভৃতি রাজাদের পরাজিত করে এক বিশাল রাজ্য গড়ে তোলেন।
- কবি উমাপতি ধর ও শ্রীহর্ষ তাঁর বিজয়-প্রশস্তি রচনা করেছেন।
- তাঁর দুটি রাজধানী ছিল-একটি পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর এবং অন্যটি পশ্চিম্বঙ্গের বিজয়পুর।

বল্লাল সেন

- বিজয় সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বল্লাল সেন সিংহাসনে বসেন।
- বলা হয় যে, তিনি কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন
- বেদ-স্মৃতি-পূরাণে সুপন্ডিত বল্লাল সেন হিন্দু ক্রিয়াকর্ম ও আচার-পদ্ধতি সম্পর্কে 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।
- নবদ্বীপের শাসক বুদ্ধিমন্ত খাঁ-র নর্দেশে আনন্দভট্ট তাঁর সম্পর্কে 'বল্লালচরিত' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।
- তাঁর আমলেই মালদেহের সন্নিকটে গৌড় নগরী নির্মিত হয় এবং পুত্র লক্ষণ সেনের নামানুসারে গৌড়ের নামকরণ হয় লক্ষ্মণাবতী।

লক্ষ্মণ সেন

- ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে ষাট বছর বয়সে লক্ষণ সেন সিংহাসনে বসেন।
- তাঁর উপাধি ছিল 'গৌড়শ্বর', অরি-রাজ-মর্দন-শঙ্কর' ও 'পরম বৈষ্ণব'।
- তাঁর রাজত্বকালে সর্বাপেক্ষা উল্লেখজনক ঘটনা হল তুর্কি নায়ক মহম্মদ ঘুরির অনুচর ইখতিয়াউদ্দিন মহম্মদ-বিন বখতিয়ার খালজি বাংলা-বিহার জয়।

- তুর্কি ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন সিরাজ-এর 'তবাকাৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজি বিহার জয় করে প্রচুর সম্পদ লুণ্ঠন করেন এবং ওদন্তপুরী বিহারটি ধ্বংস করেন।
- অতঃপর ১২০১ খ্রিস্টাব্দে মূল সেনাবাহিনীকে পিছনে রেখে তুর্কি বণিকের ছদ্মবেশে মাত্র সতেরো (বা আঠারো) জন অশ্বারোহী সেনা নিয়ে তিনি বাংলার রাজধানী নবদ্বীপে প্রবেশ করেন। তাদের অতর্কিত আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত বৃদ্ধ সম্রাট লক্ষণ সেন খিড়কি দরজা দিয়ে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে পলায়ন করেন।
- 'তবাকাৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থে বর্ণনার খুঁটিনাটি সম্পর্কে নানা বিষয়ে নানা প্রশ্ন উঠলেই এ কথা ঠিকই যে, বখতিয়ার খলজির আক্রমণেই পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের আধিপত্যের অবসান ঘটে।
- লক্ষণ সেন পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর' সমাপ্ত করেন।
- 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা জয়দেব, 'পবনদূত' রচয়িতা ধোয়ী, শাস্ত্রজ্ঞ হলায়ুধ, শরণ ও গবর্ধনাচার্য তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন।
- তিনি বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন ১২৩০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করেন এবং ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে সেন রাজত্বের অবসান ঘটে।

বাতাপির আদি চালুক্য বংশ

- চালুক্যদের প্রথম রাজধানী ছিল বর্তমানে বিজাপুর জেলার বাতাপি (বর্তমান বাদামি) নগরে।
- এই বংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি ছিলেন প্রথম পুলকেশী (৫৩৫-৫৬৬ খ্রিঃ)।
- তাঁর আমলে উৎকীর্ণ বাতাপি লিপি থেকে তাঁর কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায়,
- তাঁর পুত্র কীর্তিবর্মন (৫৬৬-৫৯৭ খ্রিঃ) পরাশ্রমশালী নৃপতি ছিলেন।
- কীর্তিবর্মনের পর তাঁর ভ্রাতা মঙ্গলেশ (৫৯৭-৬১০ খ্রিঃ) সিংহাসনে বসেন ।

দ্বিতীয় পুলকেশী

- দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১০-৬৪২ খ্রিঃ) ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি।
- তিনি 'বল্লভ', পৃথিবই-বল্লভ', 'পরমেশ্বর পরম ভাগবত' প্রভৃতি নামেও পরিচিত ছিলেন।
- তাঁর সভাকবি রবিকীর্তি-রচিত 'আইহোল শিলালিপি' থেকে তাঁর কৃতিত্বের কথা জানা যায়।
- কনৌজ-রাজ হর্ষবর্ধন দাক্ষিণাত্য জয়ে অগ্রসর হলে দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে তিনি পরাজিত হন।
- তিনি পল্লব-রাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মনকে পরাস্ত করে তাঁর রাজধানী কাঞ্চি নগরীকে বিপন্ন আক্রমণ করেন।
- পরবর্তী পল্লবরাজ নরসিংহবর্মনের হাতে দ্বিতীয় পুলকেশী নিহত হন (৬৪২ খ্রিঃ) বাতাপি ধ্বংস হয় ।

- নরসিংহবর্মন 'বাতাপিকোন্ড' বা বাতাপি-বিজেতা উপাধি ধারণ করেন।
- হর্ষকে 'উত্তরাপথনাথ' বলা হলে দ্বিতীয় পুলকেশীকে 'দক্ষিণাপথনাথ' বলা চলে।
- দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গে পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খসরুর মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল।
- তিনি নিজে শৈব হলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি তিনি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন।
- তাঁর আমলে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমনে আসেন ।

- তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য (৭৩৩-৭৪৬ খ্রিঃ) আরবদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করে বংশের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।
- বাতাপির চালুক্যদের আমলে বোম্বাইয়ের কাছে এলিফান্টা দ্বীপের মন্দির এবং আইহোল ও বাতাপির মন্দিরগুলি পাহাড় কেটে তৈরী করা হয় ।

রাষ্ট্রকূট বংশ

- দন্তদুর্গ ছিলেন এই রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।
- তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন।
- তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র প্রথম ধ্রুব (৭৮০-৭৯৩ খ্রিঃ 'ধ্রুব ধারাবর্ষ', শ্রীবল্লভ প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন।
- ধ্রুবর পর এই বংশের অপর পরক্রান্ত নৃপতি তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৩-৮১৪ খ্রিঃ) সিংহাসনে বসেন
- তাঁকে বিনাবাক্যে রাষ্টকূট বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হিসেবে গণ্য করা যায়।
- তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পর প্রথম অমোঘবর্ষ (৮১৪-৮৭৭ খ্রিঃ) সিংহাসনে বসেন। তিনি নাসিক থেকে মান্যখেটে রাজধানী স্থানান্তরিক করেন।
- পর্যটক সুলেমানের মতে, প্রথম অমোঘবর্ষ বিশ্বের চারজন শ্রেষ্ঠ রাজার অন্যতম ছিলেন।
- প্রথম অমোঘবর্ষ 'রত্নমালিকা'ও 'কবিরাজমার্গ' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।
- এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য ও শক্তিশালী রাজা হলেন তৃতীয় কৃষ্ণ (৯৮০-৯৬৮ খ্রিঃ)। সিংহলের রাজা তাঁর বশ্যতা মেনে নেন।
- তৃতীয় কৃষ্ণ নিজেকে 'সকল দক্ষিণ দিগাধিপতি' বলে অভিহিত করেছেন।
- ইলোরার গুহামন্দির গুলির গাত্রে খোদিত দেবদেবীর মূর্তিগুলি রাষ্ট্রকূট শিল্পের নিদর্শন ।
- ইলোরার দশাবতার মন্দির ,ইন্দ্রসভা ,জগৎসভা রাস্ট্রকূট স্থাপত্যের নিদর্শন ।
- **ইলোরার কৈলাশনাথ মন্দির:** মহারাষ্ট্রের চরনন্দ্রী পাহাড়ের অভ্যন্তরে একটি একক বৃহৎ প্রস্তরখন্ডকে খোদাই করে এই মন্দির নির্মান করা হয়েছে

- এটি রাষ্ট্রকূট রাজা প্রথম কৃষ্ণের আমলে নির্মিত ।

কল্যাণের পরবর্তী-চালুক্য বংশ

- ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য(১০৭৬-১১২৮ খ্রিঃ) এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন।
- ১০৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সিংহাসনারোহণের সময় থেকে তিনি 'চালুক্য বিক্রমাদিত্য অব্দ'-র প্রবর্তন করেন।
- তাঁর সভাকবি বিহ্লন-এর 'বিক্রমাঙ্কদের-চরিত' গ্রন্থ থেকে তাঁর সামরিক প্রতিভা ও কৃতিত্বের কথা জানা যায়।
- বিহ্লন ছাড়াও 'মিতাক্ষরা' গ্রন্থের রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন।

কাঞ্চির পল্লব বংশ

- এই বংশের প্রথম নৃপতি ছিলেন শিবস্কন্দবর্মান। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।
- ৫৭৫ খ্রিস্টসব্দে সিংহবিষ্ণু (৫৭৫-৬০০ খ্রিঃ) কাঞ্চিত সিংহাসনে বসেন।
- তিনি সিংহলের বিরুদ্ধেও সামরিক অভিযান পাঠিয়েছিলেন।
- তাঁর আমলে মহাবলীপুরম শিল্পচর্চার এক বিখ্যাত কেন্দ্রে পরিণত হয়।
- বিখ্যাত কবি ভারবি সিংহবিষ্ণুর সভাকবি ছিলেন।

প্রথম মহেন্দ্রবর্মন

- পরবর্তী রাজা প্রথম মহেন্দ্রবর্মন (৬০০-৬৩০ খ্রিঃ)-এর আমলে চালুক্য-পল্লব প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়, যা দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসকে প্রায় একশো বছর ধরে প্রভাবিত করে।
- সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর রচিত নাটক 'মত্তবিলাস প্রহসন' সংস্কৃত ভাষায় তাঁর দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে।

- তিনি চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি 'গুণভার' উপাধি ধারণ করেন।
- পাথর কেটে মন্দির নির্মাণের রীতি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন পল্লব রাজ প্রথম মহেন্দ্র বর্মন ।
- বহু মন্দির নির্মাণের জন্য তিনি 'চৈত্যকারী' বলে পরিচিত ছিলেন।
- তিনি 'পল্লবমল্ল' নামেও পরিচিত ছিলেন।
- তাঁর বিবিধ গুণাবলীর জন্য জনসাধারণ তাঁকে 'বিচিত্রচিত্ত' বলত।

প্রথম নরসিংহবর্মন

- মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মন (৬৩০-৬৬৮ খ্রিঃ) এই বিংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন।
- তিনি 'মহামল্ল' উপাধি ধারণ করেন।
- তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীকে হত্যা করে 'বাতাপিকোন্ড' উপাধি নেন।
- মহাবলীপুরমের **বিখ্যাত রথ-মন্দিরগুলি তাঁর আমলেই তৈরি হয়।**
- সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র পল্লব-রাজধানী কাঞ্চি ছিল ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর।

দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন

- দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন (৬৯৫-৭২২ খ্রিঃ) 'রাজসিংহ' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন।
- তাঁর আমলে বিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির তৈরি হয় এবং তিনি মহাবলীপুরমের মন্দিরগুলি-র নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করেন।
- তিনি শৈব ধর্মের অনুরাগী ছিলেন।
- বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত দণ্ডি সম্ভবত তাঁর সভাকবি ছিলেন।
- পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রাজা দ্বিতীয় নন্দীবর্মন (৭৮০-৭৯৬ খ্রিঃ) 'পল্লবমল্ল' নামে পরিচিত ছিলেন।
- তিনি মুক্তেশ্বরের মন্দির-টি নির্মাণ করেন।

ZERO-SUM IS ONE OF THE FASTEST GROWING ONLINE PLATFORMS FOR CIVIL SERVICE ASPIRANTS

চোলবংশ

- চোলরাজ্যের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা ছিলেন কারিকল।

প্রথম রাজরাজ

- ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে সুন্দর চোল বা দ্বিতীয় পরান্তকের পুত্র প্রথম রাজরাজ সিংহাসনে বসলে চোল ইতিহাসে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়।
- তাঁর অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব হল শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন এবং এই নৌ-বাহিনী ছিল চোল শক্তির অন্যতম প্রধান অঙ্গ।
- শক্তিশালী নৌ-বাহিনী সাহায্যে প্রথম রাজরাজ লাক্ষাদ্বীপ,মালদ্বীপ ও সিংহলের উত্তরাংশ জয় করেন।
- সিংহল বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুরে তিনি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।
- প্রাচীন ভারতে নৌ-শক্তি ও নৌ-সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য তিনি স্মরণীয়।
- এই বিশাল সাম্রাজ্যে তিনি সুশাসন ও স্বায়ত্বশাসন (Local Self Government) প্রতিষ্ঠা করেন।
- জমি জরিপ করে রাজত্ব নির্ধারণ, হিসাব পরীক্ষা ও গ্রামসভা দ্বারা গ্রামীণ শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা ছিল তাঁর অন্যতম কীর্তি।
- তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজরাজেশ্বর মন্দির-টি তাঁর দ্বারা নির্মিত হয়।

Zero-Sum
you win or you lose

প্রথম রাজেন্দ্র চোল

- রাজরাজের পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র চোল ছিলেন চোলবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি।
- তাঁর উপাধি ছিল ‘মার্তন্ড’, ‘উত্তম চোল’ ও ‘গঙ্গইকোন্ডচোল’।
- তিনি পূর্ববঙ্গের গোবিন্দচন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহীপাল ও দক্ষিণবঙ্গের রনশূর-কে পরাজিত করে ‘গঙ্গইকোন্ডচোল’ বা ‘গঙ্গা-বিজেতা চোল নৃপতি’ উপাধি ধারণ করেন।
- বঙ্গ-বিজয়ের সামান্য পরেই কাবেরী নদীর তীরে তিনি চোলদের এক নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর নাম দেন ‘গঙ্গইকোন্ড চোলপুরম’।
- তিনি ব্রহ্মদেশ-এর কতকাংশ এবং আন্দামান ও নিকবোর দ্বীপপুঞ্জ জয় করেন।

- তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শৈলেন্দ্র-বংশীয় হিন্দুরাজ্য শ্রীবিজয় রাজ্য অর্থাৎ মালব, সুমাত্রা ও জাভা-ইয় তাঁর আধিপত্য স্থাপন।
- চোলযুগ নৌশক্তি,ধাতু শিল্প ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থার (পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা) জন্য বিখ্যাত ছিল ।
- ব্রোঞ্জ নির্মিত নটরাজ মূর্তিটি চোল শিল্পীরায় নির্মাণ করেছিল ।

ভারতের মধ্যযুগ

- ভারতের মধ্যযুগ প্রধানত মুসলিম সুলতান-বাদশাদের সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস ।
- কিন্তু এরই সাথে স্থানীয় কিছু হিন্দুরাজা সাম্রাজ্যবিস্তারেও উদ্যোগি হন ।তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিল দক্ষিণে বিজয়নগরের শাসকেরা, দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের মারাঠারা ।এরই সাথে শিখ সম্প্রদায়ের ইতিহাস উল্লেখ যোগ্য ।
- মধ্য ভারত অংশে আমরা পড়ব - দিল্লির সুলতানি যুগ,বাংলার ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী বংশ , মোঙ্গল যুগ-শেরশাহ , দক্ষিণের বিজয় নগর বাহমনি ও মায়সোর (টিপু সুলতান),মহারাষ্ট্রের মারাঠা ,পাঞ্জাবের শিখ ও বাংলার মুর্শিদাবাদের শাসকদের ইতিহাস ।

Zero-Sum
you win, you lose

- মুসলিম বিজেতা হিসেবে সর্ব **প্রথম আরবেরা ভারতে আসেন** ।
- ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ-বিন-কাশিম সিন্ধু আক্রমণ করেন ।
- এ সময় দাহির নামে ব্রাহ্মণ-বংশীয় জনৈক রাজা সিন্ধুদেশে রাজত্ব করতেন।
- রাওয়ার-এর যুদ্ধে দাহির নিহত হন এবং আরবার দেবল ও রাওয়ার-সহ সমগ্র সিন্ধুদেশ দখল করে।
- ৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আলপ্তগিন নামে জনৈক ভাগ্যান্বেষী আফগানিস্তানে গজনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।
- তাঁর মৃত্যুর পর ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তগিন গজনির সিংহাসনে বসেন। তুর্কি সুলতানদের মধ্যে তিনী সর্বপ্রথম ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করেন
- তাঁর মৃত্যুর পর ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তগিন গজনির সিংহাসনে বসেন। তুর্কি সুলতানদের মধ্যে তিনী সর্বপ্রথম ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করেন
- তাঁর পুত্র সুলতান মামুস-এর রাজত্বকালে (৯৯৮-১০৩০ খ্রিঃ)-এ ভারতে প্রথম তুর্কি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

- সুলতান মামুদ শাহীরাজ জয়পাল ও তাঁর পুত্র আনন্দপালকে পরাজিত করে পাঞ্জাব দখল করে নেয় ।
- সুলতান মামুদ প্রথম শাসক যিনি সুলতান উপাধি ধারণ করেন ।
- সুলতান মামুদ ১০০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে **১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন** ।
- ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন। এটি তাঁর ১৬তম অভিযান ছিল ।
- তখন গুজরাটের শাসক ছিলে চালুক্য রাজ প্রথম ভীম ।তিনি পুনরায় সোমনাথ মন্দির সংস্কার করেন ।
- সুলতান মামুদের সভাসদ দের মধ্যে ছিলেন্ ঐতিহাসিক উৎবি , মধ্যএশিয়ার খ্যাতনামা পন্ডিত আল বেরুণী ও পারসিক কবি ফিরদৌসি ।
- পন্ডিত আল বেরুণীর প্রকৃত নাম ছিল আবু রিহান। আরবীয় ভাষায় রচিত কিতাব-উল-হিন্দ’ বা তহকিক -ই-হিন্দ তাঁর বিখ্যাত ভারত-সম্পর্কিত গ্রন্থ
- পূর্বের হোমার নামে খ্যাত কবি ফিরদৌসির লিখিত গ্রন্থের নাম শাহনামা ।
- আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা (সুলতানি শাসন)

মহম্মদ ঘুরি

- ভারতে মুসলিম তুর্কি আধিপত্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গজনির শাসনকর্তা মহম্মদ ঘুরি। তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারত বিজয়
- **প্রথম তরাইনের যুদ্ধ** -১১৯১ খ্রিস্টাব্দে থানেশ্বরের কাছে তরাইনের প্রান্তরে তিনি দিল্লি ও আজমিরের চৌহান-বংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ-এর সম্মুখীন হন। তরাইনের প্রথম যুদ্ধ-তে মুসলিম সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয় এবং মহম্মদ ঘুরি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে গজনিতে আশ্রয়-গ্রহণ করেন।

- **দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধ-** পরের বছর (১১৯২ খ্রিঃ) তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহান পরাজিত ও নিহত হন।

- এর পর বিজিত স্থানগুলির শাসনভার তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবকের উপর অর্পণ করে তিনি গজনিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

- কুতুবউদ্দিন অন্যতম সেনাপতি উখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বিহার (১২০৩ খ্রিঃ) ও পশ্চিমবঙ্গ (১২০৫-১২০৬ খ্রিঃ) জয় করে পূর্বে ভারতে মুসলিম আধিপত্য বিস্তার করেন।

দিল্লির সুলতানী যুগ

- ১২০৬ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে মোগল-বংশীয় বাবরের সিংহাসন আরোহণের পূর্ব প্রর্যন্ত সময় 'সুলতানি শাসন' বা 'সুলতানি যুগ' বলে পরিচিত।

- **দিল্লির সুলতানী যুগে ৫টি বংশ রাজত্ব করে।এই গুলি হল**

1. **দাস বংশ (তুর্কি)-** কুতুব উদ্দিন আইবক-ইলতুৎমিস রাজিয়া -বলবন
2. **খিলজি বংশ** - জালাল উদ্দিন খিলজি -আলাউদ্দিন খিলজি
3. **তুঘলক বংশ** - গিয়াস উদ্দিন তুঘলক , মহম্মদ বিন তুঘলক , ফিরোজ তুঘলক
4. **সৈয়দ বংশ (আরব)-** খিজির খাঁ
5. **লোদী বংশ (পাঠান।আফগান)-** বাহলল লোদী ,সিকন্দর লোদী ,ইব্রাহিম লোদী

- এই যুগে একমাত্র সৈয়দ-বংশীয় খিজির খাঁ ব্যতীত দিল্লির সকল স্বাধীন নরপতী 'সুলতান' উপাধি ধারণ করেছিলেন। 'সুলতান' শব্দটি কোরানে 'শক্তি' বা 'সামর্থ্য'-র প্রতীক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং 'সুলতান অর্থে সাধারণভাবে স্বাধীন নরপতিকেই বোঝায়।

- ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরির অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবক কর্তৃক দিল্লিতে স্বাধীন 'সুলতানি' শাসনের সূচনা হয়।

দাসবংশ

- 'আইবক' কথার অর্থ হল 'দাস'। কুতুবউদ্দিন আইবক মহম্মদ ঘুরির ক্রীতদাস ছিলেন বলে কুতুবউদ্দিন আইবক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে 'দাসবংশ' (Slave/Mamaluk Dynasty)বলা হত
- **১২০৬ খ্রিস্টাব্দে দাসবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।**
- ১২০৬ থেকে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটি নয়-দিল্লিতে তিনটি দাস বংশ রাজত্ব করেছিল এবং এই তিনটি দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতার হলেন কুতুবউদ্দিন আইবক, ইলতুৎমিস ও বলবন।

- এই তিনজনের পূর্বপুরুষ কিন্তু কখনোই এক ব্যক্তি ছিলেন না। এই তিনটি বংশের তিন প্রতিষ্ঠাতা জীবনের একটি পূর্বে ক্রীতদাস ছিলেন।

কুতুবউদ্দিন আইবক

- তিনি মহম্মদ ঘুরির দাস ছিলেন ।
- কুতুবউদ্দিন আইবক তাঁর দানশীলতার জন্য তিনি 'লাখবকস' বা 'লক্ষদাতা' নামে পরিচিত ছিলেন।
- খাজা কুতুবউদ্দিন কাকি নামে জনৈক মুসলিম সন্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লির উপকণ্ঠে একটি স্তম্ভ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। বর্তমানে এটি কুতুব মিনার নামে পরিচিত।
- তিনি আজমেরে আড়াই দিন কা ঝোপড়া ও কুয়াৎ উল ইসলাম মসজিদ নির্মাণ করেন ।
- কুতুব উদ্দিন পোলো বা চৌগান খেলতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যান ।

ইলতুৎমিস

- কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তকপুত্র আরাম শাহ দিল্লির সিংহাসনে বসেন।
- কুতুবউদ্দিনের জামাতা ইলতুৎমিস ১২১১ খ্রিস্টাব্দে আরাম শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন।
- ইলতুৎমিস ইলবারি তুর্কি বংশে জন্মগ্রহণ করেন ।
- প্রথম জীবনে ইলতুৎমিস কুতুবউদ্দিনের ক্রীতদাস ছিলেন।
- তিনি হলেন দিল্লি সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।
- ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে (১২২১ খ্রিঃ) দুর্ধর্ষ মঙ্গল-নায়ক চিঙ্গিজ খাঁ ভারত আক্রমণ করে।
- ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুসলিম জগতের ধর্মগুরু বাগদাদের 'খলিফা'র কাছ থেকে 'সুলতান-ই-আজম' (মহান সুলতান) উপাধি পান।
- এর ফলে দিল্লির সিংহাসনে তাঁর বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, দিল্লি সুলতানির গৌরব বৃদ্ধি পায় এবং দিল্লি সুলতানির স্বাধীন ও পৃথক অস্তিত্ব মুসলিম জগতে স্বীকৃতি লাভ করে।
- খলিফার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত ইলতুৎমিস খলিফার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত করেন এবং তাঁর মুদ্রায় নিজেকে 'খলিফার সেনাপতি' বলে অভিহিত করেন।
- তুর্কি সুলতানদের মধ্যে ইলতুৎমিস প্রথম 'ইকতা' ব্যবস্থা, সামরিক সংগঠন, মুদ্রার প্রবর্তন ও দরবারে নানা আদব-কায়দার প্রবর্তন করে ভারতে অসামরিক তুর্কি শাসনের সুচনা করেন।

- ইলতুৎমিস কপার মুদ্রা জিতল প্রবর্তন করেন ।
- বিখ্যাত কুতুব মিনারের নির্মাণকার্য তিনি সমাপ্ত করেন।
- ইলতুৎমিস 'চল্লিশ চক্র' বা 'বন্দেগান-ই-চাহেলাগান' নামক তুর্কি অভিজাত গোষ্ঠির একটি সংগঠন গড়ে তোলেন ।
- সমকালীন ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ 'তাবকৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থে ইলতুৎমিসকে সেযুগের শ্রেষ্ঠ নরপতি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সুলতান রাজিয়া

- ইলতুৎমিস তাঁর কন্যা রাজিয়া-কে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করেন।
- সুলতান রাজিয়া-ই হলেন একমাত্র নারী যিনি দিল্লির সিংসাহনে আরোহণ করেন।
- সুলতান রাজিয়া ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৪০ খ্রিস্টাব্দ এই চার বছর রাজত্ব করেছিলেন ।
- ভাটিন্ডার শাসক আলতুনিয়া কে রাজিয়া বিবাহ করেন ।
- তাঁর আমোলেই সর্বপ্রথম রাজতন্ত্রের সঙ্গে তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়।
- নাসিরুদ্দিন ছিলেন ইলতুৎমিসের বংশের শেষ সুলতান ।

গিয়াসাউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭ খ্রিঃ)

- নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর শ্বশুর ও প্রধানমন্ত্রী উলুঘ খাঁ 'গিয়াসাউদ্দিন বলবন' নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন।
- বলবন প্রথম জীবনে ইলতুৎমিসের দাস ছিলেন ।
- ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে ষাট বছর বয়সে বলবন সিংহাসনে বসেন ।
- রাজপদকে মহিমান্বিত করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, সুলতান ঈশ্বরের প্রতিনিধি(Divine Right Theory of Kingship)
- বলবন 'জিল-ই-ইলাহী' উপাধি ধারণ করেন যার অর্থ ইশ্বরের ছায়া(Shadow of God) ।
- নিজেকে তিনি পৌরাণিক তুর্কি বীর আফ্রাসিয়ারের দংশধর বলে দাবি করেন।
- পরাসিক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দারবারে তিনি নানা নতুন নিয়মকানুন যথা, 'পাইবস' (সম্রাটের পদযুগল চুম্বন করা) ও 'সিজদা' (সিংহাসনের সামনে নতজানু হাওয়া) প্রবর্তন করেন।

- দরবারে কোনোপ্রকার আমোদ-প্রমোদ, হাস্যকৌতুক, মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয় এবং সেখানে সর্বতোভাবে গাম্ভীর্য বজায় রাখা হত।
- পারসিক উৎসব নওরাজ তিনি ভারতে পালন করা শুরু করেন ।
- বলবন শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে লৌহ- রক্ত নীতিতে(blood and iron policy) বিশ্বাসি ছিলেন।
- ইলতুৎমিসের আমল থেকে গড়ে ওঠা 'বন্দেগান-ই-চাহেলাগান' বা 'চল্লিশ চক্র' বা ওমরাহদের ক্ষমতা ও মর্যদা খর্ব করার উদ্দেশ্যে তিনি নানা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ও তাঁদের উচ্ছেদ করেন ।
- সাম্রাজ্যের সকল সংবাদ সংগ্রহের জন্য তিনি বহু গুপ্তচর বা 'বারিদ' নিযুক্ত করেন।
- বলবন মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহিত করেছিলেন ।
- সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবি ও বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আমির খসরু, যিনি 'ভারতের তোতাপাখি' নামে পরিচিত ছিলেন-তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেন।
- ঐতিহাসিক হাসান নিজামি-ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেন।

খালজী বংশ

- হিন্দুস্থানি মুসলিমদের নেতা ও সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি ইলবারি তুর্কি বংশের শেষ সুলতান অসুস্থ কায়কোবাদ ও শিশু কায়ুমার্সকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন (১২৯০ খ্রিঃ)। ইতিহাসে এই ঘটনা 'খলজি বিপ্লব' নামে পরিচিত।

জালালউদ্দিন খলজি

- সিংহাসনে আরোহণকালে জালালউদ্দিনের বয়স ছিল সত্তর।
- প্রকৃত নাম ছিল মালিক ফিরোজ । অতুর্কি ছিলেন ।
- তিনি শান্তিপ্রিয় এবং হিন্দুদের প্রতি উদার ছিলেন ।
- তাঁর রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মালিক চাজু ও সিদি মৌলা-র বিদ্রোহ দুটি তিনি দমন করেন।
- তিনি মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং মোঙ্গলরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দিল্লিতে বসবাস শুরু করে। এদের নব্য মুসলমান বলা হত ।

আলাউদ্দিন খলজি

- আলাউদ্দিন খলজি জালাল উদ্দিন খলজিকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন ।

- সম্পর্কে আলাউদ্দিন জালালউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা ছিলেন ।
- তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আলী গুরসাপ
- তাঁর মুদ্রা থেকে জানা যায় যে, তিনি 'সিকন্দর-ই-সানি' বা 'দ্বিতীয় আলেকজান্ডার' উপাধি ধারণ করেছেন।
- ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে উলুঘ খাঁ ও নসরৎ খাঁ-র নেতৃত্বে রাজ্যজয়ের উদ্দেশ্যে তিনি গুজরাট-এর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান পাঠান।
- এ সময় মালিক কাফুর নামে এক দাসকে বন্দী করে দিল্লিতে আনা হয় এবং এই মালিক কাফুরই প আলাউদ্দিনের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি পদে উন্নীত হন।
- কথিত আছে যে, চিতোরের রানা রতন সিংহের পরমাসুন্দরী পত্নী পদ্মিনীকে লাভ করার জন্যই আলাউদ্দিন আক্রমণ করেন। প্রবল প্রতিরোধের পর মেবারের রাজধানী চিতোর পরাজিত হয় এবং রাজপুত রমণীগণ 'জহরব্রত' পালন করে অগ্নিতে আত্মাবিসর্জন দেন।
- দিল্লির সুলতানদের মধ্যে তিনি প্রথম দাক্ষিণাত্য অভিযান পাঠান। তাঁর এই দাক্ষিণাত্য অভিযান নেতৃত্ব দেন মালিক কাফুর।
- আলাউদ্দিনই প্রথম সুলতান যিনি নগদ বেতনের বিনিময়ে নিজস্ব স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন করেন।
- সেনাবাহিনী দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য তিনি অশ্ব চিহ্নিতকরণ ('দাগ') ও প্রত্যেক সৈন্যের দৈহিক বৈশিষ্ট্য ('হুলিয়া') লিপিবদ্ধ করেন এবং সেনাদের জায়গিরের পরিবর্তে বেতন দানের ব্যবস্থা করেন।
- 'আর্জ-ই-মুমালিক' নামক কর্মচারী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হয়।
- বলবনের মত আলাউদ্দিন 'রাজার দৈবস্বত্বে' (Divine Right) বিশ্বাসী ছিলেন ।
- 'রাজার কোন আত্মীয় নাই' (Kingship knows no kinship) এই মতবাদ তিনি মেনে চলতেন ।
- দিল্লিতে নব্যমুসলিমদের বিদ্রোহ দমন করেন ।
- ভারতে তুর্কি শাসকদের মধ্যে আলাউদ্দিনই প্রথম দেশের রাজস্ব-ব্যবস্থা সংস্কারে সচেষ্ট হয়েছিলেন।
- মুসলিম শাসকদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম জমি জরিপ করার রীতি প্রবর্তন করেন ।
- আলাউদ্দিনের সময় জমি জরিপের জন্য 'বিশ্ব' নামক একক চালু ছিল ।
- উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ রাষ্ট্রের কর হিসেবে ধার্য করা হয়। এছাড়া গৃহকর, চারণকর, পশুকর, দুগ্ধবতী গরু, ছাগল প্রভৃতির উপর কর, হিন্দুদের উপর 'জিজিয়া' ও মুসলিমদের উপর 'খামস' ও 'জাকাৎ' কর আরোপিত করেন ।
- তাঁর অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংস্কারাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ।
- বিশালসংখ্যক সেনাবাহিনীর ব্যয়নির্বাহ ও দিল্লির নাগরিকদের স্বল্পমূল্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহের জন্য আলাউদ্দিন জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দিয়ে বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করেন।
- ভারতবর্ষে আলাউদ্দিনই সর্বপ্রথম মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

- তিনি প্রথম রেশনিং ব্যাবস্থা চালু করেন ।
- 'শাহনা-ই-মন্ডী' (বাজারের তত্ত্বাবাধায়ক) নামক কর্মচারী এইসব বিষয় লক্ষ রাখতেন। সকল ব্যবসায়ীকে তাঁর কাছে নাম তালিকাভুক্ত করতে হত। এ প্রসঙ্গে 'দেওয়ান-ই-রিয়াসৎ' নামক কর্মচারীর নামও স্মরণযোগ্য।
- দিল্লির সন্নিকটে তিনি সিরি নামক শহরটি নির্মাণ করেন।
- কুতুবমিনারের নিকট বিখ্যাত 'আলাই দরওয়াজা' নির্মাণ তাঁর অন্যতম কীর্তি।
- তিনি দিল্লিতে চারটি আলাদা আলাদা বাজার বসান ।
- তিনি নতুন ধর্মমত প্রবর্তনে উদ্যোগি হয়েছিলেন ।
- 'হিন্দুস্তানের তোতা পাখি' নামে খ্যাত আমির খসরু তাঁর সভা কবি ছিলেন ।
- আমীর খসরু গজল গান ভারতে প্রথম প্রবর্তন করেন ।আমির খসরুকে 'কাওয়ালি গানের জনক'ও বলা হয়।
- কথিত আছে আমীর খসরু সেতার বাদ্যযন্ত্রটির আবিষ্কারক ।

তুঘলক বংশ

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক

- গাজি মালিক ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ তুঘলক বংশ নামে পরিচিত।
- গিয়াসউদ্দিন তুঘলক দিল্লির কাছে তুঘলকাবাদ শহরটি স্থাপন করেন ।
- বাংলার বিদ্রোহ দমনের পর ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

মহম্মদ-বিন-তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রিঃ)

- গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জুনা খাঁ মহম্মদ-বিন-তুঘলক নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।
- অসাধারণ মৌলিকত্ব ও সৃজনীশক্তির অধিকারী মহম্মদ-বিন-তুঘলক ছিলেন এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ।
- সাম্রাজ্যের আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে রাজস্বরে হার বহু গুণ বৃদ্ধি করেন

- কৃষির উন্নতি ও পতিত জমি পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি 'আমির-ই-কোহী' নামে একটি কৃষি-বিভাগের পত্তন করেন।
- তিনি দিল্লি থেকে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি-তে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন (১৩২৭ খ্রিঃ) এবং তার নাম রাখেন দৌলতাবাদ।
- রাজকোষের অর্থভাব মেটাবার উদ্দেশ্যে তিনি চিনের শাসক কুবলাই খাঁর অনুকরণে এক ধরনের 'প্রতীকী মুদ্রা' প্রবর্তন করেন (১৩২৯-১৩৩০ খ্রিঃ)।
- আলাউদ্দিনের মতো তিনিও দিগ্বিজয়ের আশা পোষণ করতেন।
- খোরাসান ও ইরাক জয়ের উদ্দেশ্যে তিন লক্ষ সত্তর হাজার সৈন্যের এক বাহিনী গঠন করেন।
- তাঁর আমলে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর (১৩৩৬ খ্রিঃ) ও বাহমনি (১৩৪৭ খ্রিঃ) রাজ্যের উত্থান ঘটে।
- দিল্লির সুলতানদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ভারতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে প্রয়াসী হন।
- তাঁর আমলে মরক্কোর পরিব্রাজক ইবন বতুতা দিল্লিতে আসেন । তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'কিতাব-উল্-রেহেলা' থেকে সেই সময়কার ইতিহাস জানা যায় ।
- মহম্মদ-বিন-তুঘলক ইবন বতুতাকে দিল্লির কাজী পদে নিযুক্ত করে ছিলেন ।
- ইংরেজ ঐতিহাসিক এলফিন স্টোন মহম্মদ-বিন-তুঘলককে 'বিকৃত মস্তিষ্ক' বা 'পাগল' বলেছেন ।

Zero-Sum
you win or you lose

ফিরোজ শাহ তুঘলক

- মহম্মদ-বিন-তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর খুল্লতাত-পুত্র ফিরোজ শাহ ছেচল্লিশ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন।
- স্থায়ী সেনাবাহিনী ভেঙে দিয়ে তিনি প্রাদেশিক সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীল হন।
- সেনাবাহিনী থেকে তিনি 'দাগ' ও 'হুলিয়া' প্রথা তুলে দেন। সেনাবাহিনীর নিয়োগও বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে।
- স্বাধীন বাংলা-র বিরুদ্ধে দুটি (১৩৫৩ ও ১৩৫৯ খ্রিঃ) অভিযান পাঠিয়েও তিনি ব্যর্থ হন।
- তিনি মহম্মদ-বিন-তুঘলকের আমলের চব্বিশ প্রকার অবৈধ কর বাতিল করেন, ভুমিরাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করেন এবং কোরানে উল্লিখিত কেবলমাত্র চারটি কর ধার্য করা হয়।
- পরবর্তীকালে উলেমাদের সম্মতি নিয়ে তিনি 'সেচকর' ধার্য করেন।তিনি প্রথম সুলতান যিনি সেচকর ধার্য করেন ।
- তিনি ব্রাহ্মণদের কাছে জিজিয়াকর আদায় করতেন ।

- কৃষির উন্নতির জন্য তিনি বেশ কয়েকটি সেচ-খাল এবং একশো পঞ্চাশটি কূপ খনন করেন।
- বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি একটি কর্মনিয়োগ দপ্তর প্রতিষ্ঠিত করেন।
- দাসদের জন্য তিনি দেওয়ান ই বুন্দগান নামক একটি দপ্তরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।
- দরিদ্র মুসলিম কন্যাদের বিবাহ এবং অনাথ ও বিধবাদের ভরণ-পোষণের জন্য 'দেওয়ান-ই-খয়রাত' নামে একটি বিভাগ এবং দরিদ্রদের চিকিৎসার জন্য 'দার-উল-সাফা' নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।
- দিল্লির কাছে চারটি শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এগুলি হল -ফিরোজাবাদ, হিসার, ফতেহাবাদ ও জৌনপুর । এছাড়াও বাংলায় ফিরোজবাদ ও আজাদপুর শহর দুটি নির্মাণ করে ছিলেন
- ফিরোজ শাহ তুঘলক 'সিয়াসত' বা প্রাণদন্ডের বিলুপ্তি করেছিলেন ।
- তাঁর জনহিতকর কার্যাবলীর কথা স্মরণ করে ঐতিহাসিক হেনরি ইলিয়াট ও এলফিনস্টোন ফিরোজ শাহ তুঘলককে 'সুলতানি যুগের আকবর' বলে অভিহিত করেছেন।

তৈমুর লঙ-এর আক্রমণ (১৩৯৮-১৩৯৯ খ্রিঃ):

- ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন তুঘলক দিল্লির সিংহাসনে বসেন।
- এই বংশের শেষ সুলতান নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ-র রাজত্বকালে (১৩৯৮-১৪১২ খ্রিঃ) ভারতবর্ষ এক ভয়াবই বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়। এই আক্রমণের নায়ক সমরখন্দের অধিপতি তৈমুর লঙ।
- সমরখন্দের চাঘতাই তুর্কিদের নেতা তৈমুর লঙ সমরকুশলী বীররুপে ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ।
- যুদ্ধের সময় তাঁর একটি পা নষ্ট হয়ে গেলে তিনি 'লঙ' বা খোঁড়া বলে পরিচিত হন।
- দিল্লিতে প্রবেশ করে (১৮ই ডিসেম্বর, ১৩৯৮ খ্রিঃ) তৈমুর ও তাঁর সেনাদল দীর্ঘ পনেরো দিন ধরে যথেচ্ছ লুণ্ঠন ও হত্যাকান্ড চালান এবং প্রভূত ধনরত্ন ও সংখ্যা বন্দী-সহ অভিমুখে যাত্রা করেন (১৩৯৯ খ্রিঃ)।

সৈয়দ বংশ

- তুঘলক বংশের শেষ সুলতান সুলতান নাসিরউদ্দিন মামুদের মৃত্যুর পর দিল্লির ওমরাহগণ দৌলত খাঁ নামে জনৈক আফগান ওমরাহকে সিংহাসনে বসেন।
- তৈমুর-কর্তৃক নিযুক্ত মুলতানের শাসনকর্তা খিজির খাঁ (১৪১৪-১৪২১ খ্রিঃ) দৌলত খাঁ-কে পরাজিত করে সিংহাসন দখল করেন।
- খিজির খাঁ-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম সৈয়দ বংশ।
- তিনি নিজেকে সৈয়দ বা হজরত মহম্মদের কন্যার বংশধর হিসেবে দাবি করতেন বলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ সৈয়দ বংশ নামে পরিচিত।
- তিনি নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেননি,তৈমুরের প্রতিনিধি-রুপেই তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।
- তাঁর পুত্র মোবারক শাহ (১৪২১-১৪৩৪ খ্রিঃ) নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন।
- এই বংশের শেষ সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহ (১৪৪৩-১৪৫১ খ্রিঃ) ছিলেন অকর্মণ্য ও দুর্বল চরিত্রের পুরুষ। পাঞ্জাবের আফগান শাসনকর্তা বহলুল লোদি তাঁকে বিতাড়িত করে দিল্লি অধিকার করেন (১৪৫১-খ্রিঃ) এবং দিল্লির সিংহাসনে লোদি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

লোদি বংশ

- দিল্লির প্রথম পাঠান বা আফগান বংশ ছিল লোদি বংশ ।
- লোদি বংশের প্রতিষ্ঠাতা বহলুল লোদি (১৪৫১-১৪৮৯ খ্রিঃ) ভারতের প্রথম আফগান বা পাঠান সুলতান।
- তাঁর পুত্র ইব্রাহিম লোদি (১৫১৭-১৫২৬ খ্রিঃ) তুর্কি আমির ও ওমরাহদের ক্ষমতা খর্ব করতে গিয়ে তাদের সঙ্গে বিবাদ জড়িয়ে পড়েন।
- পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদি এবং ইব্রাহিম লোদির পিতৃব্য আলম খাঁ লোদি তাঁর ব্যবহার অসন্তুষ্ট হয়ে কাবুলের অধিপতি বাবর-কে দিল্লি আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান।
- ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ-এ বাবর ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত ও নিহত করে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

বাংলার ইলিয়াস শাহী ও হুসেনশাহী বংশ

- লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম ও উত্তর বাংলা জয় করে বাংলাকে মুসলিম অন্তর্ভুক্ত করেন।
- মহম্মদবিন-তুঘলকের রাজত্বকালে পূর্ববঙ্গের শাসনকর্তা ফরকউদ্দিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।
- ১৩২৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাকে দুর্বল করে রাখার জন্য বাংলাকে তিন ভাগে ভাগ করেন যথা লক্ষনৌতি,সোনারগাঁও ও সাতগাঁও ।
- ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াশ শাহ দিল্লি থেকে এসে লক্ষনৌতি বা গৌড় দিখল করেন ।
- ফিরোজ তুঘলক দু'বার চেষ্টা করেও বিদ্রোহ দমন করতে পারেননি এবং শেষ প্রর্যন্ত বাংলাকে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে স্বীকৃত দিতে বাধ্য হন।
- এই রাজ্যের প্রথম বিখ্যাত নরপতি শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ।

ইলিয়াসশাহী বংশ

হাজী শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ

- বাংলায় ইলিয়াসশাহি বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন হাজী শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রিঃ)।
- ১৩৪২ সালে দিল্লি থেকে এসে বাংলার দিল্লিতে তিনি বাংলার সিংহাসনে বসেন ।
- শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ জাতিতে তুর্কি ছিলেন ।
- ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি নেপাল আক্রমণ করেন এবং রাজধানী কাঠমান্ডু লুণ্ঠন করে প্রচুর ধনরত্ন-সহ বাংলায় ফিরে আছেন।
- ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন বাংলাকে জয় করার উদ্দেশ্যে দিল্লির সুলতান ফিরোজ তুঘলক ৯০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নিয়ে বাংলা আক্রমণ করেন।
- দিল্লির সেনাদলকে কোনও বাধা না দিয়ে ইলিয়াস শাহ সপরিবারে দিনাজপুরের একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।
- ফিরোজ তুঘলক ব্যর্থ হয়ে দিল্লি ফিরে যান ।
- ফিরোজ একডালার নাম পরিবর্তন করে আজাদপুর রাখেন ।
- ইলিয়াস শাহর আমলেই ইবন বতুতা বাংলায় আসেন ।

সিকন্দর শাহ

- তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ (১৩৫৭-১৩৮৯ খ্রিঃ) পিতার মতই বিচক্ষণ, বীর যোদ্ধা ও সুশাসক ছিলেন।
- রাজধানী পান্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ ও কোতোয়ালি দরওয়াজা তাঁর আমলে তৈরি হয়।

গিয়াসউদ্দিন আজম

- তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রিঃ) দক্ষ ও দয়ালু শাসক ছিলেন। সম্ভবত তিনি কামরূপ ও কুচবিহার রাজ্যের কিছু অংশ জয় করেন।
- গিয়াসউদ্দিন আজম চিনদেশে মিঙ-বংশীয় সম্রাট ইয়ং-লো-র দরবারে দূত পাঠান।
- ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে জনৈক চৈনিক দূত তাঁর রাজ্যে আসেন এবং সেই দূতের সঙ্গে মা-হুয়ান নামে জনৈক পণ্ডিতও আসেন।
- তিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফেজ-এর সঙ্গে তিনি পাত্রালাপ করতেন।

রাজা গণেশ

- রাজা গণেশ (১৪১৫-১৪১৮ খ্রিঃ) নামে ভাতুড়িয়া ও দিনাজপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ জমিদার প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন এবং ইলিয়াসশাহি বংশের সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ কে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন।
- রাজা গণেশের উপাধি ছিল দনুজমর্দন দেব ।
- তিনি পান্ডুয়ায় একলাখি প্রাসাদ নির্মাণ করেন ।
- তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র যদু। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং জালালউদ্দিন (১৪১৮-১৪৩১ খ্রিঃ) নামে পরিচিত হন।

Want to join Civil Service?
Join the #FightBack Club at Zero-Sum!

ইলিয়াসশাহী বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

- এর পর নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ ইলিয়াসশাহী বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন ।
- নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহর পুত্র রুকনউদ্দিন বরবক শাহ অল ফাজিল ,অল কামিল উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন ।

রুকনউদ্দিন বরবক শাহ

- কেদার রায়, গন্ধর্ব রায়, মুকুন্দ প্রমুখ সভাসদ ছিলেন, ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন অনন্ত সেন
- 'শরফনামা' নামক ফারসি শব্দকোষ প্রণেতা ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকি, কবি কৃত্তবাস ও বিখ্যাত সংস্কৃত পন্ডিত বৃহস্পতি মিশ্র সুলতান বারবক শাহের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেন।
- ইলিয়াস শাহি যুগে কৃত্তিবাস-এর রামারণ রচিত হয়।
- বৃহস্পতি মিশ্রের বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'অমরকোষ'-এর টীকা 'পদচন্দ্রিকা'।
- এছাড়া বৃহস্পতি মিশ্র 'গীতগোবিন্দ', কুমারসম্ভব', রঘুবংশ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের টিকাকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।
- বারবক শাহ বৃহস্পতি মিশ্রকে 'পন্ডিত সার্বভৌম' উপাধি দেন।
- সুলতান বারবক শাহের আদেশে মালাধর বসু 'শ্রীমদভাগবত'-এর বাংলা অনুবাদ করেন। এজন্য তিনি মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দেন।
- মালাধর বসুর পুত্রও তাঁর কাছ থেকে 'সত্যরাজ খাঁ' উপাধি পান।

Zero-Sum
you win or you lose

হাবসি শাসন

- ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াসিশাহী বংশের শেষ সুলতান জালালউদ্দিন ফতে শাহের হত্যার পর থেকে ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় হাবসিদের কুশাসন চলতে থাকে।
- সিংহাসনের নিরাপত্তার জন্য রুকনউদ্দিন বারবক শাহ আফ্রিকা থেকে বহু হাবসি ক্রীতদাস আমদানি করেছিলেন, কিন্তু কালক্রমে এই হাবসিরাই বাংলার ক্ষমতা দখল করে। বাংলার ইতিহাসে এই হাবসি শাসন 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে পরিচিত।

হোসেন শাহী বংশ

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৫৩-১৫১৯ খ্রিঃ)

- আলাউদ্দিন হোসেন শাহ মধ্যযুগের বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক জনপ্রিয় শাসক ছিলেন।
- তিনি হাবসিদের বিতাড়িত করে সিংহাসন দখল করেন ।
- তাঁর আমলেই চৈতন্যদেব-এর আবির্ভাব ঘটে এবং হিন্দু-মুলসিল ভাবাদর্শের সমন্বয় দেখা যায়।
- আলাউদ্দিন হোসেন শাহর উদারতায় মুগ্ধ হিন্দুগণ তাঁকে 'নৃপতি-তিলক', 'জগৎ-ভূষণ' প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করেন।
- তাঁর পরধর্মসহিষ্ণুতার জন্য অনেকে তাঁকে 'বাংলার আকবর' বলে অভিহিত করেন।
- তিনি হিন্দুদের বেসামরিক ও সামরিক বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত করেন ।
- হোসেন শাহের আমলে উজির গোপীনাথ বসু (পুরন্দর খাঁ), ব্যক্তিগত সচিব রূপ গোস্বামী ও রাজস্বমন্ত্রী সনাতন গোস্বামী, সেনাপতি গৌর মল্লিক, টাঁকশালের অধিকর্তা অনুপ, দেহরক্ষী কেশব ছেত্রী, ব্যক্তিগত চিকিৎসক মুকুন্দ দাস-এর নাম করা যায়।
- তাঁর সময়কালে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তিগুলো হল - বৈষ্ণব রূপ গোস্বামী সংস্কৃতে 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।
- তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁ-র পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'মহাভারত'-এর বাংলা অনুবাদ করেন।
- এ ছাড়াও এই যুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজ-এর 'চৈতন্য-চরিতামৃত', বিপ্রদাস পিপিলাই-এর 'মনসামঙ্গল', জয়ানন্দ-র 'চৈতন্যমঙ্গল' রচিত হয়।
- হোসেন শাহর আমলে বাংলায় ছোটোসোনা মসজিদ নির্মিত হয় ।
- তাঁর আমলেই সংস্কৃত থেকে 'সত্য' এবং আরবি থেকে 'পির' শব্দ দুটি নিয়ে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সবার জন্য 'সত্যপিরের' পুজা প্রচলিত হয়।

নসরৎ শাহ

- হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩৩ খ্রিঃ) দক্ষ ও পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন।
- মোগল সম্রাট বাবর তাঁর আত্মাজীবনীতে নসরৎ শাহকে ভারতের পাঁচজন শ্রেষ্ঠ মুসলিম শসকের অন্যতম বলে অভিহিত করেছেন।
- গৌড়ের বড়সোনা মসজিদ, কদম রসুল ও হোসেন শাহের সমাধির উপর এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি পান্ডুয়ার একলাখি মসজিদ তাঁর উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি
- তাঁর উত্তরাধিকারী গিয়াসউদ্দিন মামুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রিঃ)-র রাজত্বকালে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে শের শাহ বাংলা জয় করে দিল্লির অন্তর্ভুক্ত করেন।
- সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনায় নবদ্বীপ তখন ভারতবিখ্যাত ছিল।

বাহমনি রাজ্য

- মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে হাসান বা জাফর খাঁ-র নেতৃত্ব একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
- বাহামানি সাম্রাজ্য ছিল দক্ষিণের প্রথম স্বাধীন মুসলিম সাম্রাজ্য ।
- স্বাধীনতা ঘোষণা করে তিনি আবুল মুজাফফর আলাউদ্দিন বাহমন শাহ (১৩৪৫-১৩৫৮ খ্রিঃ) উপাধি ধারন করেন।
- তিনি নিজেকে পারস্যের বিখ্যাত বীর বাহমনের বংশধর বলে দাবি করতেন।
- এজন্য তাঁর বংশ বাহমনি বংশ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ্য বাহমনি রাজ্য বলে পরিচিত।
- তাঁর প্রকৃত নাম ছিল হাসান গাঙ্গু ।
- তিনি গুলাবর্গা-য় তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন।
- ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর নামে একটি হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- সাথে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের যুদ্ধ প্রতিনিয়ত লেগে থাকত রায়চুর দোয়াব কে কেন্দ্রকরে ।
- কৃষ্ণ ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে তুঙ্গভদ্রা রায়চুর দোয়াব বলে পরিচিত।

বিজয়নগর সাম্রাজ্য

বিজয়নগর সাম্রাজ্যে পর্যায়ক্রমে চারটি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল । যথা সঙ্গম , সালুভ ,তুলুভ এবং আরাবিডু বিংশ ।

সঙ্গমবংশ

- মহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনকালে বিশৃঙ্খালা ও বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে। সঙ্গম নামে এক ব্যক্তির পাঁচ পুত্র তুঙ্গভদ্রা তীরে এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।
- সঙ্গমের নাম অনুসারে এই রাজবংশকে সঙ্গম বংশ বলা হয়।
- সাধারণভাবে ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দকেই এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে ধরা হয়। সঙ্গমের পাঁচ পুত্রের মধ্যে হরিহর ও বুক্ক-ই উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

হরিহর ও বুক্ক

- বিখ্যাত পন্ডিত মাধব বিদ্যারণ্য ও তাঁর ভাই বেদের বিশিষ্ট ভাষ্যকার সায়নাচার্য বুক্কের মন্ত্রী ছিলেন।
- বুক্কের পুত্র দ্বিতীয় হরিহর (১৩৭৯-১৪০৪ খ্রিঃ) সর্বপ্রথম স্বাধীন নরপতির মর্যদাজ্ঞাপক 'মহারাজাধিরাজ', 'রাজপরমেশ্বর' প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন।
- বেদের বিখ্যাত টীকাকার সায়ন দ্বিতীয় হরিহরের মন্ত্রী ছিলেন। গঙ্গাদেবী ও তিরুমালাম্মা ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত কবি।

প্রথম দেবরায়

- তাঁর পুত্র প্রথম দেবরায় (১৪০৪-১৪২২ খ্রিঃ) পর পর দু'বার বাহমনি রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজ কন্যার সঙ্গে বাহমনি সুলতান ফিরোজ শাহের বিবাহ দিয়ে বাধ্য হন।
- ১৪১৯ খ্রিস্টাব্দে অবশ্য বাহমনি রাজ্যকে পরাজিত করে তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।
- তিনি তুঙ্গাভদ্রা নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন ।

দ্বিতীয় দেবরায়

- তাঁর পুত্র দ্বিতীয় দেবরায় (১৪২২-১৪৪৬ খ্রিঃ) ছিলেন সঙ্গম বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি।
- বিদ্যা ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় দেবরায়ের চোখে হিন্দু-মুসলিম সকল প্রজাই সমান ছিলেন।
- তাঁর আমলে ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কন্টি ও পারসিক রাষ্ট্রদূত আবদুর রাজ্জাক বিজয়নগরে আসেন।
- তিনি 'গজবেতেকারা'(The hunter of elephants) উপাধি ধারণ করেন ।
- মহানাটক সুধানিধি নামক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন
- দ্বিতীয় দেবরায়ের সভাকবি ছিলেন বিখ্যাত কানাড়ি কবি কুমারব্যাস ও তেলেগু কবি শ্রীনাথ।শ্রীনাথ লিখে ছিলেন হরবিলাসম ।
- দেবরায়ের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিজয়নগরে সালুভ বংশ (১৪৬৮-১৫০৫ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়। 000

তুলভ বংশ

কৃষ্ণদেব রায়

- তাঁদের দুর্বলতার সুযোগ বীর নরসিংহ বিজয়নগরে তুলভ বংশ (১৫০৫-১৫৭০ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠিত করেন।
- এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-১৫৩০ খ্রিঃ)। তিনি বাবরের সমসাময়িক ছিলেন।
- পর্তুগিজ পর্যটক পায়েজ তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন যে, "রাজাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা পন্ডিত ও সর্বোত্তম একজন মহান শাসক এবং সবিচারক, সাহসী ও সর্বগুণান্বিত।
- শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও বিদ্বজ্জনের পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণদেব রায় তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।
- তেলেগু ভাষায় তাঁর রচিত অম্যুক্তা মাল্যদা একটি বিখ্যাত গ্রন্থ ।
- তিনি তাঁর সাহিত্য প্রীতির কারণে অভিনব ভোজ ,অন্ধ্র পিতামহ ,অন্ধ্র ভোজ নামে খ্যাত ছিলেন ।
- তাঁর রাজ সভায় অষ্ট দিগগজ নামক একটি সভাসদ বসত ।তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল অন্ধ্র কবির পিতামহ নামে খ্যাত পেদ্দান ।তিনি লিখেছিলেন মনুচরিতম ।
- ভিট্টলস্বামীর মন্দির ও হাজারা রামস্বামী মন্দির তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন ।
- ব্যক্তিগত জীবনে বিষ্ণুর উপাসক হলেও সকল ধর্মের প্রতি তিনি সহনশীল ছিলেন। পর্তুগিজ পর্যটক পায়েজ তাঁর মানবতা ও মহত্ত্বের প্রশংসা করেছেন।
- তিনি পর্তুগীজদের গোয়া দখল করতে সাহায্য করেছিলেন।তিনি পর্তুগীজদের সাহায্যে আরবিয়ান ঘোড়া বিদেশ থেকে আমদানি করতেন ।
- পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা তাঁর আমলে বিজয় নগরে আসেন ।

Zero-Sum
you win or you lose

Be a Premium Member with Zero-Sum
and enjoy support till Success!

অচ্যুত দেবরায়

- তাঁর আমলে পর্যটক নুনিজ পর্তুগীজ বিজয়নগর আসেন । তাঁর সভাসদদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন কার্ণাটিক সংগীতের জনক নামে খ্যাত পুরন্দর দাস ।

রাম রায়

- সদাশিব রায়ের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলে মন্ত্রী রাম রায় সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন।
- এ সময় বিজাপুর, গোলকুন্ড, আহম্মদনগর ও বিদর রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনী তালিকোটার যুদ্ধ-এ বিজয়নগরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে (১৫৬৫ খ্রিঃ)।
- এ সময় তিরুমল সিংহাসন দখল করে আরবিডু বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন (১৫৭০-১৬১৪ খ্রিঃ)।
- গোলকুন্ডার কুতুব শাহী বংশের শাসক মহম্মদ কুলি হায়দ্রাবাদ শহর ও বিখ্যাতচারমিনার স্থাপত্যটি গড়েছিলেন ।

ভক্তিবাদ ও সুফিবাদ

- এই যুগে বেশ কয়েকজন নরপতির আবির্ভাব হয়, যাঁরা শসনকার্যে উদারনীতি গ্রহণ করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথকে সুগম করেন।
- এই প্রসঙ্গে কাশ্মীরের সুলতান জয়নূল আবেদিন (১৪২০-১৪৭০ খ্রিঃ), বিজাপুর সুলতান ইউসুফ আদিন শাহ (১৪৯০-১৫১০ খ্রি) এবং বাংলার হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৮ খ্রিঃ) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।
- কাশ্মীরের সুলতান জয়নূল আবেদিন উদার ও পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর সমদর্শী ও উদারনীতির জণ্য তিনি ‘কাশ্মীরের আকবর’ নামে খ্যাত ছিলেন।
- হিন্দু প্রজারা তাঁকে ‘জগদগুরু’ বলে আখ্যায়িত করে।
- এই যুগে ভক্তিবাদ ও সুফিবাদ নামে দুটি আন্দোলন হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের সেতু নির্মাণে যথেষ্ট সাহায্য করে।

ভক্তিবাদ

- ভক্তিবাদের মূল কথা হল আত্মার পরমাত্মার মিলন অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের মিলন।

রামনন্দ

- মধ্যযুগে ভক্তিবাদকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে যে ব্যাপক ধর্মসংস্কৃত আন্দোলন দেখা দেয় তার অন্যতম প্রবর্তন ছিলেন রামনন্দ।

- তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক রামানুজের শিষ্য ছিলেন এবং নিজে ছিলেন রামাৎ বৈষ্ণব' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।
- তাঁর শিষ্য রবিদাস ছিলেন মুচি, কবীর ছিলেন মুসলিম তাঁতি (জোলা), সোনা ছিলেন নাপিত এবং সাধন ছিলেন কসাই।
- সম্ভবত তিনি সুলতান সিকন্দর লোদি (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রিঃ)-র সমসাময়িক ছিলেন।

কবীর

- ইন্দু-মুসলিম শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরা 'কবীর-পন্থী' নামে পরিচিত।
- তিনি সকলের বোধগম্য হিন্দি ভাষায় সুন্দর সুন্দর দোঁহা রচনা করে উপদেশ দিতেন।
- কবীরই সর্বপ্রথম ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে ছিলেন ।

দাদু দয়াল

- রামচন্দ্রের উপাসক, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অন্যতম প্রবর্তক এবং বিশিষ্ট কবি দাদু দয়াল বা দাদু (১৫৪৪-১৬০৩ খ্রিঃ)।
- ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে ফতেপুর সিক্রীতে দাদুর সঙ্গে আকবরের সাক্ষাৎ হয়।

Zero-Sum
you win or you lose

Zero-Sum is an Edu-Tech start up operating from a remote countryside and connecting millions to help them achieve their dreams

গুরু নানক

- শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রিঃ) ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক।

- ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের লাহোর রাভি নদীর তীরে তালবন্দী গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর শিষ্যরা 'শিখ' নামে পরিচিত।
- 'শিখ' কথাটি সংস্কৃত 'শিষ্য' কথার অপভ্রংশ।
- তাঁর উপদেশাবলী অবলম্বন করে শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' গুরুমুখি লিপিতে রচিত হয়।

শ্রীচৈতন্য

- ভক্তিবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রিঃ)
- তিনি নবদ্বীপের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
- বাইশ বছর বয়সে তিনি বৈষ্ণব গুরু ঈশ্বপুরী-র কাছে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন।
- তাঁর অগণিত শিষ্যের মধ্যে উড়িষ্যা-রাজ প্রতাপরুদ্রদের, নিত্যানন্দ, শ্রীদাস, জীব গোস্বামী, রুপ-সনাতন থেকে যবন হরিদাস সকলেই ছিলেন।
- তাঁর প্রচারিত ধর্মমত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম' নামে পরিচিত।
- তাঁর পিতার নাম ছিল জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার নাম ছিল শচীদেবী ।
- চৈতন্য দেব অনেক নামে পরিচিত ছিলেন যথা -বিশ্বম্ভর , নিমাই, গৌর ইত্যাদি।
- গুরু কেশব ভারতী তাঁর নাম রাখেন শ্রী চৈতন্য ।
- নগর সংকীর্তনের মাধ্যমে চৈতন্য ও তাঁর ভক্তরা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতেন ।

Zero Sum
you win or you lose

মীরাবাঈ

- মধ্যযুগের ভক্তিবাদি আন্দোলনের ইতিহাসে রাজপুতকুল-গৌরব শিশোদিয় রাজপরিবারের বধূ মীরাবাঈ এক উল্লেখযোগ্য নাম।
- 'মীরার ভজন' নামে পরিচিত তাঁর ভক্তিমূলক গানগুলি আজও ভারতীয় ও সঙ্গীতের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য।

- পশ্চিম ভারতে ভক্তিবাদি আন্দোলন প্রচারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন মারাঠি ধর্মচার্য নামদেব।
- দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম ও ভক্তিবাদ প্রচার করেন তেলেগু ব্রাহ্মণ গুরু বল্লভাচার্য
- আসামে ভক্তিবাদ প্রচারক ছিলেন শংকরাচার্য ।

সুফিবাদ

- ভক্তিবাদের মাধ্যমে যখন হিন্দুধর্মে উদারনৈতিক সংস্কার চলছিল, ঠিক সেই সময় মুসলিম ধর্মেও এক উদারনৈতিক সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এই মতবাদ সুফিবাদ নামে পরিচিত।
- গুরুকে বলা হয় 'পির' বা 'খাজা'। পিরের কর্মকেন্দ্রকে বলা হয় 'দরগা' বা 'খানকা'। সুফি ধর্মের অনুগামীদের বলা হয় 'ফরিক' বা দরবেশ'।
- এই সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সন্ত ছিলেন নিজামউদ্দিন আউলিয়া (১২৩৬-১৩২৫ খ্রিঃ)।

মোগল শাসন

- ভারতবর্ষে জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ মোগল বা মুঘল বংশ নাম পরিচিত।
- মোগলরা জাতিতে ছিল চাঘতাই তুর্কী।
- মোগল সাম্রাজ্যে মোট ১৭ জন বাদশা রাজত্ব করেছিলেন ১৫২৬ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ।

বাবর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রিঃ)

- বাবরের প্রকৃত নাম ছিল জহির উদ্দিন মহম্মদ ।
- তিনি বাবর উপাধি ধারণ করেন ।
- তুর্কি ভাষায় বাবর কথার অর্থ হল 'সিংহ'।
- পিতৃকুলের দিক থেকে বিখ্যাত তুর্কি-বীর তৈমুর লঙ এবং মাতৃকুলের দিক থেকে মঙ্গল-বীর চেঙ্গিজ খাঁ তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন।
- পিতা ওমর শেখ মির্জা-র মৃত্যুর পর মাত্র বারো বৎসর বয়সে তিনি মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ফারঘনা রাজ্যের সিংহাসনে বসেন।
- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ: পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (২১শে এপ্রিল, ১৫২৬ খ্রিঃ) বাবরের গোলন্দাজ বাহিনীর কাছে ইব্রাহিম লোদি পরাজিত ও নিহত হন।
- বাবরই প্রথম ভারতে যুদ্ধে কামান ব্যবহার করেন ।
- **খানুয়ার যুদ্ধ:** ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মার্চ খানুয়ার প্রান্তরে শিশোদিয়া রাজপুত রাজ রানা সঙ্গ কে পরাজিত করেন ।
- **চাঁদেরির যুদ্ধ:১৫২৮** খ্রিস্টাব্দে চাঁদেরির যুদ্ধে বাবর রাজপুত রাজ মেদিনী রাইকে পরাজিত করেন ।

- **ঘর্ঘরার যুদ্ধ:** ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মে পাটনার কাছে গঙ্গা ও ঘর্ঘরার নদীর সঙ্গমস্থলে সম্মিলিত আফগান শক্তিজোটকে পরাজিত করেন। ইতিহাসে এই যুদ্ধ ঘর্ঘরার যুদ্ধ নামে খ্যাত। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।তাঁকে আফগানিস্তানের কাবুলে সমাধিস্থ করা হয় ।
- তুর্কি ভাষায় রচিত বাবরের স্মৃতিকথা 'তুজুক-ই-বাবরী' বা 'বাবরনামা' এক অসাধারণ সাহিত্য-কীর্তি।
- আকবরের রাজত্বকালে এই গ্রন্থখানি ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন আবদুর রহিম খান-খানন ।

হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৩৯ খ্রিঃ)

- বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে বসেন। হুমায়ুন কথার অর্থ হল 'ভাগ্যবান'।
- হুমায়ুনের প্রকৃত নাম ছিল নাসির উদ্দিন মহম্মদ ।
- পূর্ব ভারতের আফগান সুলতান শের খাঁ-র শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হুমায়ুন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে (১৫৩৭ খ্রিঃ) তাঁর অধীনস্থ চুনার দুর্গ অবরোধ করেন।
- **চৌসার যুদ্ধ :** বক্সারের কাছে চৌসা নামক স্থানে দু'পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হয় (১৫৩৯ খ্রিঃ) এই যুদ্ধ চৌসার যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে সমগ্র মোগল বাহিনী বিধ্বস্ত হয় এবং হুমায়ুন কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে আগ্রায় ফিরে আসেন।
- এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে সমগ্র বাংলা, বিহার, জৌনপুর ও কনৌজ-এ শের খাঁ-র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
- তিনি 'শের শাহ' উপাধি ধারণ করে রাজকীর মহিমায় নিজেকে ভুষিত করেন, নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন ও খুৎবা পাঠের নির্দেশ দেন।

Zero Sum
you win or you lose

- **বিলগ্রাম বা কনৌজের** যুদ্ধ: পর বৎসর (১৫৪০ খ্রিঃ) হুমায়ুন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে তিনি শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু বিলগ্রাম বা কনৌজের যুদ্ধ-এ পরাজিত হয়ে কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেন।
- হুমায়ুন পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।
- শের শাহ দিল্লির সিংহাসনে বসেন। ভারতে পুনরায় আফগান প্রভুত্ব (দ্বিতীয় আফগান সাম্রাজ্য) স্থাপিত হয়।
- হুমায়ুনের পলায়ন কালে হিন্দু রাজা রাণা প্রসাদের রাজ্য অমরকোটে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে আকবর জন্মগ্রহণ করেন ।
- হুমায়ুন ১৫৫৫ ভারতে ফিরে এসে দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন ।

- ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে লাইব্রেরির সিঁড়ি থেকে পড়ে হুমায়ুনের মৃত্যু হয়।
- ফার্সি ভাষায় হুমায়ুনের জীবনী **'হুমায়ুননামা'** রচনা করেন হুমায়ুনের বোন গুলবদন বেগম ।
- হুমায়ুনের বিধবা পত্নী হাজি বেগম দিল্লিতে হুমায়ুন টম্ব (কবর) নির্মাণ করেন ।
- হুমায়ুন চিত্র কলার অনুরাগী ছিলেন। তাঁর দরবারে হুমায়ুন দুজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী আব্দুস সামাদ ও সইদ আলিকে ইরাণ বা পারস্য থেকে নিয়ে আসেন ।

শের শাহ (১৫৮০-১৫৪৫ খ্রিঃ)

- শের শাহের বাল্যকালের নাম ছিল ফরিদ খাঁ।
- তিনি শূর-বংশীয় আফগান ছিলেন।
- তাঁর পিতা হাসান খাঁ বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জায়গিরদার ছিলেন।
- একাকী একটি ব্যাঘ্র হত্যা করে তিনি শের খাঁ উপাধি লাভ করেন।
- বাংলায় সুলতান মামুদ শাহের সম্মিলিত বাহীনিকে তিনি সুরজগড়ের যুদ্ধে পরাজিত করে বিহারের স্বাধীন নরপতিতে পরিণত হন।
- ব্রহ্মজিৎ গৌড় তাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন।
- তাঁর আমলেই মালিক মহম্মদ জায়সী পদ্মাবৎ গ্রন্থটি লেখেন ।
- শাসনকার্যে তাঁকে সাহায্যে করার জন্য চারজন মন্ত্রী ছিলেন-'দেওয়ান-ই-উজিরাৎ', দেওয়ান-ই-আর্জ', 'দেওয়ান-ই-রিসালাৎ' ও 'দেওয়ান-ই-ইনসা'।
- 'দেওয়ান-ই-কাজি' বা প্রধান বিচারপতি ও 'দেওয়ান-ই-বারিদ' বা গুপ্তচর বিভাগের প্রধানের মর্যদা ছিল মন্ত্রী অনুরূপ।
- শাসনকার্যের সুবিধার জণ্য তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যেকে ৪৭টি 'সরকার'-এ এবং প্রত্যেকটি সরকারকে আবার কয়েকটি 'পরগনা'-য় বিভক্ত করেন।
- প্রত্যেক সরকারে একজন করে 'শিকদার-ই-শিকদারান' ও 'মুন্সেফ-ই-মিন্সেফন' থাকতেন।
- 'শিকদার-ই-শিকদারান'-এর দায়িত্ব ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিদ্রোহ দমন করা। 'মুন্সেফ-ই-মুন্সেফান' দেওয়ানি ও জমি জরিপ-সংক্রান্ত মামলার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।
- 'মুন্সেফ'রাজস্ব আদায়' বিচার ও জমি-সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা করতেন। 'আমিন' জমি জরিপ করতেন।
- 'কানুনগো' জমি জরিপ ও রাজস্বের হিসাব রাখতেন।
- 'কারকুন' ছিলেন করণিক।

- উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ (মতান্তরে এক-চতুর্থাংশ) রাজস্ব হিসেবে দিতে হত এবং তা শস্য বা নগদ অর্থে দেওয়া যেত।
- 'চৌধুরী', 'মুকাদ্দম', 'আমিন' প্রমুখ কর্মচারীরা কর আদায় করতেন।
- 'পাট্টা' ও 'কবুলিয়ৎ': প্রজার দেয় খাজনা ও তার স্বত্ব নিরূপণ করে সরকার থেকে প্রজাকে 'পাট্টা' নামে এক প্রকার দলিল দেওয়া হত।
- প্রজারাও নিজেদের স্বত্ব ও রাজস্ব আদায়ের শর্ত স্বীকার করে সরকারকে এক দলিল স্বাক্ষর করে দিত। তার নাম 'কবুলিয়ৎ'।
- ভূমিরাজস্ব ব্যতীত প্রত্যেক উৎপাদকদের আরও দুটি কর দিতে হত। জমি জরিপকারীর প্রাপ্য অর্থ হিসেবে 'জরিবানা' এবং কর-সংগ্রহকের প্রাপ্য বাবদ 'মহসিলানা'।
- তিনি 'রূপি' নামক রৌপ্যমুদ্রা ও 'দাম' নামক তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন করেন। তিনি স্বর্ণমুদ্রাও প্রবর্তন করেছিলেন।
- 'শিকদার-ই-শিকদারান' ও 'শিকদার'-দের উপর নিজ নিজ এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত ছিল।
- আলাউদ্দিনের মতো তিনি সেনাবাহিনীতে 'দাগ' ও 'হুলিয়া' এবং অশ্ব-চিহ্নিতকরণ-এর ব্যবস্থা করেন।
- পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও থেকে সিন্দু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ১৪০০ মাইল দীর্ঘ রাস্তাটি বর্তমানে 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' নামে পরিচিত, তিনি সংস্কার করেন ।
- তিনি ১৭০০-টি সরাইখানা নির্মাণ করেন
- সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আদান-প্রদানের জন্য তিনিই সর্বপ্রথম ঘোড়ার পিঠে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।
- প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার স্বার্থে তিনি ঝিলামের তীরে রোটাসগড় দুর্গ নির্মাণ করেন।
- দিল্লির 'পুরানা কিল্লা' ও দুর্গের অভ্যন্তরস্থ 'কিলা-ই-কুহনা' মসজিদ তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি।
- সাসারামে নির্মিত তাঁর সমাধি মন্দির তাঁর শিল্পকীর্তির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।
- ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে বুন্দেল খন্ডের কালিঞ্জর রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় এক বিস্ফোরণে শের শাহের মৃত্যু হয়।
- দীর্ঘ ১৫ বছর রাজ্যচ্যুত মোগল বাদশা হুমায়ুন ভারতে প্রবেশ করে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে লাহোর, দিল্লি আগ্রা জয় করেন এবং শেষ শূর বংশীয় সুলতান সিকান্দর শাহ শূরকে পরাজিত করে ভারতে মোগল শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিঃ)

- অমরকোটে হুমায়ুনের জ্যেষ্ঠপুত্র আকবরের জন্ম হয় (১৫৪২ খ্রিঃ)।
- আকবরের পুরো নাম ছিল আবুল ফত জালাল উদ্দিন মহম্মদ আকবর ।
- ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসন দখলের পর হুমায়ুন নাবালক আকবরকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং বৈরাম খাঁ নামক জনৈক অভিজ্ঞ রাজকর্মচারী তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন।
- ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি বৈরাম খাঁ তেরো বছর বর্ষীয় বালক আকবরকে পাঞ্জাবে দিল্লির বাদশা বলে ঘোষণা করেন।

- **পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ)**- হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুতে শেরশাহের শূর বংশের সুলতান আদিল শাহ শূরি তাঁর হিন্দু সেনাপতি হিমুকে দিল্লি অভিযানে পাঠান।
- হিমু আগ্রা ও দিল্লি জয় করে তিনি নিজেকে স্বাধীন নরপতিরূপে ঘোষণা করেন এবং 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেন।
- এমতাবস্থায় বৈরাম খাঁ ও আকবর হিমুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমু পরাস্ত হয় ও নিহত হন । এই যুদ্ধের ফলে মোগল সাম্রাজ্যের যথার্থ ভিত্তি রচিত হয় ।
- পরবর্তীকালে আকবর বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্ব ,ঔদ্ধত্য ও ক্ষমতার অপব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করে মক্কা যাওয়ার নির্দেশ দেন ।মক্কা যাওয়ার পথে বৈরাম খাঁ এক আততায়ীর হাতে নিহত হন (১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে)।
- এর পরও কিছুদিন আকবর ধাত্রীমাতা মহাম আনগার প্রভাবাধীন হয়ে কিছু সময় রাজত্ব করেন ।
- অবশেষে ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বহস্তে সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন।
- ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে অম্বর-এর রাজা বিহারীমল নিজ কন্যার সঙ্গে আকবরের বিবাহ দিয়ে মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং বিনিময়ে তাঁর পুত্র ভগবানদাস ও পৌত্র মানসিংহ মোগল দরবারে উচ্চ রাজপদ লাভ করেন। বিহারীমলের এর কন্যাই ছিলেন জাহাঙ্গীরের মাতা।
- ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর অবরোধ করেন। প্রাণপণ যুদ্ধের পর দুর্গরক্ষা অসম্ভব জেনে নিজ সম্মান রক্ষার্থে রাজপুত রমণীগণ 'জহরব্রত' পালন করে অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দেন।
- **হলদিঘাটের যুদ্ধ:** ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মেবারের শিশোদিয়া বংশের রাণা প্রতাপ আকবরের বশ্যতা স্বীকার না করলে আকবর মানসিংহ ও আসফ খাঁকে রাণাপ্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠান । হলদিঘাটের প্রান্তরে রাণা প্রতাপ পরাজিত অসীম বিরত্বের সাথে যুদ্ধ করেও পরাজিত হয় । প্রিয় ঘোড়া চৈতকের পিঠে চড়ে রাণা প্রতাপ জঙ্গলে আশ্রয় নেয় ।

- **রাজমহলের যুদ্ধ:** বাংলার আফগান নায়ক সুলেমান কররানীর পুত্র দাউদ কররানী বা দাউদ খাঁ মোগল প্রভুত্ব অস্বীকার করলে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে আকবর বাংলা দখল করেন।
- উল্লেখ্য ,শূর বংশের পতনের পর বাংলায় কররানী বংশের প্রতিষ্ঠা হয় (১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ)।এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাজ কররানী ।
- এ সত্ত্বের বাংলায় মোগল আধিপত্য সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় নি, কারণ 'বারো ভুঁইয়া' নামে পরিচিত বাংলার কয়েকজন প্রভাবশালী হিন্দু-মুসলিম জমিদার দীর্ঘদিন ধরে মোগলদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।
- অবশেষে মানসিংহের চেষ্টায় বাংলায় মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে আসিরগড় দুর্গ দখল করেন। এটিই তাঁর শেষ অভিযান।
- মোট ১৮টি 'সুবা'-য় বিভক্ত আকবারের সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণ গোদাবরী এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র প্রর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
- ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হয় ।
- আকবর ছিলেন একমাত্র মোগল বাদশা যিনি নিরক্ষর ছিলেন ।

আকবরের শাসব্যবস্থা

- সম্রাটের পরেই ছিলেন 'ভকিল' বা প্রধানমন্ত্রী।
- 'দেওয়ান' বা অর্থমন্ত্রী রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।
- 'মির বকসি' ছিলেন সমরিক বিভাগের প্রধান।
- 'সদর-উস-সুদূর' ছিলেন ধর্ম, দাতব্য প্রতিষ্ঠিত ও দান ভিভাগের অধিকর্তা।
- 'কাজি-উল-কাজাৎ' বা প্রধান কাজি ছিলেন সম্রাটের অধীনে প্রধান বিচারক।
- 'মুহতসিব' ছিলেন জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিকতা প্রচারের ভারপ্রাপ্ত।
- রাজস্ব সংস্কার বিষয়ে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা টোডরমল ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজস্ব সংগ্রহের নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং এই ব্যবস্থা 'টোডরমল ব্যবস্থা' হিসেবে পরিচিত।
- এই ব্যবস্থার ফলে জমি জরিপ করে জমি গুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন যথা - পোলজ (উর্বর জমি) ,পরোটি (বছরে কিছু সময় চাষের উপযোগী থাকতনা), চাচর (যে জমি তিন চার বছর পতিত থাকত) ,বাওনজর (যে জমি চাষের অনুপোযোগী)

- মোগল আমলে সামরিক ও বেসামরিক শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল আকবর-প্রবর্তিত মনসবদারি প্রথা। এই প্রথা অনুসারে সাম্রাজ্যের সকল পদস্থ কর্মচারী বেসামরিক কাজকর্মের সঙ্গে সামরিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য ছিলেন।
- 'মনসব' কথাটির অর্থ হল 'পদমর্যদা'। যিনি এই পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন তাঁকে বলা হত 'মনসবদার'।
- পদমর্যাদা অ দায়িত্ব অনুসারে মনসবদাররা তেত্রিশটি স্তরে বিভক্ত ছিলেন। তাঁরা ১০ থেকে ৫ হাজার পর্যন্ত যে কোনও পরিমাণ সৈন্যের মনসবদার হতে পারতেন।
- রাজপরিবারের লোকেরা ১০ হাজার পর্যন্ত মনসব পেতেন। উত্তরাধিকার-সুত্রে কেউ মনসবদারি পেতেন না-কর্মনিপুণতার মাধ্যমে তা অর্জন করতে হত।
- মনসবদারি প্রথা আকবর মঙ্গোলিয়ার অনুকরণে চালু করেছিল ।
- শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে পনেরোটি (মতান্তের ১২টি) 'সুবা' বা প্রদেশ-এ বিভক্ত করেন।
- কৃষকরা শস্যের বদলে নগদে খাজনা দিতে পারত । টোডরমলের এই ব্যবস্থা কে দহশালা পদ্ধতি বলা হত ।
- রাজস্ব নির্ধারণের জন্য গল্লাবক্স ও নস্ক প্রথারও প্রচলন ছিল ।
- আকবরের শাসনভুক্ত অঞ্চল দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল ।যথা খালিসা (সম্রাটের নিজস্ব অঞ্চল) ও জায়গির
- নিজ বংশধারা ও মাতা হামিদা বানু বেগম এবং কাবুলে অবস্থানকালে সুফি পন্ডিতদের সংস্পর্শ ও গৃহশিক্ষক আবদুল লতিফ-এর প্রভাব তাঁর মনে উদারতার বীজ বপন করে।
- রাজপুত মহিষীদের প্রভাব এবং শেখ মুবারক ও তাঁর পুত্র ফৈজি ও আবুল ফজল-এর সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।
- আকবর জিজিয়া কর ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে বিলুপ্ত করেন ।
- আকবর ফতেপুর সিক্রী শহরটি নির্মাণ করেন এবং রাজধানী আগ্রা থেকে সরিয়ে আনেন ফতেপুর সিক্রীতে ।
- পরে ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে আকবর রাজধানী লাহোরে স্থানান্তরিত করেন ।
- ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে আকবর গুজরাট বিজয়ের স্মৃতিতে ফতেপুর সিক্রিতে বুলন্দ দরোয়াজা নির্মাণ করেন ।
- ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে ফতেপুর সিক্রিতে তিনি 'ইবাদৎখানা' নির্মাণ করে ধর্ম ও দর্শনের মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনায় জন্য সবরকম ব্যবস্থা করেন।
- আকবর প্রয়াগের নাম পরিবর্তন করে এলাহাবাদ রাখেন ।

- ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফতেপুর সিক্রির মসজিদের ইমামকে সরিয়ে দিয়ে নিজে উপাসনা পরিচালনা করতে শুরু করেন এবং এক 'মাজাহার' বা 'নির্দেশনামা' জারি করে বলেন যে, তিনিই হলেন 'ইমাম-ই-আদিল' অর্থাৎ ইসলামিক আইনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকার এবং সাম্রাজ্যের সর্বপ্রকার জাগতিক ও ধর্মীয় বিষয়ের প্রধান।
- ডঃ স্মিথ এই ঘোষণাপত্রটিকে 'অভ্রান্ত নির্দেশনামা' বলে অভিহিত করেছেন।
- ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে ধর্মচিন্তার বিবর্তনে তিনি শেষ স্তরে উপনীত হয়ে 'দীন-ই-ইলাহী' নামে এক নতুন একেশ্বরবাদী ধর্মমতের প্রবর্তন করলেন।
- কেবলমাত্র আঠারো জন বিশিষ্ট মুসলিম ও একজন বিশিষ্ট হিন্দু বীরবল এই ধর্মমত গ্রহণ করেন এবং আকবরের মৃত্যুর সঙ্গেই এই ধর্মমতের সমাধি রচিত হয়।
- বীরবলের প্রকৃত নাম ছিল মহেশ দাস ।
- তাঁর আদর্শ ছিল 'সুল-ই-কুল' বা সকল ধর্মের সার-সমন্বয় করে একটি জাতীয় ধর্ম গড়ে তোলা।
- আকবর শিখ গুরু রামসিংহ কে অমৃতসরে স্বর্ণমন্দির নির্মাণের জন্য জমি দান করেছিলেন ।

আকবরের রাজসভা

- 'আকবরনামা' ও 'আইন-ই-আকবীর' গ্রন্থের রচিয়তা ঐতিহাসিক আবুল ফজল ও তবকৎ-ই-আকবরী' প্রণেতা নিজামউদ্দিন, 'মুন্তাখাব-উল-তারিখ' গ্রন্থের রচিয়তা বদাউনি, কবি ফৈজী ও জালালউদ্দিন উরফি, হাস্যরসিক বীরবল, সংগীতজ্ঞ তানসের ও বজবাহাদুর, চিত্রকর সৈয়দ আলি ও আবদুস সামাদ, হস্তলিপিশিল্পী মহম্মদ হুসেন ও আবদুর রহিম তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন।
- এইসব জ্ঞানী ব্যক্তিরা 'নবরত্ন' বা 'নওরতন' নামে পরিচিত ছিলেন।
- 'রামচরিত মানস' রচয়িত বিখ্যাত হিন্দি কবি তুলসীদাস এবং হিন্দি গীতিকাব্য সুরসাগর-এর স্রষ্টা ভক্তকবি সুরদাস এই যুগেই খ্যাতিলাভ করেন।
- আবুল ফজল মহাভারত ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করে রাজম নমহ নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন ।আবুল ফজল ভাষ্করাচার্যের গণিতের উপর লিখিত গ্রন্থ লীলাবতীও ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করে ছিলেন ।
- আবুল ফজল পরবর্তী কালে রাজকুমার সেলিম বা জাহাঙ্গীরের নির্দেশে খুন হন ।
- ফতেপুর সিক্রি, সেলিম চিস্তির সমাধি, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, বুলন্দ দরওয়াজা মোগল শিল্পের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।
- আকবর আগ্রা ফোর্টের নির্মাণ শুরু করেছিলেন ।
- চিত্রশিল্পের প্রসারের জন্য তিনি আবদুস সামাদ-এর নেতৃত্বে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপন করেন।
- হিন্দু শিল্পীদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন তারাচাঁদ, জগন্নাথ, যশোবন্ত প্রমুখ।

- গোয়ালিয়রের মিঞা তানসেন ছিলেন তাঁর দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ।
- তানসেনের বাবা মুকুন্দ মিস্ত্র (মুকুন্দপাঁড়ে) তানসেনের নাম রেখে ছিল রামতনু মিস্ত্র মতান্তরে রামতনু পাঁড়ে।
- বৌজু বাওরা ,বাবা রামদাস ,সুরদাস সেই যুগে বিশিষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন ।
- রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল ভগবৎপুরাণ ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন ।আকবর রাজা টোডরমলকে দিওয়ান ই আসরাফ উপাধি দিয়েছিলেন ।
- আকবরের আর এক সভাসদ ও বৈরাম খাঁর পুত্র রহিম খান খানন বাবরের আত্মজীবনী তুজক ই বাবরী ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করে বাবরনামা নামে গ্রন্থটি রচনা করেন ।
- ঐতিহাসিক বদাউনি লিখেছিলেন মন্তাকাব উল তোয়ারিখ গ্রন্থটি ।
- আকবর ঝারোখা ই দর্শন নামক এক প্রথার প্রচলন করেন ।এই প্রথামেনে তিনি প্রতিদিন সকালে পূর্বদিকের বারান্দায় সবাইকে দর্শন দিতেন ।
- ইংরেজ পরিব্রাজক রেলফ ফিচ এসেছিলেন আকবরের আমলে।

জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭ খ্রিঃ)

- আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম 'নূরউদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজি' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন।
- আনারকলী সেলিম বা জাহাঙ্গীরের প্রেমিকা ছিলেন ।
- ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিসাকে বিবাহ করেন ও তাঁর নাম দেন 'নূরজাহান' বা জগতের আলো।
- নূরজাহানের পিতা মির্জা গিয়াস বেগ ছিলেন একজন ভাগ্যান্বেষী পারসিক।
- তিনি তাঁর পত্নী নূরজাহান-এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। নানা গুণসম্পন্না হলেও প্রভুত্বলোভী ও প্রতিহিংসাপরায়ণা এই নারীকে কেন্দ্র করে দরবারে 'নূরজাহান চক্র' বলে একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।
- নূরজাহানের নামাঙ্কিত মুদ্রাও প্রচলিত হয়
- জাহাঙ্গীর শিখগুরু অর্জুন-কে হত্যা করে (১৬০৬ খ্রিঃ)।
- তিনি প্রজাদের অভিযোগ শোনার জন্য 'জঞ্জির ইল আদল' নামক একটি সোনার শিকল আগ্রার দুর্গ থেকে যমুনার তীর পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন ।

- তুর্কি ভাষায় রচিত তাঁর আত্মাজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'।
- জগন্নাথ, জনার্দন ভট্ট প্রমুখ সংগীতজ্ঞ তাঁর দরবারে উপস্থিত থাকতেন।
- জাহাঙ্গীরের আমলে মুঘল চিত্রশিল্প চরম উৎকর্ষে পৌঁছে ছিল ।
- তাঁর দরবারে যে সব বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন তাঁদের মধ্যে ফারুক বেগ, মহম্মদ নাদির, মহম্মদ মুরাদ, বিষেণ দাশ(Master of Portraits), কেশব ও মনোহর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন।
- তাঁর আমলে আকবরের সমাধি, ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধি, বহু মসজিদ ও উদ্যান নির্মিত হয়। মুদ্রাশিল্পের ইতিহাসেও তাঁর রাজত্বকাল স্মরণীয়।
- লাহোরের মোতি মসজিদ ,কাশ্মীরের শালিমার উদ্যান জাহাঙ্গীর নির্মাণ করেন ।

জাহাঙ্গীর ও ইউরোপীয় বণিকরা

- জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতি ভারতে আসে। তারা মোগল সম্রাটের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে যত্নবান ছিল।
- ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য ইংল্যান্ডে-রাজ প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র-সহ ক্যাপ্টেন হকিন্স জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন।
- ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম জেমসের দূত হিসেবে স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীদের দরবারে আসেন এবং তিনি কিছু বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ে সক্ষম হন। তিনি সুরাটে ইংরেজদের ফ্যাক্টরি নির্মাণের অনুমতি দেন ।
- ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হলে তাঁকে লাহোরে কবরস্থ করা হয় ।

শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি)

- জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পুত্র খুররম 'আবুল মুজফফর মহম্মদ শাহজাহান বাদশাহ গাজি' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন।
- শাহাজাহানের মাতা জগৎ গোসাই ছিলেন রাজপুত হিন্দু মহিলা ।
- শাহজাহানের রাজত্বকাল মোগল স্থাপত্যকলার ইতিহাসে সুবর্ণ যুগ।
- আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত সৌধগুলিতে লাল প্রস্তর ব্যবহৃত হত, কিন্তু শাহজাহানের আমলে সর্বত্র মর্মর প্রস্তর ব্যবহৃত হয়।

- দিল্লির লালকেল্লা, লাল কেল্লার ভিতর দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস এবং সাদা মার্বেলের আগ্রার মতি মসজিদ, লাল পাথরের জামা মসজিদ, খাসমহল, শিশমহলের গঠন-নৈপুণ্য, শিল্পরীতি ও অলঙ্করণ সত্যিই বিস্ময়কর।
- তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল পত্নী মমতাজমহল-এর স্মৃতিসৌধ শ্বেতমর্মরে তৈরি আগ্রার 'তাজমহল'।
- মমতাজমহলের প্রকৃত নাম ছিল আর্জুমন্দ বানু বেগম ।
- তাজমহল নির্মাণে প্রধান শিল্পী ছিলেন ওস্তাদ ইশা , মুহম্মদ এফেন্দি ও ইসমাইল খান ।
- তাজমহল নির্মাণ করতে ২২ বছর সময় লেগেছিল
- আট কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি মণিমুক্তা-খচিত তাঁর ময়ূর সিংহাসন-টি এক অদ্ভূত সৃষ্টি।
- ময়ূর সিংহাসন-টি গড়ে তোলেন শিল্পী বেবাদল খাঁ। ময়ূর সিংহাসন ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে নাদীর শাহ লুঠ করে নিয়ে যায় ।
- এই যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী নাদির সমরকান্দি তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন।
- 'গঙ্গাধর' ও 'গঙ্গা লহরী' কাব্যরচয়িতা জগন্নাথ পণ্ডিত, 'পাদশাহনামা' রচয়িতা আবদুল হামিদ লাহোরি এবং সংগীতজ্ঞ সুখসেন ও জগন্নাথ তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন।
- শাহাজাহানের জৈষ্ঠ পুত্র দারা শিকো ছিলেন একজন পন্ডিত ব্যক্তি ।তিনি ভাগবৎ গীতা ,উপনিষদ ,অথর্ব বেদ ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন ।
- শাহাজাহানের আমলে ফরাসি পরিব্রাজক বার্নিয়ার ,টেভার্নিয়ার ;ইটালির পর্যটক মানুচি ও পিটার মুন্ডি ভারতে আসেন ।

Zero-Sum
you win or you lose

Zero-Sum is an Edu-Tech start up operating from a remote countryside and connecting millions to help them achieve their dreams

উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ

- তাঁর জীবিত অবস্থাতেই তাঁর চারপুত্র-দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।
- ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি রাজধানীতে উপস্থিত দারা-কে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।
- সামুগড়ের যুদ্ধে (১৬৫৮ খ্রিঃ) ঔরঙ্গজেবের কাছে দারার সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। ঔরঙ্গজেব আগ্রা অধিকার করে বৃদ্ধি পিতাকে বন্দী করেন।
- ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ঔরাঙ্গজেবের অভিষেক সম্পন্ন হয় এবং তিনি 'আলমগির পাদশাহ গাজি' উপাধি ধারন করেন।
- দীর্ঘ আট বছর বন্দীদশার পর ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে বৃদ্ধি শাহজাহান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ঔরঙ্গজেব

- ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শিখগুরু নির্বাচনে তাঁর হস্তক্ষেপ এবং নবম গুরু তেগাবাহাদুর-এর প্রাণদন্ড ৯১৬৭৫ খ্রিঃ) শিখদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার করে।
- দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখদের নিয়ে শক্তিশালী 'খালসা' বাহিনী গঠন করে মোগলদের বিরুদ্ধে এক দুর্জয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।
- তিনি হিন্দুদের উপর 'জিজিয়া' ও মুসলিমদের উপর 'জাকাৎ' পুনঃপ্রবর্তন করেন।
- শেখ নিজামি নামে জনৈক পন্ডিত ব্যক্তির সহযোগিতায় তিনি 'ফতোয়া-ই-আলমগিরি' নামে মুসলিম আইনের এক মূল্যবান সংকলন রচিত করেন।

Zero-Sum
you win or you lose

ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি

- সম্রাট ঔরঙ্গজেব ব্যক্তিগত জীবনে একজন নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান ছিলেন এবং শরিয়ত-এর বিধান অনুসারে নিজে অতি সংযমী ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন।
- তিনি নিজেকে 'গাজি' বা ধর্মযোদ্ধা বলে অভিহিত করতেন।
- তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা দেখে সমকালীন সুন্নি মুসলিমরা তাঁকে 'জিন্দাপির' বা জীবন্ত সাধু বলে মনে করতেন।
- কোরান ও শরিয়ত-বিরোধী বলে তিনি দরবারে পারসিক 'নওরোজ' বা বসন্তোৎসব ,জন্মদিনে সম্রাটকে সোনা ও রূপা দিয়ে ওজন করা, 'ঝরোখা দর্শন' ও নৃত্য-গীত বন্ধ করে দেন।

- ঔরঙ্গজেব-কল্পিত ঐস্লামিক রাষ্ট্রে হিন্দুদের বসবাসের অধিকার ছিল না। তারা ছিল 'জিম্মি' বা দ্বিতীয় শ্রেণির বিধর্মী নাগরিক।
- তাঁর আমলে শিখ জাঠ বুন্দেলা সৎনামী বিদ্রোহ শুরু হয় ।
- তিনি হিন্দুদের হোলি, দেওয়ালি, ধর্মমেলা, যাত্রা, সতীদাহ প্রভৃতি বন্ধ করে দেন।
- তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার মুসলিম আইনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ফতোয়া-ই-আলমগিরি' সংকলিত হয়।
- ঔরঙ্গজেব মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে তাঁর স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'বিবি কা মকবারা' নামক স্থাপত্য শিল্পটি গড়ে তোলেন ।
- ঔরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খান কে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন ।
- ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে আহম্মেদ নগরে ঔরঙ্গজেব প্রয়াত হন ।

পরবর্তী মোগল সাম্রাজ্য:

- ঔরঙ্গজেবের পর মোট ১১ জন বাদশা সিংহাসনে বসেন ।
- ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর প্রথম বাহাদুর শাহ সিংহাসনে বসেন ।

প্রথম বাহাদুর শাহ

- প্রথম বাহাদুর শাহ ছিলেন একমাত্র মুঘল বাদশা যিনি সৈয়দ পদবি গ্রহণ করেন । কারণ মাতুতালয়ের দিকথেকে তিনি ছিলেন হজরৎ মহম্মদের বংশধর ।
- ঐতিহাসিক কাফি খান প্রথম বাহাদুর শাহকে 'শাহ ই বেখবর' উপাধি দেন ।

ফারুখশিয়র

- ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ফারুখশিয়র ইংরেজ কোম্পানির অনুকূলে এক ফরমান জারি করেন। এই ফরমান ফারুখশিয়রের ফরমান নামে পরিচিত, এই ফরমান অনুসারে কোম্পানি বার্ষিক ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার পায়।
- তিনি শিখ নেতা বান্দা বাহাদুরকে হত্যা করেছিলেন ।

মহম্মদ শাহ রঙ্গিলা

- মহম্মদ শাহ রা আসল নাম ছিল রোশন আখতার । রঙ্গিলা তাঁর ছদ্ম নাম ছিল ।
- তিনি একজন কথক শিল্পী ছিলেন ।
- তাঁর আমলে পারস্যের অধিপতি নাদির শাহ ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন ।
- কর্ণালের যুদ্ধ : ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ নাদির শাহর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার শর্তে সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য হন।
- নাদির শাহ শাহজাহানের বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন ও কোহিনুর মণি, প্রায় ১৫ কোটি মুদ্রা, প্রচুর মণি-মাণিক্য, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ সহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

Zero-Sum

আহম্মদ শাহ

- **আফগানিস্তানের অধিপতি আহম্মদ শাহ আবদালি ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন ।**
- ১৭৪৮-১৭৬৭ খ্রিঃ -পর্যন্ত আবদালি ৮ বার ভারত আক্রমণ করেন ফলে মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

শাহ আলম II

- **বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিমের পক্ষনিয়ে ইংরেজ দের বিরুদ্ধে লড়ে ছিলেন** ।
- **১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের তিনি বাংলা,বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী কোম্পানীকে দেন অর্থাৎ এই তিন প্রদেশের রাজস্ব সংগ্রহের ভার কোম্পানীর অধিকারে চলে আসে।**

দ্বিতীয় আকবর

- **তিনি রাজা রাম মোহন রায়কে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন ।**

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর

- **মোগল বংশের শেষ সম্রাট ।**
- **জাফর ছদ্মনামে উর্দু ভাষায় গজল লিখতেন**
- সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতীয় সিপাহীদের পক্ষ নিয়েছিলেন
- ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে রেঙ্গুনে মারা যান ।

Zero-Sum
you win or you lose

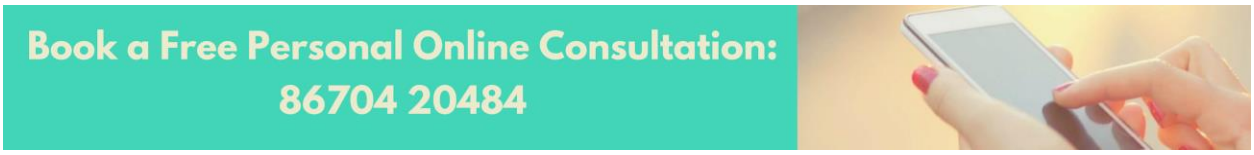

মারাঠা **শক্তির অভ্যুত্থান**

শিবাজী

- ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৬৩০ খ্রিঃ) শিবন-এর গিরিদুর্গে **শিবাজী**র জন্ম হয়।
- **শিবাজী মারাঠা ভোঁসলে পরিবার জাত** ।
- তাঁর পিতা শাহজি ভোঁসলে আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে পুনার জায়গিরদার ছিলেন।
- শিশু **শিবাজী** ও তাঁর মাতা জিজাবাঈ, দাদাজি কোণ্ডদেব নামে জনৈক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের অভিভাবকত্বাধীনে পুনায় বসবাস করতে থাকেন।
- শিবাজী সুফি সন্ত পীর ইয়াকুব ,গুরু রামদাস তুকারাম , হজরত বাবা রত্নগিরীর দের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন ।
- শিবাজীকে দমনের জন্য ঔরঙ্গজেব বিজাপুর সুলতান আফজল খাঁ-র নেতৃত্বে এক বিরাট সেনাবাহিনী পাঠান (১৬৫৯ খ্রিঃ)।
- দীর্ঘদেহী আফজল খাঁ খর্বকায় রুগ্ন শিবাজিকে আলিঙ্গনের ছলে হত্যার চেষ্টা করলে শিবাজি 'বাঘনখ' দ্বারা তাঁকে হত্যা করেন।
- শিবাজী ও শিশুপত্র শম্ভুজি-সহ আগ্রায় যান (১৬৬৬খ্রিঃ) দরবারে তাঁকে উপযুক্ত সম্মান না দেওয়ায় তিনি প্রতিবাদ করলে ঔরঙ্গজেব তাঁকে আগ্রা দুর্গে নজরবন্দী করে রাখেন। পরে তিনি শিশু পুত্র সহ সেখান থেকে গোপনে পলায়ন করেন ।
- তাঁকে কোনোভাবেই পরাজিত করা সম্ভব নয় দেখে ঔরঙ্গজেব তাঁকে 'রাজা' বলে স্বীকার করেন এবং জায়গির হিসেবে বেরার দান করেন।
- ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শিবাজি মোগলদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করেন। পুরন্দরের সন্ধির শর্ত হিসেবে যে ২৩টি দুর্গ তিনি মোগলদের ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেগুলি একে একে তিনি পুনরুদ্ধার করেন।
- ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'ছত্রপতি' ও গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক' উপাধি ধারণ করে রায়গড় দুর্গে মহাসমারোহে তিনি নিজ অভিষেক সম্পন্ন করেন।

- তিনি 'হিন্দুধর্মের রক্ষাকারী' (Haindava Dharmodharak-Protector of Hinduism).এই উপাধিও তিনি গ্রহণ করেছিলেন ।
- ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল, তিপ্পান্ন বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।
- **শিবাজী গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন** ।

- মারাঠা রাজ্য দু'ধরনের অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল-স্বরাজ্য ও মুলকাগিরি।
- শাসনব্যবস্থায় তিনিই সর্বেসর্বা ছিলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য 'অষ্টপ্রধান' বা আটজন মন্ত্রী গঠিত একটি পরিষদ ছিল।
- পেশোয়া (প্রধানমন্ত্রী) ছাড়াও তাঁর রাজ্যে চিটনিস, পটমিস, মজুমদার প্রভৃতি কর্মচারী ছিল।
- সুশাসন এবং রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার জন্য শিবাজি তাঁর সমগ্র রাজ্য-কে তিনটি 'প্রান্ত' বা প্রদেশ-এ বিভক্ত করেন।
- প্রত্যেক প্রান্তে একজন করে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত ছিলেন। তাঁকে বলা হত 'মামলাতদার'
- প্রত্যেকটি 'প্রান্ত' আবার কয়েকটি 'পরগনা' বা 'তরফ'-এ বিভক্ত ছিল।
- 'তরফ'-এর শাসনকর্তাকে বলা হত 'হাবিলদার' বা 'কারকুন'।
- কয়েকটি গ্রামের শাসনকার্য পরিদর্শনের জন্য 'দেশপান্ডে' ও 'দেশমুখ' নামে দু'জন কর্মচারী থাকতেন।
- দু'ধরনের কর আদায় করতেন-'মহাতরফা' ও 'জাকাৎ'।
- বণিকদের কাছ থেকে 'মহাতরফা' আদায় করা হত এবং বাজারে প্রতিটি জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় থেকে আদায় করা হত 'জাকাৎ।
- নিজের রাজ্য ছাড়াও তিনি পার্শ্ববর্তী বিজাপুর ও মোগল-অধিকৃত অঞ্চল থেকেও 'চৌথ' (ফসলের এক-চতুর্থাংশ) এবং 'সরদেশমুখি' (ফসলের এক-দশমাংশ) নামে দুই প্রকারের কর আদায় করতেন।
- ফৌজদারি বিচারের ভার ছিল গ্রামপ্রধান বা প্যাটেল-এর উপর।
- আপিলের বিচার করতেন 'ন্যায়াধীশ'। 'হাজির মজলিস' নামক বিচারালয় ছিল চূড়ান্ত আপিল আদালত।
- তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী 'বারগিক'(বর্গী) ও 'শিলাদার' নামে দুইভাগে বিভক্ত ছিল। 'বারগির'-দের সরকার থেকে অস্ত্র, পোশাক ও অশ্ব দেওয়া হত। 'শিলাদার'-রা নিজ দায়িত্বে সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করত।

পেশোয়াতন্ত্র

- শিবাজীর মৃত্যুর পর শিবাজীর বংশধরদের মধ্যে গৃহবিবাদ লেগে যায় ।
- শিবাজীর পর মারাঠা সিংহাসনে যথাক্রমে বসেন তাঁর দুই পুত্র শম্ভুজী ও রাজারাম ।
- **রাজারামের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় শিবাজী** ।
- শম্ভুজীর পুত্র শাহু বালাজী বিশ্বনাথ নামক এক ব্রাহ্মণ কূটনীতিকের সাহায্যে দ্বিতীয় শিবাজীকে পরাজিত করে সিংহাসনে বসেন ।
- **রাজা শাহু বালাজী বিশ্বনাথকে পেশোয়া পদে নিযুক্ত করেন । শাহুর অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে পেশোয়া মূল ক্ষমতাশালী ও বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে এবং পেশোয়াতন্ত্রের সৃষ্টি হয় ।**

বালাজি বিশ্বনাথ (১৭১৩-১৭২০ খ্রিঃ)

- কোঙ্কনের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-বংশীয় সন্তান বালাজি বিশ্বনাথ তাঁর 'পেশোয়া' বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন (১৭১৩ খ্রিঃ)। **এ সময় থেকে 'পেশোয়া'-ই প্রকৃতপক্ষে মারাঠা রাজ্যের প্রধান শাসকে পরিণত হন এবং 'পেশোয়া' পদ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে।**
- নানা সাহেব ও চাপেকার ভাতৃদ্বয় তাঁর বংশের ছিলেন ।

প্রথম বাজিরাও (১৭২০-১৭৪০ খ্রিঃ)

- ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে পেশোয়া বালাজি বিশ্বনাথের মৃত্যু হলে তাঁর উনিশ বছর বয়স্ক পুত্র প্রথম বাজিরাও 'পেশোয়া' পদ লাভ করেন।
- **ঐতিহাসিক গ্রান্ট ডাফ তাঁকে 'মারাঠা জাতির নেপোলিয়ন' বলে অভিহিত করেছেন।**
- **শিবাজির পরেই তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ গেরিলা যুদ্ধবিশারদ।**
- **হিন্দু-রাজন্যবর্গের সাহায্য লাভের আশায় তিনি 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহি' বা মারাঠা নেতৃত্বে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ ঘোষণা করেন।**
- তাঁকে 'মারাঠা সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা' বলা হয় ।

zero-sum
you win or you lose

বালাজি বাজিরাও (১৭৪০-১৭৬১ খ্রিঃ)

- প্রথম বাজিরাও—এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বালাজি বাজিরাও বা দ্বিতীয় বাজিরাও মাত্র আঠারো বছর বয়সে পেশোয়া পদ লাভ করেন।
- **বালাজি বাজিরাও 'হিন্দু-পাদ-পাসশাহি' নীতি ত্যাগ করে হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।**
- তাঁর আমলে যুদ্ধের গেরিলা পদ্ধতিও পরিত্যাক্ত হয়।
- **তিনি নানা সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন ।**
- তিনি বাংলা আক্রমণ করে নবাব আলিবর্দি খাঁকে চৌথ দিতে বাধ্য করেন ।
- **বাংলায় তখন মারাঠারা সেনারা বর্গী নামে কুখ্যাত ছিল ।**
- তাঁর আমলে মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তার ঘটেছিল এবং তাঁরই আমলেই এই সাম্রাজ্যের চরম বিপর্যয় ঘটেছিল ।

- **পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ - ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি** পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আফগানিস্তানের সম্রাট **আহম্মদ শাহ আবদালির নিকট মারাঠারা পরাজিত** হন।সেই সময় মারাঠাদের নেতৃত্বে ছিলেন সদাশিব রাও ও বিশ্বাস রাও ।
- পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে পেশোয়া বালাজি বাজিরাও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (২৩শে জুন, ১৭৬১ খ্রিঃ)।
- পরবর্তী পেশোয়া প্রথম মাধব রাও (১৭৬১-১৭৭২ খ্রিঃ)-এর নেতৃত্বে মারাঠাদের লুপ্ত গৌরব বহুলাংশে পুনরুদ্ধার হয় এবং এই সময় মারাঠা শক্তি উত্তর ভারতে আবার দুর্বার হয়ে ওঠে।
- **পরবর্তীকালে নানা ফড়নবিশ নামে এক প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণের সহয়তায় মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়া বলে স্বীকার করা হয়** ।
- নানা ফড়নবিশের প্রকৃত নাম ছিল বালাজী জনার্দন ভানু **।তিনি মারাঠা ম্যাকিয়াভ্যালি নামে খ্যাত ছিলেন** ।

- **প্রথম ইংরেজ -মারাঠা যুদ্ধ-(১৭৭৫ -১৭৮২):**
- **পুরন্দরের সন্ধি-** বাংলার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এবং মারাঠা দের মধ্যে **১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত সন্ধি ।**
- **সলবাইয়ের সন্ধি- ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে এই সন্ধির মাধ্যমে প্রথম ইংরেজ মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটে ।মারাঠারা এই যুদ্ধে জয় লাভ করে** ।

- **দ্বিতীয় ইংরেজ -মারাঠা যুদ্ধ(১৮০৩-১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ):**
- **বেসিনের সন্ধি :** দ্বিতীয় ইংরেজ -মারাঠা যুদ্ধের এক বছর আগে **অর্থাৎ ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে** বাংলার গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির সাথে মারাঠাদের বেসিনের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় ।
- **দেওগাঁও সন্ধি -১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলির নেতৃত্বে ইংরেজরা মারাঠাদের দেওগাঁও সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য করেন ।**
- **তৃতীয় ইংরেজ -মারাঠা যুদ্ধ(১৮১৭-১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ):** এই যুদ্ধে মারাঠারা আবার পরাজিত হয় ।তখন ইংরেজদের নেতৃত্বে ছিলেন **লর্ড হেস্টিংস।**

mail us: contact@zerosum.in

শিখদের উত্থান

- **গুরু নানক :** মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলনের কালে একেশ্বরবাদের উপর ভিক্তি করে গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রিঃ) **শিখ ধর্মের প্রবর্তন করেন।**
- **গুরু অঙ্গদ:** গুরু নানক গুরু অঙ্গদ (১৫৩৮-১৫৫২ খ্রিঃ)-কে পরবর্তী গুরু বলে মনোনীত করে যান।
- ✓ অঙ্গদ শিখদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্প্রদায়ে পরিণত করে।
- ✓ **তাঁকে গুরুমুখি বর্ণমালা-র স্রষ্টা বলা হয়।**

- **গুরু রামদাস:গুরু রামদাস মোগল সম্রাট আকবরের সংস্পর্শে আসেন।**
- ✓ ধর্মতত্ত্বে তাঁর গভীরতা, ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রতায় মুগ্ধ হয়ে আকবর অমৃতসরের একটি পুষ্করিণী-সহ কিছু জমি তাঁকে দান করেন।
- ✓ **রামদাস এইস্থানে অমৃতসরের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির-টি তৈরি করেন।**

- **গুরু অর্জন** : গুরু অর্জন (১৫৮১-১৬০৬ খ্রিঃ) ছিলেন রামদাসের পুত্র এবং এই সময় থেকে গুরুপদ **বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে।**
- ✓ **তিনি তাঁর নিজের ও পূর্ববর্তী গুরুদেব উপদেশ সংকলিত করে আদিগ্রন্থ বা গ্রন্থসাহেব প্রণয়ন করেন।**
- ✓ **মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র খসরুকে সাহায্য করার অপরাধে জাহাঙ্গীর গুরু অর্জনের প্রাণদন্ড দেন। এর ফলে শিখরা মোগলদের চিরশত্রুতে পরিণত হয়।**
- **গুরু হরগোবিন্দ:** পরবর্তী গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-১৬৪৫ খ্রিঃ) ছিলেন গুরু অর্জুনের পুত্র।
- **তিনি শিখদের নিয়ে একটি সামরিক বাহিনী গড়ে তোলেন, লৌগহড় নাম একটি শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করেন।**
- **গুরু হররায়:** গুরু হররায় (১৬৪৫-১৬৬১ খ্রিঃ) মোগলদের সঙ্গে শান্তি বজায় রেখেই চলছিলেন। তিনি শাহাজাহান পুত্র দারার পক্ষ নেওয়ায় ঔরঙ্গজেব তাঁকে হত্যা করেন।
- **গুরু তেগবাহাদুর** : শিখদের নবম গুরু তেগবাহাদুর (১৬৬৪-১৬৭৫ খ্রিঃ) উত্তর ভারতের এক ব্যাপক স্থান ভ্রমণ করে শিখধর্ম প্রচার করেন।
- ✓ **ঔরঙ্গজেব তাঁকে হয় ইসলাম ধর্মগ্রহণ বা মৃত্যুবরণ-যে কোনও একটি গ্রহণ করতে বলেন। তিনি মৃত্যুবরণই বেছে নেন। দিল্লির লাল কেল্লার অদূরে ঔরঙ্গজেব তাঁর শিরশ্ছেদ করেন (১৬৭৫ খ্রিঃ)।**

- **গুরু গোবিন্দ সিংহ:** পিতা তেগবাহাদুরের মৃত্যুর পর গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮ খ্রিঃ)দশম বা শেষ গুরু-পদে অধিষ্ঠিত হন।
- **গুরু গোবিন্দ সিং এর জন্ম বিহারের পাটনায় ।**
- ✓ **তিনি শিখদের নিয়ে 'খালসা' নামে এক সামরিক বাহিনী গড়ে তোলেন।** 'খালসা' কথার অর্থ 'পবিত্র'। ব্যক্তিগত গুরু-পদ রহিত করে তিনি ঘোষণা করেন যে, খালসা সংস্থাই শিখদের গুরু।
- ✓ **শিখদের জন্য তিনি 'পঞ্চ-ক'-এর প্রবর্তন করেন।** এই 'পঞ্চ-ক' হল (১) কেশ (লম্বা চুল), (২) কঙ্কতি (চিরুনি), (৩) কৃপাণ (তরবারি), (৪) কচ্ছ (খাটো পায়জামা) এবং (৫) কড় (লোহার বালা)।
- ✓ শিখদের মধ্যে জাতিভেদ-প্রথা দূর করার জন্য জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল **শিখকে তিনি সিং বা সিংহ উপাধি ব্যবহারের নির্দেশ দেন।**
- ✓ ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে জনৈক আফগান আততায়ীর হস্তে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

- 'খালসা'-র নেতৃত্ব অর্পিত হয় গুরু গোবিন্দ সিংহের প্রিয় শিষ্য বান্দা-র উপর। তিনি বান্দা বৈরাগী ও বান্দা বাহাদুর নামেও পরিচিত ছিলেন।

রণজিৎ সিংহ

- **পরবর্তীকালে শিখরা বারোটি 'মিসল' বা দলে বিভক্ত হয়ে পাঞ্জাব শাসন করত,** তাদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না এবং পরস্পরের মধ্যে সর্বদাই বিবাদ চলত।
- এমতাবস্তায় সুকারচুকিয়া মিসলের নায়ক রণজিৎ সিংহ অন্যান্য মিশলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে পাঞ্জাবের এক বৃহত্তম অংশে শিখরাজ্য গড়ে তোলেন।
- রণজিৎ সিংহ শিবাজি ও হায়দার আলির মতো নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও বাহুবল, আত্মবিশ্বাস ও বিচক্ষণতার সাহায্যে বিবদমান শিখরাজ্যগুলি এক বিরাট অংশকে তিনি ঐক্যবদ্ধ তুলতে সক্ষম হন।
- ফরাসি পর্যটক ভিক্টর জ্যাকিমোঁ তাঁকে 'নেপোলিয়নের ক্ষুদ্র সংস্করণ' বলে অভিহিত করেছেন।
- রণজিৎ সিংহ শের ই পাঞ্জাব উপাধি গ্রহণ করেছিলেন ।
- লাহোর ছিল তাঁর রাজধানী ।
- তিনি আফগান সম্রাট শা সুজার কাছ থেকে কোহিনুর হীরা ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন ।
- ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্টো রণজিৎ সিংহের সাথে অমৃতসরের সন্ধি করেন ।
- ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে রণজিৎ সিংহ মারা যান ।

মহীশূর শক্তি

- মহীশূরের হায়দার আলি ইংরেজদের সাথে দুটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন ।
- **প্রথম ইংরেজ মহীশূর যুদ্ধ(১৭৬৭-১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ)** - রবার্ট ক্লাইভ হায়দার আলির কাছে পরাজিত হন ।
- **দ্বিতীয় ইংরেজ মহীশূর যুদ্ধ(১৭৮০-৮৪ খ্রিস্টাব্দ)**-হেস্টিংসের সাথে হায়দার আলির আবার যুদ্ধ বাঁধে । ফরাসী সাহায্যে হায়দার আলির জয় লাভের মুখে তিনি মারা যান **।তাঁর পুত্র টিপু এই যুদ্ধ পরিচাওলনা করে। ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি দ্বারা (১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ) এই যুদ্ধ শেষ হয় । এই যুদ্ধে টিপু সুলতান প্রথম রকেট ব্যবহার করেন**
- **তৃতীয় ইংরেজ মহীশূর যুদ্ধ(১৭৯০-৯২ খ্রিস্টাব্দ)-এই যুদ্ধে কর্নয়ালিসের কাছে টিপু আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় এবং শ্রীরঙ্গপত্তনমের সন্ধি(১৭৯২ খ্রিস্টাব্দ) স্বাক্ষর করেন ।**

- **চতুর্থ ইংরেজ মহীশূর যুদ্ধ(১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ) : লর্ড ওয়েলেসলির হাতে টিপু পরাজিত ও নিহত হন** ।

টিপু সুলতান

- **টিপু সুলতান মহীশূরের বাঘ নামে খ্যাত** ছিল ।
- **তাঁর রাজধানী ছিল শ্রীরঙ্গপত্তনম ।**
- **তিনি ফরাসিদের মিত্র ছিলেন এবং ফ্রান্সের জ্যাকোবিয়ান ক্লাবের সদস্য ছিলেন ।**
- **টিপু ট্রি অব লিবার্টি শ্রীরঙ্গপত্তনমে প্রতিষ্ঠা করেন ।**
- **তিনি প্রথম যুদ্ধে রকেট ব্যবহার শুরু করেছিলেন** ।
- টিপুর ব্যবসা ফ্রান্স ,ইরান,তুরস্ক ,চিন ,মায়ানমার পর্যন্ত ব্যপ্ত ছিল ।

THE END

VISIT OUR WEBSITE: WWW.ZEROSUM.IN

ABOUT OUR COURSES

WBCS PRELIMS-MAINS ADVANCE COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Advance Course is an online program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Advance Course duration is 6 months. And after the completion of the course, it is upgradable at Rs. 1000 per month.
- Classes will be live and fully interactive in an Audio-Visual format, where students will be able to interact with the course moderator and teacher.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 20000 (EMI Available: 10000+5000+5000)

WBCS PRELIMS-MAINS FOUNDATION COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Foundation Course is an online program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Foundation Course duration is 12 months. And after the completion of the course, it is upgradable at Rs. 500 per month.
- Classes will be live and fully interactive in an Audio-Visual format, where students will be able to interact with the course moderator and teacher.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 35000 (EMI Available: 10000+5000+5000+5000+5000+5000)

WBCS PRELIMS-MAINS PREMIUM COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Premium Course is an online program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Premium Course duration is 12 months. And support will be provided till success.
- Classes will be live and fully interactive in an Audio-Visual format, where students will be able to interact with the course moderator and teacher.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 52000 (EMI Available: 20000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+2000)

WBCS PRELIMS-MAINS POSTAL COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Postal Course is a distance mode program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Postal Course duration is 1 month.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 15000 (EMI Available: 10000+5000)

Zero-Sum e-Library:

- Study material on five topics of five subjects in a PDF format per month.
- Five mock test per month.

Fees: 50/ month

Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com